স্বামি-শিষ্য প্রসঙ্গ

২য় ভাগ

স্বামি-শিষ্য প্রসঙ্গ

২য় ভাগ

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি

সঙ্কলিত

ভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম

বরিশাল

মূল্য—১৷৽

১৩৩৮ সন।

প্রকাশক
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি,
ভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম,
বরিশাল।

প্রিণ্টার
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত,
শ্রীসরস্বতী প্রেস,
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

যাঁহার অমৃতময়ী রচনাবলী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ
করা হইল, সেই প্রেমের আধার, করুণার মূর্ত্তি
বিদেহমুক্ত, শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী
ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শ্রীশ্রীচরণ-
কমলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভক্তি
ও প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ
অর্পিত হইল।

শ্রীচরণাশ্রিত —

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি

মঙ্গলাচরণম্

গুরুর চরণে নমি
কৃপার নিধান ।
প্রকাশ করি এ গ্রন্থ
লওহে ধীমান ॥
মাতা, পিতা, সুহৃদাদি,
দেব, নৃপ, প্রাণ—
সদ্‌গুরু সবার শ্রেষ্ঠ
যিনি দেন জ্ঞান ॥

ধর্ম্মের সোপান আদি মরণ ভাবনা ।
মৃত্যুকে স্মরিতে কভু ভুলনা ভুলনা ॥
মৃত্যুচিন্তা বৈরাগ্যেরে উদিত করাবে ।
অসার সংসার প্রতি স্পৃহা তেয়াগিবে ॥
দম্ভ অহঙ্কার আদি মহামোহদলে ।
ভস্মসাৎ করাইবে বৈরাগ্য অনলে ॥
তৎপরে নিষ্কাম কর্ম্মে করাবে প্রবৃত্তি ।
যাহা হতে হবে তব জ্ঞানের উৎপত্তি ॥
জ্ঞানালোকে দেখা যাবে আত্মা সর্ব্বময় ।
আত্মতত্ত্ব পরিপক্কে ব্রহ্মজ্ঞ নিশ্চয় ॥

স্বামী-শিষ্য প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ গীতা-২।১৬॥

[মস্তিষ্ক-বিকার যেরূপ মিথ্যা প্রতীতির কারণ হয়,সেইরূপ অবিদ্যা জগৎ ভ্রমের কারণ হয়] মায়াতীতের নিকট জগতের অস্তিত্ব নাই।

আরতি ও মহিম্ন স্তোত্রাদি পাঠান্তে শিষ্য ও কয়েকজন সাধু স্বামিজীর নিকট বসিয়া আছেন।

শিষ্য। বাবা! বেদান্ত বলে, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়; বস্তুতঃ যেরূপ সেই সর্প মিথ্যা ও রজ্জু সত্য, সেই প্রকার জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্মই সত্য। কিন্তু মনে এই সংশয় আসে যে প্রকৃতপক্ষে সর্প ব'লে একটি সত্য বস্তু প্রত্যক্ষ করি এবং তাহার সংস্কার হয়; পরে সর্পাকৃতি অপর একটি বস্তু দেখে সেই

সংস্কারের স্ফুরণ হ'য়ে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান আরোপিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মেও যদি এইরূপ জগৎ বোধ আরোপিত হ'য়ে থাকে তাহ'লে জগৎ নামে প্রকৃত একটি জিনিষ আছে যা'র সংস্কারের উদয় হওয়ায় ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হচ্ছে। আর যেমন সর্পের সহিত রজ্জুর সাদৃশ্য আছে, সেইরূপ ব্রহ্মে এবং জগতেও সাদৃশ্য আছে; তাহ'লে জগৎ মিথ্যা কি ক'রে হ'ল?

স্বা। বেশ প্রশ্ন ক'রেছ! একটি লোক ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শু'য়ে পড়্‌ল। তখন তার মনে হ'ল যেন জগৎটাই ঘুর্‌ছে; কিন্তু বস্তুতঃ কি জগৎ ঘুর্‌ছে? যা'র মস্তিক ভাল, তার কাছে ত জগৎ ঘুর্‌ছে না!—সেইরূপ যারা অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন র'য়েছে তাদের কাছেই জগৎরূপ একটি বস্তু প্রতিভাত হচ্ছে; কিন্তু যারা মায়াতীত তাদের কাছে জগৎ ব'লে কোন জিনিষই নাই।

এখন যদি বল যে এই অজ্ঞানতা কোত্থেকে এল; এর উত্তর নাই। এই জন্যই মায়াকে অনাদি বলে। মায়ার উৎপত্তি কোত্থেকে হ'ল তা কেউ বলতে পারে না। *

* 'সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় একমাত্র পরমাত্মাই সৎ পদার্থ; এবং যেমন ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট বলিয়া কিছুই নাই, তন্তু ব্যতিরেকে পট বলিয়া কিছুই নাই সেইরূপ তত্ত্বদর্শিগণ অর্থাৎ যাঁহারা

আবার দেখ মিথ্যাবস্তু দ্বারা সত্যবস্তুর জ্ঞান হয়। যেমন ইন্দ্রজালে আমগাছ হ'ল, আম হ'ল; যে কখনও আম দেখেনি তাকে ঐ ফলটি দেখিয়ে বলা হ'ল—'এই দেখ আম'। কিন্তু বাস্তবিক কি ওটি আম ?

শি। না ও ত মিথ্যা।

স্বা। আচ্ছা, কিন্তু তার পর মনে কর ঐ কৃত্রিম আমটি দেখিয়ে ঐন্দ্রজালিক চ'লে গেল, পরে ঐ ব্যক্তি বনে গিয়ে উক্ত প্রকার প্রকৃত আম দেখে আম ব'লে চিন্‌তে পার্‌ল ও খেতে লাগ্‌ল এবং খেয়ে মহাতৃপ্তিলাভ কর্‌ল। সেইরূপ গুরু শিষ্যকে ইন্দ্রজালের আমরূপ এই মিথ্যা জগৎ অবলম্বন করিয়া

সকল বস্তুর যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে সৎপদার্থ হইতে বিভিন্ন অজ্ঞান, জীব, জগৎ প্রভৃতি কোনও বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্বই নাই; উহারা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক। এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে বন্ধ্যাপুত্র কোথা হইতে আসিল, তাহা হইলে যেরূপ সেই প্রশ্ন নিরর্থক হয়, সেইরূপ যদি প্রশ্ন হয় অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল তাহা হইলে তাহার কোনও উত্তরই হইতে পারে না, মাত্র এই বলা যাইতে পারে অনির্ব্বচনীয় লৌকিক দৃষ্টিতে অজ্ঞান অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়, কিন্তু বিবেকীগণের নিকট অজ্ঞানের কোনকালেই অস্তিত্ব নাই। আচায্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন :—

"অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাঽপি জায়তে॥"

(মাণ্ডুক্য কারিকা, অদ্বৈত প্রকরণ—২৮ শ্লোক)

বনের সত্য আমরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করান। 'জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা' বল্‌লে বাস্তবিকই সত্যবস্তুর দিকে দৃষ্টি পড়ে * ;—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাই সত্য এইরূপ ধারণা হ'তে থাকে। আর যেমন ইন্দ্রজালের আমের অস্তিত্বই নাই, সেইরূপ বস্তুতঃ জগতেরও অস্তিত্ব নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি,
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥
—মুণ্ডঃ উঃ ১।১ ৭ ॥

[স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণ শরীর ভোক্তা নহে—জীবাত্মা ভোক্তা]

হরিদ্বার—৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮টা। আরতি ও মহিম্ন স্তবাদি পাঠান্তে শিষ্য কেদারনন্দজী, শিবানন্দজী ও অপর দুইজন সাধু স্বামীজীর নিকট ব'সে আছেন। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ।

স্বা।—(শিষ্যকে) দেখ্, একটু দুর্ব্বল মনে ক'র্‌ছি। সারাদিন ত' বেশ ছিলেম, কিন্তু মহিম্ন স্তোত্র পাঠ ক'র্‌তে একটু কষ্ট বোধ হচ্ছিল।

* দৃশ্যং নাস্তীতি বোধে মনসো দৃশ্য মার্জ্জনম্।
সম্পন্নঞ্চেৎ তদোৎপন্না পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিঃ॥
যোগবাশিষ্ঠঃ

শি। স্থূল শরীর অন্নময় কোষ, অন্ন না পেলেই দুর্ব্বল হবে, এটি প্রকৃতির ধর্ম্ম।

স্বা। হাঁ, ঠিক ব'লেছ, আচ্ছা বল্‌ত ভোগ করে কে?

শি। স্থূল শরীর।

স্বা। যদি স্থূল শরীরই ভোগ ক'রে, তবে মৃত্যুর পর ত শরীর পড়ে থাকে; চোখ, মুখ, কাণ সকলই পূর্ব্ববৎ থাকে, কিন্তু তখন ভোগ ক'রতে পারে না কেন?

শি। সূক্ষ্ম শরীরের সত্ত্বায় স্থূল শরীর ভোগ ক'রে থাকে। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যায়,কাজেই স্থূল শরীরেই বাসনা কামনার নিবাস এবং সূক্ষ্ম শরীর বাসনানুযায়ী স্থূল শরীর ধারণ ক'রে বিষয়ভোগ ক'রে থাকে। *

---

* পঞ্চপ্রাণমনো বুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতম্।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তৎ লিঙ্গমুচ্যতে ॥ (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান,—এই পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বে নির্ম্মিত শরীরকে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর বলে।

হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন পুরুষের 'হিতা' নামে প্রসিদ্ধ নাড়ী আছে। কেশাগ্রের সহস্রভাগের সম পরিমাণ সূক্ষ্ম ও শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিত ও লোহিতবর্ণ রসে পরিপূর্ণ দেহব্যাপী নাড়ী-সমূহের অভ্যন্তরে উল্লিখিত সপ্তদশ অবয়বসম্পন্ন লিঙ্গশরীর অবস্থান করে। সমুদয় বাসনা লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া থাকে।

—বৃহদারণ্যক—২৷১৷২০ 'গ'ভাষ্য।

স্বা। তাহ'লে সূক্ষ্ম শরীর স্বয়ং ভোগ কর্‌তে পারে না।

শি। স্থূলশরীর ভোগায়াতন দেহ ; সূক্ষ্ম শরীর তা'র সাহায্যে ভোগ করে। সূক্ষ্ম শরীর স্বয়ং ভোগ ক'রতে পারে না ব'লেই পাপীরা মৃত্যুর পর নারকীয় দেহ ধারণ করে এবং পুণ্যাত্মারা দেব দেহ ধারণ ক'রে স্বর্গ ভোগ করে।

স্বা। সূক্ষ্ম শরীরে স্থূলশরীরের সাহায্য বিনা যদি ভোগ না হয়, তবে লোকে দেব প্রতিমা তৈয়ারী ক'রে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে কেন ? তা'তে ভগবানের ধ্যান করে কেন ?

শি। ভগবান এসে দেখা দেবেন মনে ক'রে ধ্যান ক'রে থাকে ; কিন্তু ভগবান যে সূক্ষ্ম শরীরে এসে তাদের ভোগ গ্রহণ করেন, এ তাদের কল্পনা মাত্র।

[ঈশ্বর ভক্তাধীন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গ, অকর্ত্তা, ও নির্ব্বিকার]

স্বা। আচ্ছা, ভগবান ত স্বাধীন, তাহ'লে লোকে তাঁর মূর্ত্তি ধ্যান কর্‌লে তিনি আসেন কেন ?

শি। তা আসবেন না কেন! চিন্তার বলে তাঁকে আসতেই হবে।

স্বা। তবে তিনি স্বাধীন হ'লেন কি ক'রে ? প্রজার আদেশ যদি রাজাকে শুন্‌তে হয়. তবে তাকে কি স্বাধীন বলা যায় ?

শি। ভগবান স্বাধীন নন, তিনি ভক্তের অধীন। গীতায়ও আছে—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহম্॥
গীতা—৯।২৯॥

অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতেই সমভাবে বিদ্যমান। আমার প্রিয় বা দ্বেষ্য কেহ নাই, কিন্তু আমাকে যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহারা (স্বভাবতঃ) আমাতেই অবস্থান করেন এবং আমিও (স্বভাবতঃ) সে সকল ব্যক্তির মধ্যে অবস্থান করি।

স্বা। তা হ'লে ভগবান একদেশী ?

শি। তা বৈকি ; যখন তিনি ভক্তের পক্ষপাতী তখন ত' তিনি একদেশীই।

স্বা। হাঁ, দ্বৈতভাবে দেখ্‌তে গেলে তাঁকে অনেকটা সেই প্রকারই মনে হয় বটে ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনি একদেশী নন। সে দিনের ইন্দ্রজালের আমের গল্প মনে আছে ত' ?

শি। হাঁ, আছে।

স্বা। তদ্বৎ হে পুত্র, ভগবান বস্তুতঃ কাহাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না এবং কোন ফলও দেন না। লোকে অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হ'য়ে 'আমি কাজ করছি'—'এই কাজ করলে এই ফল পাব,' —এই প্রকার মনে ক'রে থাকে এবং তদনুযায়ী মায়াবিজৃম্ভিত ফলও পেয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রজালের আম যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা, সেইরূপ কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল

এবং কর্ম্মের প্রেরয়িতা ও ফলদাতা সমস্তই মিথ্যা, ভগবান সর্ব্বদাই অসঙ্গ, অকর্ত্তা ও নির্ব্বিকার। *

শি। হাঁ, এ ঠিক বলেছেন। গীতায়ও আছে ঃ—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥—গীতা, ৫ (১৪)॥

অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মসকল বা কর্ম্মফল সংযোগ সৃষ্টি করেন না, কিন্তু স্বভাব (অবিদ্যাই) কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

স্বা। হাঁ, বৎস! এবার মনে ঠিক ব'সে গিয়েছে।

শি হাঁ, কিন্তু আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এখনও হয় নাই।

স্বা। কি প্রশ্ন?

শি। ভোগ কে ভোগে এবং কেন ভোগে?

স্বা। জীবাত্মা ভোগে। † মাকড়সা দেখে'ছ?

শি। হাঁ।

* "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥"
—গীতা—৯।৯

অসঙ্গো ন হি সিজ্জতে"—উপনিষদ

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং॥—গীতা ৪।১৩

† আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ"।—কঠ ৫৮ শ্লো।

স্বা। মাকড়সা যেমন নিজের ইচ্ছায় জাল রচনা ক'রে তার ভিতর নিজে জড়িয়ে যায়, সেইরূপ জীবাত্মা বাসনারূপ জাল রচনা ক'রে তার ভিতর আবদ্ধ হয় এবং তদনুরূপ ভোগায়তন শরীর পেতে থাকে।

[সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর ব্যতীরেকেও সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে পারে]

শি। আর একটি প্রশ্ন আছে।

স্বা। কি প্রশ্ন?

শি। সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা কি বাস্তবিকই ভোগ করা যায় না?

স্বা। কেন যাবে না? স্বপ্নে কখনও কখনও মিঠাই প্রভৃতি খাও ব'লে মনে হয় কিনা?

শি। হাঁ, স্বপ্নে ত' কতই মনে হয়। কখনও ভয় হয়, কখনও আনন্দ হয় কখনও মিঠাই খাচ্ছি মনে হয়, আরও কত কি!

স্বা। স্বপ্নে কে ভোগ করে?

শি। সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা জীবাত্মা ভোগ করে।

স্বা। এখন তোর প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়েছে ত'?

শি। স্বপ্নের ভোগ ত' আর সত্য নয়। সূক্ষ্ম শরীর জাগ্রতাবস্থায় জাগতিক বস্তু সকল ভোগ কর্‌তে পারে কি?

[জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সকলই স্বপ্নবৎ মিথ্যা]

স্বা। জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, সুসুপ্তাবস্থা সকলই স্বপ্নবৎ মিথ্যা। * স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল সত্য ব'লে মনে হয়

---

* তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ (জাগ্রৎস্বপ্নসুযুপ্তাখ্যাঃ) ঐতরেয়—৩।২।১।১২॥

বটে, কিন্তু জাগ্রত হ'লে সেগুলি মিথ্যা ব'লে প্রতীত হয়। তদ্রূপ জাগ্রদবস্থার স্বপ্নও (অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সমুদয়) মিথ্যা ; কারণ তত্ত্বজ্ঞান হ'লে জাগতিক বস্তু সমূহকেও মিথ্যা ব'লেই ধারণা হ'য়ে থাকে। * স্বপ্নাবস্থা ৫।৬ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে, আর জাগ্রদবস্থা একটু দীর্ঘকাল স্থায়ী। বস্তুতঃ উভয়ই স্বপ্ন। সূক্ষ্ম শরীরের বলেই স্থূল শরীর সব কাজ করে। সূক্ষ্ম শরীরই স্থূল শরীর রচনা ক'রে নেয়।† [সূক্ষ্ম শরীরও স্থূল শরীরের ন্যায় গমনাগমন করিতে পারে]

শি। সূক্ষ্ম শরীর কি কোথাও যেতে পারে ?

---

* 'জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে'—মাণ্ডুক্যকারিকা ১৮ শ্লোক। "অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে চ প্রশমংগতে। পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোকং চতুর্থাং ভূমিকামিতঃ'—যোগবাশিষ্ঠঃ।

† বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে লিখিত আছে—পুরুষের দুইটি স্থান আছে, একটি বর্ত্তমান জন্ম, অপরটি পরলোকরূপ স্থান। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান তাহা হইতে যাহার উৎপত্তি সেই স্থানের নাম স্বপ্ন বা সন্ধ্য স্থান। এইখানে জীব পরলোক পাইবার জন্য পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান ও কর্ম্ম সংস্কারগুলি অবলম্বন করিয়া ইহলোক ও পরলোক নিরীক্ষণ করিতে থাকে, এবং ইহলোকের কর্ম্মরাশির বিরাম হইলেই বাসনাময় অপর স্বপ্নদেহ রচনা করে। এই সময় আদিত্যাদি বাহ্যজ্যোতির অভাবে আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, এবং জীব আত্মীয় দীপ্তিদ্বারা বাসনাবোশিষ্ট অন্তঃকরণ বৃত্তি সমূহ প্রকাশ করে এবং অন্তঃকরণের বৃত্তিই তখন সর্ব্বপ্রকার বাসনা সহকারে গ্রাহ্যবিষয়রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে।

স্বা। কেন পারবে না; মৃত্যুর পর স্থূল শরীর ত' এখানে প'ড়ে থাকে! সূক্ষ্ম শরীর চন্দ্রলোক সুর্য্যলোক প্রভৃতি ভেদ ক'রে যায়।

শি। মনুষ্যযোনির সূক্ষ্ম শরীর এবং পিপীলিকা প্রভৃতি অন্যান্য যোনির সূক্ষ্ম শরীর মধ্যে কি কোন প্রভেদ আছে?

স্বা। না, যে যোনিতেই হো'ক্ না কেন সূক্ষ্ম শরীর এক প্রকার। সূক্ষ্ম শরীরের কখনও বিনাশ হয় না। হাতীর দেহে সূক্ষ্ম শরীর যতটুকু, পিঁপড়ের দেহেও ততটুকু। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শরীরমাত্রই মিথ্যা। জ্ঞান হ'লে শরীরত্রয় (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ) আর থাকে না। * তখন আমি অব্যয়, অখণ্ড, অদ্বিতীয় ব'লে জ্ঞান হয়। সূক্ষ্ম শরীর সেই অখণ্ড চৈতন্যের সত্তায় কাজ ক'রে থাকে; চৈতন্যই সর্ব্ব-শক্তির মূল—তুইই সেই চৈতন্য। সমুদায় শরীর হ'তে নিজেকে পৃথক্ জেনে নিজের স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি দিস্‌না কেন? ছিলে সর্ব্বদেশী, এখন নিজেকে ভাবছ একদেশী। †

শি। জ্ঞান হ'লে আমি সর্ব্বদেশী ব'লে মনে হ'য়ে থাকে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেত একদেশী ব'লেই মনে হয়।

* জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং প্রাপ্যতে যেন মুচ্যতে ইতি স্মৃতেঃ। কৈবল্যং – কেবল আত্মার ভাব অর্থাৎ দেহাদি শূন্যতা।

† "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঽস্মিন্ সন্দেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা, তস্য লোকাঃ স উ লোক এব—য। বৃহ, ৪ অঃ, ব্রা, ১৩ শ্লোক

[জ্ঞান নিত্যপ্রাপ্ত, সাধ্য নহে—অবিদ্যা ব'লে কোন বস্তু নাই]

স্বা। জ্ঞান আবার হবে কিরে? তুই ত জ্ঞান স্বরূপই।* যে জিনিসের উৎপত্তি আছে, তার ত' বিনাশও অনিবার্য্য। জ্ঞানের যদি উৎপত্তিই হবে, তবে তার ধ্বংশও হবে।

* গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫০ শ্লোকে জ্ঞান নিষ্ঠার বর্ণণপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্র হি বুদ্ধ্যাদ্দিদেহান্তে আত্মচৈতন্যাভাসতাত্মভ্রান্তিঃ কারণমিত্যত স্বাত্মবিষয়ং জ্ঞানং ন বিধাতব্যং!"—অর্থাৎ মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি সকলে যে ভ্রান্তি বশতঃ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া মনে করে ইহার কারণ আত্মচৈতন্যাবভাসতা সকলেরই আছে; অর্থাৎ 'আমি আছি' এইরূপ একটা জ্ঞান সকলেরই আছে; সুতরাং আত্মজ্ঞান অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; ফলতঃ আত্মবিষয়ক জ্ঞানের বিধান করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে আবশ্যক কি? তদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—"নামরূপাদ্যনাত্মাধ্যারোপণ নিবৃত্তিরেব কার্য্য। নাত্মচৈতন্য-বিজ্ঞানম্, সর্ব্বেরভুপগম্যতে অবিদ্যাধ্যারোপিত সর্ব্বপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতয়া গৃহ্যমাণত্বাৎ"—অর্থাৎ আত্মাতে যে নাম ও রূপের আরোপ তাহারই নিবৃত্তি করিতে হইবে, আত্মচৈতন্যের বিজ্ঞান করিতে হইবে না; যেহেতু আত্মজ্ঞান অবিদ্যা দ্বারা সকল পদার্থে আরোপিত হইয়া সেই সেই পদার্থের আকারে সর্ব্বদাই বিশিষ্টভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রুতিও বলিয়াছেন—ন হি বিজ্ঞতুর্ব্বিজ্ঞাতেঃ বিপরিল্লাপো বিদ্যতে" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজাণীয়াৎ' 'ন বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ' ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এইযে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকট স্বয়ং প্রভা জ্ঞান মেঘ অপসারিত হইলে সূর্য্যের ন্যায় আপনা আপনিই প্রকাশিত হন।

শি। আমি যদি জ্ঞান স্বরূপই হ'লাম, তবে এই অজ্ঞানতা কি ক'রে আচ্ছন্ন ক'র্‌ল?

স্বা। অজ্ঞানতা ব'লে বস্তুতঃ কোন জিনিষই নাই, উহা মিথ্যা। (ক) যেমন মা শিশুকে বলে "ঐ দেখ জুজু আসছে, শীঘ্র চোখ বোজ'। শিশু জুজুর ভয়ে, চক্ষু বুজিয়ে মনে মনে তার একটা রূপ কল্পনা ক'রে নেয়—যেন তার বড় বড় পা, বড় বড় দাঁত, বড় বড় নখ, ইত্যাদি। কিন্তু, যেমন প্রকৃত পক্ষে জুজু ব'লে কোন বস্তুই নাই, শিশু মাত্র জুজুর নাম শুনে সেটাকে সত্য ভেবে ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান, জন্ম মৃত্যু, জরা, বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতি কিছুই তোর নাই, তুই কেবল শুনে শুনে সেগুলিকে সত্য ভেবে শিশুর মত ভয়ে বিহ্বল হ'য়েছিস্‌। অজ্ঞান, জন্ম, মৃত্যু, প্রভৃতি সকলই জুজুর মত মিথ্যা, তোর সংকল্প দ্বারাই সেগুলির সৃষ্টি হ'য়েছে, সমুদায় সংকল্প ছেড়ে দিলেই নিজেকে বিশ্বের আধার, সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়ের কর্ত্তা বলে জ্ঞান হয়। (খ)

(ক) ধর্ম্মা য ইতি জায়ন্তে, জায়ন্তে তে ন তত্ত্বতঃ। জন্মমাযোপমং তেষাং সা য মায়া ন বিদ্যতে। ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবঃ ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে। ভাবে হি বিদ্যতে দেবঃ তস্মাৎ ভাবো হি কারণং॥—মাণ্ডুক্য-কারিকা।—অর্থাৎ অবিদ্যমান বা অসৎ পদার্থেরই নাম মায়া সুতরাং তাহা বস্তুভূত নহে।

(খ) সহস্রাঙ্কুর শাখাত্ম ফলপল্লবশালিনঃ।
অস্য সংসারবৃক্ষস্য মনোমূল মহাঙ্কুরঃ।

এই জগত তোরই একাংশে স্থিত। (গ) মনে কর্, তুই যেন এই সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহই; এই দেহের একাংশে যেমন নখ ও চুল আছে, সেইরূপ আত্মার (তোর স্বরূপের) একাংশে এই জগৎ অবস্থিত।

শি। তা হ'লে ভগবান ব'লে কোন বস্তু নাই।

[সঙ্কল্প হইতেই দেবাদির আবির্ভাব—সঙ্কল্প আত্মার —আত্মা অবাঙ্ মানসোগোচর]

স্বা। ভগবান্ আছে কি নাই এ তোর মনের কল্পনা। যে যে প্রকার কল্পনা করে, তার কাছে সেই প্রকার বস্তুই আসে। যে নৃসিংহ-দেবকে কল্পনা করে, তার কাছে নৃসিংহ-

সঙ্কল্পমেব তন্মন্যে সঙ্কল্পোপশমেন তৎ।
শোষয়ামি যথাশোষমে'ত সংসারপাদপঃ॥ যোগাবশিষ্ঠ উপগম প্রকরণ—৯।৫৬।৫৭

* * * *

বিগতবাসন্নমাপ্ত বিপাগতা।
মুপগতং মন আত্মতযোদিতম্।
যদভিবাঞ্ছতি তদ্ভবতি ক্ষণাৎ
সকলশক্তিময়ো হি মহেশ্বরঃ॥ ঐ ঐ—৮৯।৬৮

(গ) অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ গীতা—১০।৪২

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে, স যো হি টবৈ তদচ্ছায়মশরীরং লোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্ত সৌম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি। —প্রশ্ন ৫১।১০

দেব এসে উপস্থিত হন। যে কালী, শিব, বা বিষ্ণুর সঙ্কল্প করে, তার কাছে কালী, শিব বা বিষ্ণু এসে উপস্থিত হন। বস্তুতঃ এসব সংস্কল্পানুযায়ী এসে থাকে। (ক) যার কোন প্রকার সঙ্কল্প নাই, তার নিকট এসবই মিথ্যা ব'লে মনে হয়। আচ্ছা বলত' এ সংকল্প কার ?

শি। আমার !

স্বা। তুই কে ?

শি। আমি আত্মা।

স্বা। আত্মা নাম কে রেখেছে, তুইইত ; নয় কি ? তোর সংকল্পই আত্মা প্রভৃতি নাম রেখেছে।

শি। হাঁ ঠিক। "নামরূপাতীতোঽহম্"।

(ক) যথা বীজাদ্বৃহদ্বৃক্ষো ব্যোম ব্যাপ্নোতি কালতঃ
তস্মৈবেদং স্বসঙ্কল্পাৎ সম্বেদ্যমসদুত্থিতম্ ॥

*　　*　　*　　*　　*

যদেব ভাবয়ত্যেষা তদেব ভবতি ক্ষণাৎ।

*　　*　　*　　*　　*

দেবো নাসৌ সুরোরক্ষো যক্ষঃ কিং কিন্নারোজনঃ।
আত্মৈবাত্মবিলাসিন্যা জগন্নাট্যং প্রনৃত্যতি ॥ যোগাশিষ্ঠ
উপশমপ্রকরণ ৯১।৮৭।৯২

হরিরাত্মা হি ভূতানাং তস্য যৎ প্রতিভাবতে।
তত্তথৈব ভবত্যাশু সর্ব্বমাত্মৈব কারণম্ ॥
যোগবশিষ্ঠ উপশমপ্রকরণ ৪২।১৮

স্বা। "নামরূপাতীতোঽহম্" এও ত তোর কল্পনা দ্বারাই সিদ্ধ হ'য়েছে।

শি। হাঁ।

স্বা। বস্তুতঃ তুই যে কি তা বলা যায় না। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। (ক)

শি। সাধন বলে সূক্ষ্ম শরীর কি দেখা যায়?

স্বা। হাঁ, সাধন বলে সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীরের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

সেই দিনের কথোপকথন এই খানেই শেষ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্যদি।
তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্নলরাম যুধিষ্ঠিরাঃ॥

--তৃপ্তিদীপ---১৫৬॥ পঞ্চদশী

[প্রারব্ধভোগ অনিবার্য্য—ঔষধাদি নিমিত্ত মাত্র]

হরিদ্বার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮॥টা।

(ক) ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥
অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। কেন, ৩।৪
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ গীতা, ১৩।১২

আরতি পাঠের পর শিষ্য ও কয়েকজন সাধু স্বামিজীর নিকট বসিয়া আছেন।

শি। বাবা, আপনাকে ডাক্তার যে ঔষধ খেতে ব'লেছেন সে ঔষধ ডাক্তার খানায় পাওয়া যায় কি ?

স্বা। রেখে দে, ঔষধ খেয়ে কি হবে ? ঔষধ খেলেই যদি বাঁচা যেত তাহ'লে রাণী ভিক্টোরিয়া রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড প্রভৃতির মৃত্যু হ'ল কেন ? তা'দের কি ডাক্তার বা ঔষধের অভাব ছিল ?

শি। ঔষধ খেলে মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়না বটে, কিন্তু রোগের সাময়িক উপশম হ'য়ে থাকে ত' ?

স্বা। না, একথা ভুল। গোরক্ষনাথের একটি ফোঁড়া হ'য়েছিল। তিনি বার বৎসর সেই ফোঁড়ার জন্য কষ্ট পাচ্ছিলেন, কোনও ডাক্তার কবিরাজকে দেখাননি। বার বছর পরে একটি বুটি (ঔষধ) এসে তাঁকে ব'ললে 'আমাকে বেটে ঐ ফোঁড়াতে লাগাও'। গোরক্ষনাথ ব'ললেন—'এই বার বৎসর হ'ল এই ফোড়া থেকে কষ্ট পাচ্ছি, তা'র মধ্যে তুমি একদিনও এমন কথা বলনি, আর আজ ব'লছ কেন ? বুটি ব'ল্লে—'তোমার প্রারব্ধ কর্ম্মের বার বৎসর ভোগ ছিল, এখন তা' পূর্ণ হ'য়েছে, কাজেই এখন ঐ ফোড়াতে ঔষধ না দিলেও শুকিয়ে যাবে ; কিন্তু আমাকে যদি বেটে লাগাও তাহ'লে জগতে আমার একটু নাম হবে যে অমুক বুটির গুণেই বার বৎসর যে ফোঁড়া সারেনি তা'আজ

সেরে গেল! হে পুত্র! প্রারব্ধ ভোগ করতেই হবে, ঔষধে কিছুই করতে পারে না; তবে এই ডাক্তারের কাছে যাই এসব ব্যবহারিক সত্ত্বা রক্ষা ক'রবার জন্য। বাহিরে ত্যাগীর ভাব যত কম দেখিয়ে পারা যায় ততই ভাল। ভিতরে অনাসক্ত থেকে বাহিরে আসক্তের মত সকল কাজ ক'রে যেতে হয়; —লোকে দেখে মনে করবে খুব বিষয়ী, সুতরাং বৃথা বিরক্ত ক'রতে আসবে না। আর বাহিরে যদি খুব ত্যাগীর ভাব দেখাও অথচ অন্তরে আসক্তি থাকে তাহ'লে মহা মুস্কিল; —লোকে এসে বিরক্ত ক'রবে ও সাধনে ব্যাঘাত দেবে, অন্তরে শান্তি মিলবে না। কলসী গুড়ে পরিপূর্ণ করে যদি মাত্র কয়েকখানা পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা যায়, তা হ'লে মাছিতে নষ্ট করে না, কিন্তু ভিতরে পাতা ভরা আর কলসীর মুখে একটু গুড় রাখলে মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ ক'রবেই।

শি। সাধনে যে মন বসে না!

স্বা। সিদ্ধি লাভ করা চাই কিন্তু সাধনে ইচ্ছা নাই, ক্ষুধা আছে কিন্তু রাঁধতে ইচ্ছা করে না। অর্থাৎ বুঝতে হবে যে প্রকৃত পক্ষে ক্ষুধাই নাই; ক্ষুধা থাক্‌লে কি আর না রেঁধে পারে?

[প্রকৃত বৈরাগ্যের স্বরূপ—বৈরাগ্য মনে]

স্বা। বৈরাগ্য ত' সকলেরই আছে। শৈশব অবস্থার উপর এখন তোর কি রকম বৈরাগ্য! সে অবস্থার কথা এখন একবারও মনে হয় না; এর পর আবার বার্দ্ধক্য

উপস্থিত হ'লে বর্ত্তমান যৌবনাবস্থার উপরও বৈরাগ্য হবে। প্রকৃত বৈরাগ্য কি রকম জানিস্?—যেমন মল মূত্রের উপর। মল মূত্র ত্যাগ ক'রে এসে তার উপর আর মন যায় না, সেই মল মূত্র ত তোরই পেটে উৎপন্ন হয়েছিল, কিন্তু তবু কি বৈরাগ্য! সেটা কুকুরে খেলে, না কাকে খেলে, না পচে গেল সেদিকে আদৌ দৃষ্টি নাই! তেমনি এই দেহের উপর যখন ঐ রকম অনাসক্তি হবে তখন বুঝবি হাঁ কিছু বৈরাগ্য হয়েছে। কেবল বাড়ী ঘর ছাড়লেই বৈরাগ্য হয় না, বৈরাগ্য চাই মনে, ঘরে বসেও সাধন করা যায়। আসল কথা, বৈরাগ্য না থাক্‌লে বনে গেলেও কোন লাভ নাই, আর বৈরাগ্য থাক্‌লে ঘরে বসেও সাধনা করা চলে।

[অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাব—সিদ্ধি লাভের অন্তরায়]*

সাধনে মন বসে না কেন? একঘুমের পর ব'সে যাত' আসনে, ঢুলু ঢুলু নয়নে ভগবানের—গুরুমহারাজের ধ্যান

---

* পতঞ্জলির যোগসূত্রে উক্ত হইয়াছে দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। তৎ পরং পুরুষ খ্যাতেগু'ণবৈতৃষ্ণ্যম্। অর্থাৎ দৃষ্ট বিষয় ও শাস্ত্রোক্ত বিষয় এই উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইলে বশীকার নামক বৈরাগ্য জন্মে। ইহারা আমার বশ্য, আমি ইহাদের বশ্য নহি—এইরূপ জ্ঞানকে বশীকার বৈরাগ্য বলে। এইরূপ বৈরাগ্য আত্মদর্শনাভ্যাস হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে যোগশাস্ত্রে ধর্ম্মমেঘ ধ্যান বলে। ধর্ম্মমেঘাখ্য ধ্যানাভ্যাসের ফলে গুণের প্রতি অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি বাস্তবিক বিতৃষ্ণা জন্মে। পতঞ্জলি যোগসূত্রম্—১৫।১৬

কর্‌ত, দেখি কোথায় থাকে দেহাধ্যাস! এই রকম ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে দেহাধ্যাস মোটেই থাকে না। ব্রহ্ম চিন্তা কর্‌তেই থাক। যারা ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকে তারা প্রারব্ধ বশে কোন ভোগ উপস্থিত হ'লেও একটু বিচার ক'রে সেই ভোগ থেকে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করে, আবার ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হয়। যেমন রেলগাড়ী চলছেই, কিন্তু যেখানে প্রারব্ধভোগ রূপ ষ্টেশন আসে সেখানে কিছুকাল থেমে আবার চ'ল্‌তে থাকে।

[পদ্ম ও বিচারশীল সাধক]

পদ্ম ফুল থাকে জলে, উৎপত্তিও জলে, কিন্তু সূর্য্যদেব, যিনি পৃথিবীর জল শোষণ করেন, তিনি যেই উদিত হন অমনি আনন্দে প্রস্ফুটিত হয়, আর চন্দ্র, জল বৃদ্ধি করা যাঁর কাজ, তিনি উদিত হলেই আপনা আপনি মুদিত হ'য়ে যায়। সেইরূপ বিচারশীল ব্যক্তি ব্রহ্মচিন্তা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতি-পাদন করে তা' জেনেও এই জগতে জন্ম গ্রহণ করে এবং এই জগতে বাস ক'রে নিয়ত সেই ব্রহ্মচিন্তায়ই মগ্ন থাকেন, আর সংসার বৃদ্ধির কারণ বাসনাদির উদয় হ'লে মনকে বাসনা হ'তে প্রতিনিবৃত্ত করেন। তোদের মনে বোধ হয় এখন আর কামাদির উদয় হয় না, কারণ এখানে কামিনীর কোন প্রকার সংস্রব নাই, ক্রোধও দেখছি অনেকটা কম হ'য়েছে; অন্যে কিছু বললে ক্রোধ খুব কম হয়, কিন্তু আমি দু' একটা কঠোর কথা বল্‌লে আমার উপর ত' একটু ক্রোধ হয়ে থাকে?

তোকে যখন বলি—"কনে বউ হয়ে বসে আছ", তখন কি তোর রাগ হয় না?

শি। সকল সময় হয় না, কোন কোন সময় হয়।

["বিবেকী বিচারদ্বারা ক্রোধ দমন করেন"]

স্বা। উইঢিপির ভিতর অনেক সাপ বাস করে, লোকে তা' বুঝতে পারে না, কিন্তু বংশীরব ক'রলেই সাপগুলো বাইরে এসে ফণা তোলে, তখন সাপুড়ে সেইগুলোকে ধ'রে তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয় ও নির্জীব ক'রে খেলার জিনিস ক'রে নেয়। সেইরূপ এই দেহরূপ উইঢিপিতে ক্রোধাদিরূপ সাপ সর্ব্বদা বাস ক'র্‌ছে, তাদের বিষদাঁত আছে কিনা দেখ্‌বার জন্য গুরু শিষ্যকে কঠোর বচন বলেন। তখন শিষ্যের অন্তঃকরণে সেই ক্রোধাদিরূপ সাপ সকল ফণা বিস্তার ক'রে নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। যে শিষ্য বিচারশীল ও বিবেকী সে, বানর যেপ্রকার সাপের মাথা ধ'রে ঘস্‌তে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত সাপের মাথা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়ে না, সেইরূপ বিচারদ্বারা ক্রোধাদি রিপুকে দমন ক'র্‌তে চেষ্টা করে এবং যে পর্য্যন্ত তারা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হ'য়ে সাধনে সহায়তা না ক'রে সে পর্য্যন্ত অনবরত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে থাকে। ক্রোধের উদয় হ'লে এই রকম বিচার ক'র্‌তে হয়—আমি অন্যায় ক'রেছি, সে জন্য যদি আমাকে কেহ তিরস্কার করে, তাহ'লে আমার ক্রুদ্ধ হওয়া কোন প্রকারে উচিত হয় না—অন্যায় ক'রেছি

আবার ক্রোধও ক'র্‌বো ? আর যদি অন্যের দ্বারা কৃত কোন কুকর্ম্মের জন্য আমাকে কেহ তিরস্কার করে তবু আমার ক্রোধ করা উচিত নয়, কারণ আমি ত' সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ,—যে আমাকে দোষী ব'লে তিরস্কার কর্‌ছে সে নিজেই তা'র জন্য শেষে অনুতপ্ত হবে, আমি সে জন্য মনে বিক্ষোভ এনে অশান্তি সৃষ্টি করি কেন ?

রাত্রি অধিক হওয়ায় আলোচনা শেষ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বপৌরুষৈকসাধ্যেন স্বেপ্সিতত্যাগরূপিনা।
মনঃ প্রশমমাত্রেণ বিনা নাস্তি শুভা গতিঃ॥

—যোঃ বাঃ উৎপত্তি প্রকরণ।

[দৈহিক ভোগ প্রারব্ধের অধীন, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি পুরুষকার সাপেক্ষ]

হরিদ্বার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল। দিবা ১০টা।

শিষ্য স্বামিজীর কাছে শিবপুরাণ পড়িতেছে ; শিবপুরাণে ধর্ম্মসংহিতার দ্বাবিংশ অধ্যায়ে তপস্যার প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে তপস্যাব্যতীত কিছুই হয় না, এইরূপ লেখা আছে—স্বামিজীকে পাঠ ক'রে শুনাইতেছে।

স্বা। দেখেছিস্ তপস্যাব্যতীত কিছুই হয় না। তোরা'ত, তপস্যা করিস্ না। আমার দোষ দিতে পার্‌বি না, বল্‌বি যে স্বামিজীর কাছে এতদিন রইলুম, কই কিছুই হল না! আমার দোষ নাই, তপস্যা না ক'রলে আমি কি ক'র্‌ব? পিতামাতা পুত্রকে বড় ক'রে বিবাহ দিল, এখন পুত্রের সন্তান না হ'লে কি পিতামাতা দায়ী? পুত্র যদি স্ত্রীসঙ্গ না করে তা হলে সন্তান কি ক'রে হতে পারে? সেইরূপ গুরু শিষ্যকে সাধন দিয়েছেন, কিন্তু শিষ্য যদি সাধনারূপ পত্নীর সঙ্গ না করে, অর্থাৎ তপস্যা না করে (১) তাহার জ্ঞানরূপ পুত্র বা মোক্ষ কি ক'রে হবে? সমস্তই শিষ্যের পুরুষকারের উপব নির্ভর করে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাক। দৈহিক ভোগ প্রারব্ধ অনুযায়ী, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি পুরুষকার সাপেক্ষ। (ক)

(১) মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমংতপঃ। ইতি স্মৃতিঃ,—অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাসাধন করাই পরম তপস্যা।

(ক) গীতার ১৩ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য বলিয়াছেন, 'যথা পূর্ব্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইষুর্ধনুষো লক্ষ্যবেধোত্তরকালমপি আরব্ধ বেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্ততে এবং শরীরারম্ভকং কর্ম্ম শরীর স্থিতি প্রয়োজনে নিবৃত্তেঽপি আসংস্কার বেগক্ষয়াৎ পূর্ব্ববৎবর্ত্তত এব', অর্থাৎ যেমন লক্ষ্যভেদ করিবার উদ্দেশ্যে ধনুক হইতে প্রক্ষিপ্ত শর লক্ষ্যভেদ করিবার পরও কিছুক্ষণ আরব্ধবেগ ক্ষয় করিয়া তবে ভূমিতে পতিত হইয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম এই বর্ত্তমান শরীরের আরম্ভক

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আপদমস্তকমহং মাতাপিতৃবিনির্ম্মিতঃ।
ইত্যেষো নিশ্চয়ো রাম বন্ধায়াসদ্বিলোকনাৎ।
সা কালসূত্রপদবী সা মহাবীচিবাস্তরা।
সা ত্যাজ্যা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বনাশেঽপ্যুপস্থিতে।
স্প্রষ্টব্যা সা ন ভবেন সমাংসেব পুষ্কসী॥ যোঃ বাঃ

[দেহই নরক, দেহের সহিত মিত্রতা করিলে সাধন ভজন হইতে পারে না]

হরিদ্বার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৯৷৷০টা। ভোজনান্তে শিষ্য স্বামিজীর নিকট উপবিষ্ট।

স্বা। আজ ক'টার সময় স্নান ক'রেছ ?

শি। ভোর ৫টায়।

তাহারা শরীরস্থিতিরূপ প্রয়োজনের নিবৃত্তি হইলেও যতক্ষণ তাহাদের সংস্কাররূপ বেগ বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় থাকিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে শরীরের আরম্ভক কর্ম্ম সমূহের এক মাত্র ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে সুতরাং পুরুষকার দ্বারা সেই সকল অবশ্যম্ভাবী ভোগের প্রতীকার হইতে পারে না। কিন্তু "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' 'ন স ভূয়োঽভিজায়তে' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যাদি দ্বারা জানা যায় যে আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মবীজ সকল দগ্ধ হইলে উহারা আর অঙ্কুরের উৎপাদক হয় না। আত্মজ্ঞানের মুখ্য উপায় পুরুষ

স্বা। কেন, ৩টায় উঠতে পার না?

শি। আজ ৩টায় উঠেছিলাম, কিন্তু শরীর একটু খারাপ লাগল্ তাই একটু শুয়ে পড়লাম; তার পর ৫টার সময় উঠে ছিলাম।

স্বা। দূর বেটা, ৩টার সময় উঠে কি আর শুতে আছে? শরীর যাক্ আর থাক্, প্রতিদিন ৩টার সময় উঠে শৌচ ক'রে স্নান করে, সাধনে বস্তে হয়। দেহের সঙ্গে কোন প্রকার মিত্রতা রাখতে নাই। দেহ যাদের কাছে পরম মিত্র ব'লে মনে হয় তারা আর কি করে রাত ৩টার সময় স্নান করবে—বিশেষতঃ শীতকালে? কিন্তু যা'রা দেহকে শত্রু বলে মনে করে তা'রাই ঐ প্রকার কঠোরতা অবলম্বন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দেহের মত শত্রু আর নাই। "কো নরক:—স্বদেহঃ"।

প্রযত্নসাপেক্ষ বিচার প্রভৃতি। সুতরাং পুরুষকারের প্রয়োগ দ্বারাই আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও মোক্ষলাভ সম্ভব। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে:—

চিরমারাধিতোঽপ্যেষ পরমপ্রীতিমানপি।
নাবিচারতো জ্ঞানং দাতুং শক্নোতি মাধবঃ॥ উপমশ প্রকরণ ৪৩।১০
মুখ্যঃ পুরুষযত্নোত্থো বিচারঃ স্বাত্মদর্শনে।
গৌণোবরাদিকোহেতুর্মুখ্যহেতু পরোভব॥ ঐ ৪৩।১১
অস্তি চেদিন্দ্রিয়াক্রান্তিঃ কিং প্রাপ্যং পূজনৈঃ ফলম্।
নাস্তি চেদিন্দ্রিয়াক্রান্তিঃ কিং প্রাপ্যং পূজনৈঃ ফলম্॥ ঐ ৪৩।২২
বিচারোপশমাভ্যাং হি ন বিনাসাদ্যতে হরিঃ।
বিচারোপশমাভ্যাঞ্চ মুক্তস্যাব্জকরেণ কিম্॥ ঐ ৪৩।২৩

নিজের দেহই নরক, এই নরকের উপর যার প্রীতি র'য়েছে সে কি ক'রে সাধনে উন্নতি ক'রতে পারে ? এই দেখনা, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, রোগে ভুগ্‌ছি, তবুও ৩টার সময় প্রত্যহ স্নান কর্‌ছি। যখন শরীরের লোম দেখা যায় না, সেই সময় স্নান ক'র্‌লে প্রকৃত স্নানের ফল পাওয়া যায়। (হাসিতে হাসিতে) তা কে করে বাবা! দেহ যে দুঃখ পায়। কেহ একটু কঠোর কথা বল্‌লেই তার উপর ক্রোধ হয়।

[বিচার অবলম্বন করিয়া নিন্দুকের প্রতি ক্রোধ পরিহার করিতে হয়]

আচ্ছা বল্‌ত' নিন্দুকেরা আমাদের শত্রু না মিত্র ?

শি। মিত্র। তারা আমাদের দোষ কীর্ত্তন করে, তাতে আমাদের দোষের প্রতি দৃষ্টি পড়ে ও আমরা সেইগুলি সংশোধন ক'র্‌তে চেষ্টা করি।

স্বা। মুখে বল বটে মিত্র, কিন্তু যখন কেউ নিন্দে করে, তখনত' তার উপর একটু ক্রোধ আসেই ?

শি। তা' আসলেও বস্তুতঃ তারা মিত্র।

স্বা। কেউ নিন্দে কর্‌লে যখন তার উপর ক্রোধ হবে তখন এই রকম বিচার করিস্ ঃ—ক্রোধ কার উপর কচ্ছি ? যদি ঐ ব্যক্তির দেহের উপর করে থাকি, তবে দেহ ত' জড়, অনিত্য পঞ্চভূতের—তার উপর আবার ক্রোধ কিসের ? আর যদি আত্মার উপর ক্রোধ করে থাকি তবে আমার আত্মা এবং

ওর আত্মা যখন একই তখন আর ক্রোধের স্থান কোথায় ?(১) আর যে নিন্দে করে, তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বি "ভাই তুমি কাকে নিন্দে কর্‌ছ ? যদি বল আমার দেহকে, তবে বলি দেহ ত' পঞ্চভূতের সুতরাং মিথ্যা। এর নিন্দা করে কি লাভ ? এত নিজেই নিন্দিত ও ঘৃণিত,—"অস্তি জায়তে বর্দ্ধতে বিপরিণ-মতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি "ইতি ষট্‌বিকারবান্। আর যদি বল—দেহাতীত আমাকে নিন্দা কর্‌ছে, তবে বলি দেহাতীত আমি ও তুমি ত' একই বস্তু, তবে তোমাকে তুমি নিন্দে ক'র্‌ছ, তা বেশ ! এতে যদি তোমার আনন্দ লাভ হয় তা' কর। এই প্রকার ব'ল্‌লে নিন্দুকও অপ্রতিভ হ'য়ে যাবে। যা' এখন দশটা বাজে, গিয়ে শয়ন কর, নচেৎ শেষ রাত্রে উঠতে পার্‌বি না।

(১) আত্মানং যদি নিন্দন্তি, নিন্দন্তি স্বয়মেব হি।
শরীরং যদি নিন্দন্তি, সহায়াস্তে মতা মম॥
নিন্দাবমানাবত্যন্তং ভূষণং যস্য যোগিনঃ।
ধীবিক্ষেপঃ কথং তস্য বাচাটৈঃ ক্রিয়াতামিহ॥

অর্থাৎ যদি লোকে আমাকে (আত্মাকে) নিন্দা করে তবে তাহারা নিজেই আপনাদের 'আত্মাকে' নিন্দা করিতেছে (কারণ আত্মা সকলেরই এক)। আর যদি তাহারা আমার শরীরের নিন্দা করে তবে ত' তাহারা আমার বন্ধু (কারণ শরীর বিবিধ দোষের আকর, ইহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তাহারা আমার বন্ধুর কাজই করিতেছে)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥" ঈশ।৭

হরিদ্বার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮৷৷০ টা।

[পরমার্থবস্তু এক ও সর্ব্বগত]—অদ্বৈতভাবে উপাসনা হয়।

আরতি ও মহিম্নস্তবাদি পাঠান্তে শিষ্য ও দুই একজন সাধু স্বামিজীর নিকট উপবিষ্ট আছেন। স্বামিজী নিজে নিজে শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন :—

"একো দেবঃ কেশবো বা শিবো বা।
একং মিত্রং ভূপতি র্বা যতি র্বা॥
একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা।
একা নারী সুন্দরী বা দরী বা॥" (১)

---

(১) অর্থাৎ—দেব অর্থাৎ দ্যোতন-শীল নিখিলজগতের প্রকাশক পরব্রহ্ম, অথবা ক্রীড়নশীল অর্থাৎ জীবজগতাদি প্রপঞ্চে অনুস্যূত থাকিয়া যিনি লীলা করিতেছেন সেই পরমেশ্বর একই, (স্ব স্ব রুচি অনুসারে) কেহ তাঁহাকে কেশব রূপে কেহ বা শিবরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন। সেইরূপ ভূপতিই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন (যদি উভয়ে কাহারও প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হন) তবে তাহাদিগের উভয়ের কার্য্য স্বতন্ত্র হইলেও মৈত্রীভাব একইরূপ হইয়া থাকে। নগর বা অরণ্য উভয়স্থানেই বাসরূপ কার্য্য সমভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। (গৃহস্থের পক্ষে) সুন্দরী স্ত্রী ও (সন্ন্যাসীর পক্ষে) পর্ব্বত গুহা ইহারা উভয়েই সঙ্গিনী হইয়া মানবের ধর্ম্মাচরণের সহায়তা করিয়া থাকে।

স্বা। (শিষ্যকে) কিরে, এর অর্থ বুঝেছিস্ ?

শি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

স্বা। বল্‌ত'।

শি। একজন দেবতারই উপাসনা কর্ত্তব্য, কেশবের অথবা শিবের।

স্বা। শিব কাকে বলে, নিরাকার না সাকার ?

শি। সগুণ ব্রহ্ম সাকার।

স্বা। আচ্ছা, কাল ত' শিবের সহস্র নাম পড়েছিলি, তার মধ্যে দেখিস্ নাই কি যে জগতের সমস্ত নামই শিবের ?

শি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

স্বা। এই প্রকার নাম বিভিন্ন, কিন্তু জিনিস একই ; কেহ বলে আল্লা, কেহ যিশু, কেহ রাম, কেহ শিব, কেহ কৃষ্ণ, আর কত কি। যে দিকেই দৃষ্টি পড়ে সকলই শিব,—এই প্রকার ধারণা ক'রতে চেষ্টা ক'র্‌বে। (ক) সকলই যখন শিব

(ক) ব্রহ্মকে কি উপায়ে সম্যকরূপে জানা যাইতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন :—

'প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে'—(কেন ১২।৪)
—অর্থাৎ আমাদিগের ঘটপটাদি যাবতীয় বস্তুবিষয়ক প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিই আত্মবিষয়ীভূত বা আত্মপ্রকাশ্য। সুতরাং প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিতেই আত্মা প্রকাশকরূপে বিদ্যমান আছেন। এইরূপে শিবস্বরূপ আত্মা সর্ব্ববোধের প্রকাশক এই ধারণা করিতে করিতে মুমুক্ষু ব্যক্তি আত্মবিদ্যাসমুৎপাদিত বীর্য্যের দ্বারা মৃত্যুভয় নিবারণে সমর্থ হয়।

তখন তুইও শিব,—এই প্রকার অদ্বৈত ভাবে উপাসনা চলে। (খ)

'আত্মৈবেদং সর্ব্বং' 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণের সাহায্যেও বিদ্বান্ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বরূপেই দেখিয়া থাকেন।

(খ) দ্বৈতভাবে উপাসনা লক্ষ্য করিয়া গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তোমামুপাসতে।
একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতো মুখম্ ॥গীঃ ৯ অঃ ১৫ শ্লোঃ।
অনন্য শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥

গীঃ ৯ অঃ ২২ শ্লোঃ।

পঞ্চদশী রচয়িতা বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর বলিয়াছেন :—

উত্তরস্মিংস্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নেঽথ কাঠকে।
মাণ্ডুক্যাদৌ চ সর্ব্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীরিত ॥
অনুষ্ঠান প্রকারোঽস্যাঃ পঞ্চীকরণ ঈরিতঃ। ধ্যানদীপ-৬৩।৬৪

অর্থাৎ উত্তর তাপনীয় উপনিষদে, কঠোপনিষদে ও মাণ্ডুক্য উপনিষদাদি বহু শ্রুতিতেই নির্গুণ উপাসনার কথা আছে, এবং তাহার অনুষ্ঠানপ্রকার পঞ্চীকরণ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

তথা বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্বমখণ্ডৈকরসাত্মকম্।
পরোক্ষমবগম্যৈতদহমস্মীত্যুপাসতে ॥ ধ্যানদীপ—১৪ শ্লোঃ

অর্থাৎ—বেদান্ত শাস্ত্র হইতে অখণ্ডৈকরসস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্ব পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া 'আমিই সেই পরব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ উপাসনা করিবে।

শিষ্য চুপ করিয়া বসিয়া আছে, স্বামিজী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে' পরে বলিলেন।

[দেশের ও দশের উপকারের জন্য শাস্ত্রপাঠ প্রয়োজন]

স্বা। কিন্তু দেশের উপকার করা প্রয়োজন। দেশ আজকাল অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত। দেশের ও দশের উপকার ক'রতে হ'লে শাস্ত্রাদির প্রয়োজন। নিজের জন্য "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—ইহাই যথেষ্ট। এটি উপলব্ধি ক'র্‌তে পারলেই "কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" (অর্থাৎ কৃত-কৃত্য হইতে পারা যায়)। কিন্তু অপরকে বুঝাতে হ'লে শাস্ত্রের দরকার। সেইজন্য শাস্ত্র পড়া চাই।

এই প্রকার অন্যান্য কথার পর স্বামিজী আবার বলিতে লাগিলেন।

স্বা। যদি কখন কায়িক, মানসিক বা বাচনিক কোন পাপ হঠাৎ হ'য়ে যায় তবে তা'র জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। কত প্রকার ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত র'য়েছে' !

শি। আজকাল ওসব অনেকে জানেই না।

স্বা। তোদের দ্বারা চান্দ্রায়ণ ব্রতই অনুষ্ঠিত হ'তে পারে না, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ ব্রত ত' দূরের কথা।

শি। চান্দ্রায়ণ ব্রতের নিয়ম কি ?

স্বা। শুক্লপক্ষের প্রতিপদের দিন একগ্রাস অন্ন খেতে' হয়, দ্বিতীয়ার দিন দুই গ্রাস, তৃতীয়ার দিন তিন গ্রাস, এই প্রকারে রোজ রোজ এক এক গ্রাস বাড়িয়ে' পূর্ণিমার দিন

১৫গ্রাস, আবার কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের দিন ১৪গ্রাস, দ্বিতীয়ার দিন ১৩ গ্রাস, তৃতীয়ার দিন ১২ গ্রাস—এই প্রকার রোজ একগ্রাস কম করে অমাবস্যার দিন একগ্রাস খেতে হয়। (১)

শি। কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ ব্রতের নিয়ম কি ?

স্বা। প্রথম দিন খালি জল খে'য়ে থা'কতে হয়, দ্বিতীয় দিন একটি ছোট ফল খেতে হয়। তৃতীয় দিন কিছুই খেতে নাই, চতুর্থ দিন পেট ভ'রে এক সন্ধ্যা ভোজন ক'র্‌তে হয় ; এই প্রকার নিয়ম পালন ক'রে প্রত্যেক চতুর্থ দিনে অন্ন খেতে হয়।

—০—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"পারসমেঁ অরু সন্তমেঁ বড়ো অন্তরো জান॥
বহ লোহা কাঞ্চন করে, যহ করে আপসমান॥"

বিচারমালা ; ২।১৬

স্পর্শমণি ও সাধু।

হরিদ্বার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৯॥টা।

আহারান্তে শিষ্য স্বামিজীর নিকট উপবিষ্ট আছে।

স্বা। বল্‌ত' স্পর্শমণি বড় না সাধু বড় ? (২)

---

(১) (এইখানে চান্দ্রায়ণের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রভৃতি লিখিলে ভাল হয়) :—

(২) স্পর্শমণি অপেক্ষা সাধু দুই কারণে অধিকতর কল্যাণপ্রদ। প্রথম কারণ এই যে, স্পর্শমণি জড় লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে

শি। সাধু বড়।

স্বা। কেমন ক'রে? স্পর্শমণি লোহাকে সোনা ক'রে দেয়, আর সোনাতে কত রকম সুখ ভোগের জিনিস হয়; তা'র চেয়ে সাধু বড় হ'ল কি রকম ক'রে?—সাধু ত' টাকা কড়ি দেয় না?

শি। সাধু লোককে ব্রহ্মবিদ্ করে দেয়।

স্বা। হাঁ, তা' ঠিক, কিন্তু উপযুক্ত অধিকারী চাই। মুমুক্ষু মিলে ত' গুরু (সদ্গুরু) মিলে না, আবার গুরু মিলেত' উপযুক্ত (মুমুক্ষু) শিষ্য মিলেনা। যেখানে উপযুক্ত শিষ্য ও সদ্গুরুর মিলন হয় সেইখানেই অধ্যাত্মবিদ্যার ঠিক্ ঠিক্ স্ফুরণ হয়। (৩)

স্বর্ণকার যে প্রকার ভাল সোনা পেলেই খুব খুসী হয়, দর্জ্জি যেমন ভাল কাপড় পেলেই আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ সদ্গুরু উপযুক্ত শিষ্য পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হন। স্বর্ণকার

মাত্র, কিন্তু সাধু মনুষ্যের ভববন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে চিরশান্তি প্রদান করিতে পারেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, স্পর্শমণি লৌহকে কাঞ্চনে পরিণত করিতে পারে সত্য, কিন্তু আত্মভাবে অর্থাৎ স্পর্শমণিতে পরিণত করিতে পারে না, কিন্তু সাধু শিষ্যকে শুধুই শান্তি প্রদান করেন এমত নহে—তাহাকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া আত্মরূপ (অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ) করিয়া লন। জ্ঞানী অজ্ঞানী শিষ্যকে জ্ঞানী বা নিজতুল্য করেন।

(৩) আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা।
আশ্চর্য্যজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ কঠঃ ২য় বল্লী ৭ শ্লোক।

যেমন সোনাকে আগুণে পুড়িয়ে সুন্দর সুন্দর গহনা প্রস্তুত করে এবং দর্জ্জি যেমন কাপড় কেটে সুন্দর সুন্দর পোষাক প্রস্তুত করে, সেইরূপ সদ্‌গুরুও উপযুক্ত শিষ্যকে কঠোরভাবে শাসন ক'রে ধীরে ধীরে ব্রহ্মরূপ ক'রে দেন। আচ্ছা, সাধু কা'কে বলে ?

[ব্রহ্মবেদিতা অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে—ব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে জ্ঞানী অজ্ঞানী ভেদ নাই।]

শি। যিনি ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মকে জেনেছেন তাঁকেই সাধু বলা যায়।

স্বা। যিনি ব্রহ্মবিদ্ তাঁর কাছে ত' আর সাধু অসাধু এই প্রকার কোন ভেদই থাকে না। (১)

শি—তাঁর কাছে থাকে না বটে, কিন্তু জগতের কাছে ত'

---

(১) যিনি প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্ তাঁহার প্রজ্ঞা যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই এক অখণ্ড অচল বিজ্ঞান-ঘন পরমাত্মা—এইরূপ আকার ধারণ করে, সুতরাং তাঁহাতে 'আমি জ্ঞানী বা সাধু এবং অমুক অজ্ঞানী বা অসাধু' এইরূপ ভেদবুদ্ধি সম্ভব হয় না। কেণোপনিষদে আছে :—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্॥

অর্থাৎ যে মনে করে ব্রহ্মকে জানিনা বস্তুতঃ সেই তাঁহাকে জানে ; আর যে মনে করে ব্রহ্মকে জানি বস্তুতঃ সে তাঁহাকে জানে না। [কারণ] যাঁহাদের সম্যক্ জ্ঞান আছে তাঁহাদের নিকট ব্রহ্ম অবিদিত বলিয়া মনে হয় আর যাহারা সম্যক্ জ্ঞানরহিত তাহাদের নিকটই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত বলিয়া প্রতিভাত হন।

ব্রহ্মবিদ্ ও অজ্ঞানী, এ দুয়ের ভেদ আছে; সুতরাং মাত্র ব্রহ্মবিদই সাধু ব'লে অভিহিত হ'য়ে থাকেন।

[গৈরিক বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য, সত্ত্বগুণের উদ্দীপনা মাত্র।]

স্বা। আচ্ছা, তাহ'লে গেরুয়া কাপড় পরার কোন প্রয়োজন নেই?

শি। না, কোনই প্রয়োজন নেই—সাধুতা মনে, বাহিরে গেরুয়া কাপড় প'র্‌লেই সাধু হওয়া যায় না।

স্বা। তাহ'লে এত লোক যে গেরুয়া প'রে বেড়াচ্ছে তাদের কি ব'লবি? সন্ন্যাসীরা গেরুয়া রংএর কাপড় প'র্‌ছে, উদাসীরা অন্য রংএর—এ সবের উদ্দেশ্য কি?

শি। শুধু সম্প্রদায় বৃদ্ধি করার জন্য ঐ নিয়ম করা হ'য়েছে।

স্বা। আচ্ছা, আমি, তুই এবং অন্যান্য সকলে না হয় বিষাদী, দীর্ঘসূত্রী কিন্তু, যিনি প্রথমতঃ গেরুয়া বস্ত্রের প্রচলন ক'রে গেছেন সেই আচার্য্য দেব (শ্রীশঙ্করাচার্য্য) ত' জ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন!—এর যদি কোন উপকারিতা নাই থাক্‌বে, তাহ'লে তিনি এরূপ প্রথার প্রচলন ক'রে গেলেন কেন?

শি। গেরুয়া প'র্‌লে মনে একটু সাত্ত্বিকভাবের উন্মেষ হ'তে পারে, তা'তে কোন পাপকাজ ক'র্‌তে ইচ্ছে হ'লেও "আমি সাধু হ'য়েছি, একাজ ক'র্‌লে লোকে আমায় কি ব'লবে"—এই রকম একটা ভয় এসে অনেক সময় সেই কাজ থেকে বিরত ক'রে থাকে।

স্বা। হাঁ, লোককে কাঁদতে দেখ্‌লে, কাঁদা আসে, হাস্‌তে দেখ্‌লে হাসি পায়, এইরূপ গেরুয়া পরা লোককে দেখ্‌লে তা'র সাধুতা থাক্ আর না থাক্ ঐ কাপড় দেখেই লোকের মনে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, আর তা'রা অভিমান ত্যাগ ক'রে তার কাছে মাথা অবনত করে। গেরুয়া কাপড় সত্ত্বগুণের উদ্দীপক।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজী মহারাজের মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্বভাবের উচ্ছ্বাস দেখা গেল; তিনি সেই ভাবে পরিপ্লুত হ'য়ে বলিতে লাগিলেন—"সকলই চিণ্ময়, সকলই চিণ্ময়, সাধু অসাধু কোথায়? সকলই চিণ্ময়।" শিষ্য চুপ করিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে স্বামিজী বলিলেন—"যা' দশটা বেজেছে' এখন যা' নইলে শেষ রাত্রে উঠ্‌তে পারবিনে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"চিণ্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"
"অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" গীতা—১২।৫

[যাহার দেহাত্মবুদ্ধি যায় নাই তাহার উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু তত্ত্বদর্শীর নিকট এক অখণ্ড চৈতন্যই বিদ্যমান।]

হরিদ্বার, ২৮শে জ্যেষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, দিবা ৪টা।

স্বা। ভোরে উঠে স্নান করিস্ বটে, কিন্তু শিবজীর অর্চ্চনা ত' আদৌ করিস্ না! শিবজীর মাথায় একটু জল ঢেলে' দিয়েই চ'লে যাস্। এরকম বেগার দিয়ে চ'লে যাস্ কেন?—গিরিও এই রকম সামান্য একটু জল দিয়ে চ'লে যায়।

শি। পূজো কর্‌ব কাকে? বেদান্ত ব'ল্‌ছে সকল মূর্ত্তিই মিথ্যা।

স্ব। হ্যাঁ, ঠিক বটে, কিন্তু বেদান্ত কি শরীরটাকে সত্য ব'ল্‌ছে?

শি। না, শরীরটাকেও মিথ্যা ব'ল্‌ছে।

স্বা। তাহ'লে শিব পাথরের মূর্ত্তি, তাঁর পূজা করা উচিত নয়—এ ভাবটা যেমন মনে ব'সে গেছে, এ শরীরটাও মিথ্যা, এর সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই—এ ভাবটাও তেমনি মনে ব'সে যায় না কেন? একদিন খাবার না জুটলেই হায় হায় কর্‌তে থাক, একটু অসুখ হ'লেই "বাবারে," "মারে" ব'লে চ্যাঁচাতে থাক, তখন শরীর মিথ্যা এ জ্ঞান কোথায় থাকে? শিব পূজা ক'র্‌তে ব'ল্‌লেই মস্ত বড় বেদান্তী ব'নে যাস্, কিন্তু শরীরটাকে পালন করবার সময় আর বেদান্তের কথা মনে থাকে না। বাঃ বেদান্তীর দল! আচ্ছা, শরীরটা যখন মিথ্যা, তখন মিথ্যে শরীরের মিথ্যা শিবকে পূজা করায় আপত্তি হয় কেন? শিবও মিথ্যা এবং শরীরও মিথ্যা,. সুতরাং এ দুটী ত' স্বজাতি; এদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকা ত' একান্ত প্রয়োজন এবং বস্তুতঃ

আছেও; তা হ'লে যারা 'শিব' 'কৃষ্ণ'কে বেদান্তের দোহাই দিয়ে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু তাদের নিজেদের দেহের উপর সম্পূর্ণ আসক্তি রয়েছে দেহাত্ম-বুদ্ধি ছুটে নাই, তারা নাস্তিক ব্যতীত কি হ'তে পারে? (ক)

শি। তা ঠিক। দেহাত্ম-বুদ্ধি দূর হ'লে 'শিব' 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি দেবতাদের স্বতঃই মিথ্যা ব'লে মনে হয়; তখন আর

(ক) তাৎপর্য্য এই যে যাহারা দেহাভিমানী অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি 'আমি' বা 'আমার' এইরূপ যাহাদিগের বুদ্ধি এবং ইহাদিগকে সত্য বলিয়া জানে, তাহারা এই পাঞ্চভৌতিক জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং যদি দেহাভিমানী ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ ঈশ্বরে অবজ্ঞা করে তাহাকে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। মীমাংসকগণও বলিয়া থাকেন, 'বলবদনিষ্ঠানম্নুবন্ধীষ্ঠ-সাধনত্বজ্ঞানং প্রবৃত্তের্কারণং।'

আর যিনি প্রকৃত জ্ঞানী অর্থাৎ যাঁহার আমি অসঙ্গ নির্লেপ অকর্ত্তা ও অভোক্তা, দেহ মন বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষ্য এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি বিক্ষেপ-সমাধি পূজা প্রভৃতি সমস্তই বিকারী মনেরই ধর্ম্ম তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের কোনও সম্পর্ক নাই এইরূপ জানেন; সুতরাং সেই সকল কর্ম্ম তাঁহার জ্ঞানের বাধক হয় না এবং প্রারব্ধানুসারে তাঁহার বাটীর দেবার্চ্চন, স্নান ও শৌচাদিতে প্রবৃত্ত হইলেও অথবা তাঁহার বুদ্ধি দেবতাধ্যানে নিবিষ্ট হইলেও তাহাতে তাঁহার কোনও প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, পরন্তু তাঁহার তাদৃশ ব্যবহারের দ্বারা অজ্ঞানীদিগের তত্ত্ববোধ হয় বলিয়া তিনি সেই সকল অনুষ্ঠানই করিয়া থাকেন।

অতএব দেখা গেল কি অজ্ঞানী কি প্রকৃত জ্ঞানী উভয় পক্ষেই পূজা ধ্যান প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ব্যবহার অপরিত্যাজ্য।

"মিথ্যা, মিথ্যা" ব'লে চেঁচাতে হয় না, যাহার দেহাত্ম-বুদ্ধি নাই তা'র ত' এক অখণ্ড চৈতন্যই উপলব্ধি হ'য়ে থাকে।

[জীব ও ঈশ্বর পরস্পরের ভেদ—জীব কূপের ও ঈশ্বর সমুদ্রের মণ্ডূক]

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ"।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥
মুণ্ডকঃ ৩।১।২—৩

স্বা। হাঁ, বৎস! এবার ঠিক বুঝেছ; আচ্ছা জীবও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ কি? জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কেমন নয় কি?

শি। হাঁ, যদি দ্বৈতবাদ স্বীকার করা যায়,—যদি মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ঐ প্রকারের ভেদ আছেই, কিন্তু বস্তুতঃ জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনই ভেদ নাই, এক সর্ব্বব্যাপী আত্মাই বিরাজমান আছেন।

স্বা। জীব কূপের মণ্ডূক এবং ঈশ্বর সমুদ্রের মণ্ডূক এইমাত্র ভেদ। কূপের মণ্ডূক মনে করে—আমি এই কূপের মধ্যে আবদ্ধ আছি, এর চেয়ে বেশী দূরে যাবার আমার শক্তি নাই, আর সমুদ্রের মণ্ডূক মনে করে—আমি কোন প্রকারে আবদ্ধ নই, এই অসীম অনন্ত সমুদ্রে আমি ইচ্ছানুযায়ী যেখানে সেখানে যেতে পারি; সে

নিজেকে এই প্রকার মহান্ ভেবে থাকে। ঐ সমুদ্রের মণ্ডূক একদিন কূপের মণ্ডূকের কাছে বেড়াতে গেল। কূপ-মণ্ডূক তা'কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে "ওহে তুমি কোথায় থাক ?" সমুদ্রের মণ্ডূক ব'ল্‌লে "সমুদ্রে।" কূপের মণ্ডূক জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে "সমুদ্র কত বড় ?" সমুদ্রের মণ্ডূক ব'ল্‌লে "খুব বড়।" কূপ-মণ্ডূক একটি লাফ দিয়ে কূপের কতটুকু অংশ ঘেরাও করে ব'ল্‌লে "এত বড় ?" সমুদ্রের মণ্ডূক ব'ল্‌লে "না এর চেয়ে অনেক বড়।" কূপের মণ্ডূক তখন লাফ দিয়ে কূপের সবটা ঘেরাও করে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"এত বড় ?" সমুদ্রের মণ্ডূক ব'ল্‌লে—"না এর চেয়ে অনেক বড়।" তখন কূপ-মণ্ডূক ব'ল্‌লে "যাও, এর চেয়ে বড় হতেই পারে না, তুমি মিথ্যা ব'ল্‌ছ।" সমুদ্রের মণ্ডূক তখন কূপের মণ্ডূককে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ব'ল্‌লে "এখন দেখাও ত' সমুদ্র কত বড় ?" কূপের মণ্ডূক তখন অসীম সমুদ্র দেখে চুপ হ'য়ে গেল, সীমা কি করে ঠিক ক'র্‌বে স্থির ক'র্‌তে পারলে না। ঈশ্বর সমুদ্রের মণ্ডূক এবং জীব কূপের মণ্ডূক ; বস্তুতঃ মণ্ডূকদ্বয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই—মাত্র একজন জানে যে সে অসীম অনন্তে বিরাজমান, তার কোন সীমা নাই ; অপরটি অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে কূপরূপ দেহের মধ্যে আবদ্ধ মনে করে। জীবরূপ কূপের মণ্ডূক যখন ঈশ্বররূপ সমুদ্র-মণ্ডূকের কৃপায় ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে নীত হ'য়ে নিজেকে অসীম অনন্তে বিরাজমান ব'লে অনুভব করে তখন সেও ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয় ও সর্ব্বজ্ঞ হয়। গঙ্গাজল সর্ব্বদাই পবিত্র, কিন্তু

একঘড়া গঙ্গাজল যদি নর্দ্দামায় ঢেলে দেওয়া হয়, সেই গঙ্গাজল কি আর পবিত্র ব'লে গণ্য হয় ?

[আত্মা গঙ্গার জল, জীব নর্দ্দামার জল]

শি। না নর্দ্দামায় প'ড়ে গঙ্গাজলও অপবিত্র হয়ে যায়।

স্বা। সেইরূপ আত্মা সর্ব্বদাই পবিত্র, কিন্তু নর্দ্দামারূপ এই দেহের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় অপবিত্র ব'লে মনে হয়; বস্তুতঃ আত্মা সর্ব্বদাই পবিত্র—শুদ্ধবুদ্ধঅপাপবিদ্ধ।

শি। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে এই নর্দ্দামারূপ দেহ কোত্থেকে উৎপন্ন হ'ল, এর কারণ কি ?

স্বা। এ প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা তোর উচিত হয় নি। আচ্ছা যখন জিজ্ঞাসা ক'রেছ তখন এর উত্তর অবশ্য দিতে হবে; এতে কোন ক্ষতি নাই। আচ্ছা বায়ুর মধ্যে ঘূর্ণিবায়ু কেন এবং কবে সৃষ্টি হ'ল, এবং কবেই বা লয় হ'ল ব'লতে পার কি ?

শি। না

স্বা। সেইরূপ আত্মারূপ বায়ুর মধ্যে দেহরূপ ঘূর্ণিবায়ু কবে এবং কেন সৃষ্টি হয়েছে এবং কবেই বা এর লোপ হবে তা কেউ ব'লতে পারে না।

উপরোক্ত কথোপকথনের পর স্বামিজী অন্যান্য ভক্তগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

"নাবিদ্যা নাপি তৎকার্য্যং বোধং বাধিতুমর্হতি"।

তৃপ্তিদীপ ২৭ শ্লোক পঞ্চদশী।

[অবিদ্যা মিথ্যা সুতরাং বোধের বাধক নয়।]

হরিদ্বার, ১লা আষাঢ়, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৯৷৷০ টা।

ভোজনান্তে শিষ্য স্বামিজীকে ঔষধ খাওয়াইল। ঔষধ খাইয়া স্বামিজী শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন,--"ভোগের দ্বারা কি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়?"

শি। না, তা' কি ক'রে হবে! যযাতি রাজাও ব'লে গেছেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

মনুসংহিতা—২।৯৪

অর্থাৎ কাম্যবস্তুসকল ভোগ করিয়া কামনার শান্তি হয় না, অগ্নি ঘৃতাহুতির দ্বারা যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কামও উপভোগের দ্বারা সেইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

স্বা। হাঁ, ঠিক ব'লেছ। ঘৃত দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করবার চেষ্টা করা যেরূপ মূর্খতার পরিচায়ক, উপভোগদ্বারা কাম দমনের চেষ্টা করাও সেইরূপ। শান্তিলাভ ক'রতে

হ'লে জিতেন্দ্রিয় হ'তে হয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শান্তিলাভ ক'র্তে পারে, ভোগীব্যক্তি নয়। আচ্ছা, লোক ভোগে আসক্ত হয় কেন ?

শি। অবিদ্যা বশতঃ ভোগকে সুখের কারণ মনে ক'রে লোকে ভোগে লিপ্ত হ'য়ে থাকে।

স্বা। কেরাসিন্ তেল কখনও অগ্নিকে চেপে রাখ্তে পারে না। সেইরূপ অবিদ্যাও বিদ্যাকে চেপে রাখ্তে পারে না; তবে তোর অবিদ্যা হ'তে ভয় কেন ?

শি। অবিদ্যাকে সত্য মনে ক'রে ভয় হচ্ছে।

স্বা। এক ব্যক্তি ব'ল্ছে বন্ধ্যার পুত্র এসে তাদের মোকদ্দমা মিটমাট ক'রে দেবে। আর একজন ব'ল্ছে পটে চিত্রিত পুতুলদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া হচ্ছে।—একি সম্ভব ?

শি। তা' কি করে সম্ভব হবে ? বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্র হ'তেই পারে না, এবং পটে চিত্রিত পুতুল ত' জড়, তাদের মধ্যে বিবাদ কি ক'রে হ'তে পারে ?

স্বা। তদ্রূপ অবিদ্যা মিথ্যা; সুতরাং অবিদ্যা হ'তে ভয় কেন ?

শি। অবিদ্যা যদি মিথ্যাই হবে, তবে অবিদ্যাকে আমরা আশ্রয় ক'রি কেন ? যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সে দিকে ত' মন কখন যায় না!

স্বা। কেন যাবে না ? বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিত্রিত পুতুল

কখন ধ’র্‌তে যায় না সত্য, কিন্তু শিশু ত’ আগ্রহের সহিত ধরে, আবার কখন বা ছেড়ে দেয়!

শি। শিশু অজ্ঞান। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানে যে পটের পুতুল মিথ্যা, কিন্তু শিশু ত’ তা’ বোঝে না!

স্বা। শিশুর জ্ঞানও নাই, অজ্ঞানও নাই,—শিশু জ্ঞান ও অজ্ঞানের পরপারে। সে যদি পুতুলকে সত্য ব’লে মনে ক’রত তাহ’লে সেটা কখন ধ’রছে কখন বা ছাড়ছে, এ রকম ক’র্‌ত না। বস্তুতঃ শিশু পুতুলটা সত্য বা মিথ্যা কিছু মনে করে না, সুতরাং পুতুলটা ধরুক্ বা ফেলে দিক, তাতে তার কিছু ক্ষতি হয় কি?

শি। না যে জিনিষটার অস্তিত্ব নাই, তার দ্বারা ক্ষতি কি করে হবে?

স্বা। তা হ’লে পুতুল শিশুর কোন বিষয়ে বাধক নয়।

শি। না।

স্বা। সেইরূপ অবিদ্যাও জীবের বাধক নয়। পুতুল যেরূপ বস্তুতঃ মিথ্যা অবিদ্যাও সেইরূপ মিথ্যা।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় কলিকাতা নিবাসী ডাক্তার দেবেন্দ্র বাবু (মুখোপাধ্যায়) স্বামিজীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। স্বামিজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—“কিন্তু মুখে এইরূপ ‘মিথ্যা’ ‘মিথ্যা’ ব’ল্‌লেই জ্ঞানী হওয়া যায় না, এই রকম শুষ্ক জ্ঞানীর নরকে গমন হয়।

[ভক্তিহীন শুষ্ক-জ্ঞানীর নরকে গমন হয়]

শি। (বিস্মিত হইয়া) জ্ঞানী নরকে গমন করে—এ কি ক'রে সম্ভব হয় ?

স্বা। ভক্তিহীন জ্ঞানকে শুষ্ক-জ্ঞান বলে। শুষ্ক-জ্ঞানী নরকে গিয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। শিবপুরাণে পড় নাই যমদূতেরা পাপীর শরীরের মাংস কেটে তাকে খেতে দেয়—তপ্ত লৌহ-পিণ্ডে চেপে ধরে ?

শি। হাঁ।

স্বা। শুষ্ক-জ্ঞানীদেরও ঐ প্রকার শাস্তি হ'য়ে থাকে।

শি। জ্ঞানীদেরও শাস্তি হয় এ কি প্রকার কথা ?

স্বা। প্রকৃত জ্ঞানীর নয়। শুষ্ক-জ্ঞানীর ও ভক্তিহীন জ্ঞানীর। আচ্ছা জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কি প্রভেদ ?

শি। জ্ঞান ও পরাভক্তি একই জিনিস।

স্বা। পরাভক্তির কথা ছেড়ে দে, অপরাভক্তিই ধর্ না। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান হয় না। যারা ভক্তি না মেনে কেবল জ্ঞান জ্ঞান করে তাদের শুষ্ক-জ্ঞানী বলে।

দেবেনবাবু। হাঁ, (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা উল্লেখ করিয়া) রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরও ভক্তির সহিত ভগবানের কাছে "আমাদের জ্ঞান দাও, অন্ধকার হ'তে আলোকে নিয়ে যাও" ইত্যাদি ব'লে প্রার্থনা ক'রেছেন। কিন্তু এ ভক্তি পরা না অপরা !

স্বা। হাঁ বৎস। এ প্রকার ভক্তির নাম অন্ধ ভক্তি, অন্ধ ভক্তিও শুষ্ক-জ্ঞানের চেয়ে বড়। অন্ধ ভক্তিতে ভক্ত

নিজেকে সকলের ছোট মনে করে, তাতে সে মনে শান্তি পায়, কিন্তু শুষ্ক-জ্ঞানী নিজেকেই (শরীরকে) শিব ভেবে সকলের চেয়ে বড় মনে করে ও অহঙ্কারে স্ফীত হয়, কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। তাদের ভাব হয় ঃ—

যদা কিঞ্চিজ্‌জ্ঞোঽহং দ্বিপ ইব মদান্ধঃ সমভবং
তদা সর্ব্বজ্ঞোঽস্মীত্যভবদবলিপ্তং মম মনঃ।
(যদা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গুরুজনসকাশাদধিগতং
তদা মূর্খোঽস্মীতি জ্বর ইব মদো মে ব্যপগতঃ)॥
বৈরাগ্যশতক, ৯৯ শ্লো।

যখন কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়া হস্তীর ন্যায় মদান্ধ হইয়াছিলাম, তখন আমার মন 'আমি সর্ব্বজ্ঞ' এইরূপ অভিমানে লিপ্ত হইয়াছিল। (কিন্তু যখন গুরুজনদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করিলাম, তখন 'আমি মূর্খ', এইরূপ ধারণা হইতে লাগিল সুতরাং পূর্ব্বে জ্বরের ন্যায় আমার যে অহঙ্কার হইয়াছিল তাহা অপগত হইল।)

"শাস্ত্রে অহংব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি মহাবাক্য প'ড়ে আমিই অর্থাৎ দেহ ব্রহ্ম এই ভেবে মূর্খেরা হাতীর মত মদান্ধ হয়, আর আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে, কিন্তু বস্তুতঃ তার মন বিষয় ভোগে লিপ্ত থাকে। একেই বলে শুষ্ক-জ্ঞানী এবং এই সকল মূর্খদেরই অন্তে নরকভোগ হয়। আচ্ছা, রিপুগণ তোমাদের বাধক না সাধক ?

দেবেন বাবু। বাধক।

[কাম ক্রোধাদি রিপুগণের গতি ফিরাইয়া দিলে তাহারা সাধকের সহায়ক হয়, বাধক হয় না]।

স্বা। না বেটা, এরা সাধক। ভগবানে কাম না থাক্‌লে তাঁতে ভালবাসা কি ক'রে হয়? কাম আছে ব'লেই ভগবানকে ভালবাসতে শিখেছি,আর এই ভালবাসা হ'লেই মুক্তিলাভ হ'য়ে থাকে। এইরূপ বিষয়ের উপর ক্রোধ না থাক্‌লে কি ভগবানের প্রতি অনুরাগ হ'ত? ব্রহ্মানন্দের প্রতি লোভ না থাক্‌লে কি কেউ সাধন ভজন ক'রত? গুরুর প্রতি মোহ না থাক্‌লে কি আর কেউ গুরুসেবা ক'রত? "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার অভিমান না থাক্‌লে কি কেউ জীবন্মুক্ত হ'তে পারত'? বিষয় সকল অত্যন্ত হেয়, বিষয় থেকে মানুষের দুঃখ ব্যতীত সুখ হয় না—এইরূপে বিষয়ের নিন্দা (দোষ দর্শন) না ক'র্‌লে কি আর মুক্তি লাভের ইচ্ছা হয়? সুতরাং বুঝলে এরা (রিপুগণ) সকলেই সাধকের সহায়ক, মাত্র এদের গতি ফিরিয়ে দিতে হবে। স্ত্রীপুত্রের প্রতি ভালবাসাকে ভগবানের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে, লোকের উপর ক্রোধ না ক'রে বিষয়ের প্রতি ক্রোধ ক'র্‌তে হয়। এই প্রকারে রিপুগণের গতি ফিরিয়ে দিতে হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বত্র সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥

[জিজ্ঞাসুর পক্ষে গুরু ও শাস্ত্রের প্রয়োজন,—জ্ঞানীর নহে।]

হরিদ্বার, ৬ই আষাঢ় ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮৷৷০ টা।

আরতি, মহিম্নস্তোত্র ও স্তবাদি পাঠ করিয়া শিষ্য কলিকাতার হাইকোর্টের উকীল মোহিনী বাবু (চক্রবর্ত্তী), ডাক্তার দেবেন বাবু (মুখোপাধ্যায়) ও অপর দুই একজন ভক্ত স্বামিজীর নিকট বসিয়া আছেন। দেবেন বাবু স্বামিজীকে প্রণাম করিলে স্বামিজী বলিলেন :—

স্বা। (দেবেন বাবুর প্রতি) আচ্ছা, প্রণাম ক'র্‌লে কি হয়?

দেবেন বাবু। যে প্রণাম করে তার কিছু লাভ হয়।

স্বা। যে প্রণাম করে তার লাভ হ'লে যাকে প্রণাম করে তার ক্ষতি হয়। যেখানে লাভ আছে সেখানে ক্ষতি আছে।

দেবেন বাবু চুপ করিয়া রহিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামিজী পুনরায় বলিলেন।

স্বা। "নাম রূপ সব মিথ্যা জান
কাকে কর প্রণাম ?"

দেবেন বাবু। তাহ'লে কাহাকেও প্রণাম করা কি অকর্ত্তব্য ?

স্বা। নাম রূপ সব মিথ্যা, এই প্রকার জ্ঞান যার হ'য়েছে, যে সর্ব্বত্র এক অখণ্ড-চৈতন্যই উপলব্ধি কচ্ছে, তার গুরু-শিষ্য ভেদ থাকে না, সুতরাং সে কাকে প্রণাম কর্‌বে ? জিজ্ঞাসুর পক্ষে গুরু ও শাস্ত্রের প্রয়োজন ; কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। তবে জ্ঞান হইলেও গুরুকে প্রণাম ক'রতে হয়, ব্যবহারিক সত্তা ঠিক রাখার জন্য। গুরুকে প্রণাম না ক'রলে নিমকহারামী হয়। যে গুরু ও শাস্ত্র কৃপায় জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞান লাভের পর যদি তাঁদের অবজ্ঞা করা যায়, তাহ'লে কি কৃতঘ্নতা হয় না ?

দেবেন বাবু। আজ্ঞে, হাঁ।

তৎপরে অন্যান্য কথার পর স্বামিজী ভক্তিপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—

নিস্তুতির্ণিনমস্কারো নিঃস্বধাকার এবচ। চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃস্থিকোভবেৎ প্রদক্ষিণম নস্তস্য হ্যদ্বয়স্য কুতো নাস্তিঃ। দ্বিতীয় নাই, প্রণামকর্ত্তা ও প্রণম্য কোথায় ?

[জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থা ত্রয়ের বিয়োগে সুখ ও সংযোগে দুঃখ হয়।]

স্বা। শরীরের কোন অঙ্গের উপর দিয়ে পোকামাকড় চলে গেলে অন্য কোন কারণে চুলকানি হ'লে হাত যেরূপ সেই সেই জায়গায় গিয়ে চুলকানি দূর ক'রে দেয়, সেইরূপ ভক্তির উদয় হ'লে ভক্তিই কামাদি রিপুগণকে মন থেকে দূর ক'রে দেয়। আচ্ছা তোমাদের ত' স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সংযোগে সুখ ও বিয়োগে দুঃখ হয়, কিন্তু এমন কোন জিনিষ আছে কি যার সংযোগে দুঃখ, বিয়োগে সুখ হয় ?

দেবেন বাবু। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) কামাদি রিপুগণের সংযোগে দুঃখ এবং বিয়োগে সুখ হয়।

স্বা। কামাদি রিপুর ত' কখন বিয়োগ হয় না। (দেবেন বাবুকে চিন্তাকুল দেখিয়া) বেশী দূরে যেও না, নিকটেই আছে। (দেবেন বাবু নিরুত্তর)।

স্বা। মল ও মূত্রের বিয়োগে আনন্দ হয়; চোর, বাঘ, সাপের সংযোগে দুঃখ এবং বিয়োগে সুখ।

দেবেন বাবু। (আনন্দের সহিত) আজ্ঞে, হাঁ, এ ঠিক।

স্বা। সেইরূপ, জাগ্রৎ স্বপ্নাদি এই অবস্থাত্রয়ের সংযোগে দুঃখ ও বিয়োগে সুখ হয়।

[যোগীর ভগবান্ ও ভোগীর ভগবানে প্রভেদ]

এক ভদ্রলোক পুত্রের বিবাহ দিয়ে সুন্দরী পুত্রবধূ, লক্ষ টাকা আর কুড়ি পঁচিশ খানা গ্রাম' পেয়েছিল। এই সব পেয়ে তা'র মনে আর আনন্দ ধরে না। দুই একদিন পরে ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল, এবং পিতা পুত্রে "হরিবোল হরিবোল" ব'লে শ্মশানে দাহ ক'র্‌তে নিয়ে গেল। দুই দিন

পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির কি অবস্থা ছিল এবং এখন তা'র কি অবস্থা হ'ল ভেবে দেখ! লোক এক জনই, কিন্তু তা'র পূর্ব্বের ও পরের মনোভাব কিরূপ বিভিন্ন। দুই দিন পূর্ব্বে যে আনন্দে আত্মহারা হ'য়েছিল আজ সে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন। এইরূপ ভগবান্ একই. কিন্তু যোগীর হৃদয়ে তিনি আবেগের সহিত বিরাজমান, আর ভোগীর হৃদয়ে তিনি উদাসীনের মত থাকেন। অতএব ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে মনে স্থান দিও না।

দেবেন বাবু। মন তো ভোগই চায়।

[মনের কথা শুনতে নাই]

"অস্য সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বোপদ্রবদায়িণঃ।
উপায় এক এবাস্তি মনসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ॥"

—যোঃ বাঃ।

স্বা। মনের কথা শুনতে নাই। মনের কথা না শুনলে অচিরে শান্তিলাভ হয়। এক বৃদ্ধ চাষা রোজ লাঙ্গল কাঁধে ক'রে মাঠে চাষ ক'রতে যেত। একদিন এক সাধু ঐ মাঠের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে চাষা বিনয় করে বললে, "ঠাকুর, কৃপা করে আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিন যাতে আমি ভবসাগর পার হয়ে যেতে পারি"। সাধু মনে মনে ভাবলেন,"তাই ত, এত' নিরেট মূর্খ চাষা, এর বুদ্ধি মোটা, একে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিই, না ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিই, না তটস্থ লক্ষণের দ্বারা উপদেশ দিই! এর মোটা বুদ্ধিতে এসব সহজে প্রবেশ করবে না। যাক্,একে মনের কথা শুনতে নিষেধ করি।" এই ভেবে সাধু চাষাকে "মনের কথা শুনিস না" এই

ব'লে চলে গেলেন। চাষা সেই উপদেশ শুনে লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাষার মন ব'ল্‌লে, "বাপু হে, লাঙ্গলটি কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখ না, কেন বৃথা কষ্ট পাচ্ছ?" চাষা ব'ল্‌লে "ওরে মন, এই ষাট বছর ধরে তোর আজ্ঞানুবর্ত্তী হ'য়ে চলেছি, কিছু শান্তি পাই নি, এখন আর তোর আজ্ঞানুযায়ী হ'য়ে চলব না; এখন গুরুর আজ্ঞানুযায়ী হ'য়ে চলব, আমি তোর কথা শুনব না।" এই বলে চাষা রোদেই লাঙ্গল কাঁধে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ পরে বাহ্যের বেগ হ'ল, মন ব'ল্‌লে, "বাপু হে, ব'সে বাহ্যেটাত ক'রে নেও।" চাষা ব'ল্‌লে, তোর কথা কিছুতেই শুনব না, এতদিন হ'ল বাহ্য অনেক করেছি, এখন আর তোর কথা শুনব না"

এই ব'লে চাষা পূর্ব্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে মন ব'ল্‌লে,—"বাপু হে, দারুণ ক্ষুধা লেগেছে, এখন গিয়ে কিছু খেয়ে এস না!" চাষা পূর্ব্বের ন্যায় ব'ল্‌লে, "আমি পার্‌ব না, গুরুর আজ্ঞা অবহেলা ক'রে তোমার কথা শুনব না।" এইরূপে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে চাষা ঐ ভাবে সাত দিন দাঁড়িয়ে রইল। সাত দিন পরে বিষ্ণুর আসন টল্‌ল। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে ব'ল্‌লেন, "লক্ষ্মি, ঐ দেখ একটি লোক গুরুর আজ্ঞা পালন ক'র্‌ব—মনের কথা শুন্‌ব না, ব'লে সাতদিন অনাহারে অনিদ্রায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি এখনই গিয়ে একে অন্ন দিয়ে এস।" লক্ষ্মী বিষ্ণুর আজ্ঞা শুনে একথালা উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি নিয়ে চাষার কাছে উপস্থিত হ'য়ে ব'ল্‌লেন,—"ওহে কৃষক, এই খাদ্য সামগ্রী আহার

কর, তোমার জন্য নিয়ে এসেছি।” চাষা জিজ্ঞাসা ক’রলে, “তুমি কে?” লক্ষ্মী বল্‌লেন, “আমি লক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠ থেকে বিষ্ণু আমাকে পাঠিয়েছেন।” চাষা ব’ল্‌লে, “আমি লক্ষ্মী টক্ষ্মী বুঝিনা, তোমার হাতে ঐ খাবার দেখে আমার মন টপাটপ্‌ ক’রে খেতে চাচ্ছে, কিন্তু আমি ত’ আর মনের কথা শুনব না, সুতরাং শীঘ্র এখান হ’তে চলে যাও।” কাজেই লক্ষ্মী অনন্যোপায় হ’য়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে গিয়ে বিষ্ণুর কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার ব’ল্‌লেন। তখন বিষ্ণু স্বয়ং খাবার নিয়ে চাষাকে খেতে ব’ল্‌লেন। চাষা পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা ক’রলে, “তুমি কে?” বিষ্ণু ব’ল্‌লেন, “আমি হরি।” চাষা ব’ল্‌লে, “আমি হরি টরি বুঝি না; তোমার হাতে খাবার দেখে আমার মন গপাগপ্‌ ক’রে খেতে চাচ্ছে, কিন্তু আমি ত’ আর মনের কথা শুনব না; সুতরাং তুমি সত্বরই এখান হ’তে চলে যাও।” বিষ্ণু দেখলেন মহা বিপদ, ভক্ত না খেয়ে মরে যাচ্ছে, কি করি! তখন কোনও উপায় না দেখে তিনি কৃষকের গুরুর কাছে গিয়ে ব’ল্‌লেন,—“দেখুন ত’ আপনি কি সর্ব্বনাশ করেছেন।” গুরু ব’ল্‌লেন,—“কি হয়েছে?” বিষ্ণু ব’ল্‌লেন, “আপনি কৃষককে মনের কথা শুনতে নিষেধ ক’রেছেন, তাই শুনে’ সে আজ পর্য্যন্ত না খেয়ে ম’রতে বসেছে।” তখন গুরু আশ্চর্য্য হ’য়ে বিষ্ণুকে ব’ল্‌লেন, “দেখুন, আমার কাছে উপদেশ চাইলে, আমি চাষাকে মনের কথা শুনতে বারণ ক’রেছিলাম, কিন্তু সে যে ঠিক্ তাই ক’রবে আমি স্বপ্নেও

তা ভাবিনি।" বিষ্ণু ব'ল্‌লেন, "এ লোকটা প্রকৃত অধিকারী ছিল, তাই গুরুবাক্য অন্তরে ব'সে গেছে, আপনারা অনধিকারীকে উপদেশ ক'র্‌লে আমার কষ্ট পেতে হয় না, কারণ তাদের উপদেশ এক কান দিয়ে প্রবেশ ক'রে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু আপনারা যদি প্রকৃত অধিকারীকে উপদেশ দেন, তাহ'লে আমার বড় কষ্ট ভোগ ক'রতে হয়। এই দেখুন, এই কৃষককে খাওয়াবার জন্যে আমাকে কত কষ্ট পেতে হ'চ্ছে। আপনি তার কাছে চলুন, আপনি ব'ল্‌লে সে খেতে পারে।" তখন বিষ্ণু ও গুরু উভয়ে এক সঙ্গে চাষার কাছে চ'ললেন। চাষার নিকট উপস্থিত হ'য়ে গুরু চাষাকে ব'ল্‌লেন, "কিরে, বিষ্ণু খাবার নিয়ে এসেছেন, তুই খাচ্ছিস্‌ না কেন ?" চাষা ব'ল্‌লে, "গুরুজি, ষাট্‌ বছর মনের কথা শুনে কোন শান্তি পাই নি, কিন্তু এই সাত দিন আপনার উপদেশ পেয়ে মনের কথা না শুনে বড়ই শান্তি পাচ্ছি, চতুর্দ্দশ ভুবনের আনন্দ আমি এখানে বসেই উপভোগ কচ্ছি, মন ত' চাচ্ছে বিষ্ণুর হাত থেকে খাবার গপাগপ্‌ খেয়ে ফেলতে, কিন্তু আমি মনের কথা শুনব না।" তখন গুরু বল্‌লেন, "আচ্ছা, আমার কথা শুনবে কি ?" চাষা ব'ল্‌লে, "আপনার কথা নিশ্চয়ই শুনব, আপনারই কৃপায় আমি এত আনন্দ লাভ ক'রেছি, আপনার কথা না শুনলে আমি কৃতঘ্ন হব।" গুরু ব'ল্‌লেন, "তবে লাঙ্গল নামিয়ে রেখে শৌচ ক'রে এসে এই খাদ্যাদি আহার কর।" তখন কৃষক তাহাই করিল। বিষ্ণু চাষার একনিষ্ঠা ও গুরুভক্তি দেখে

তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লেন ও অন্তে তা'কে মোক্ষ প্রদান ক'রলেন।

এইরূপ আলোচনার পর সমাগত সকলে উঠিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বার, ৭ই আষাঢ়, ১৩৩১ সাল, বেলা ৩টা।

(যথা পর্ব্বত ধাতুনাং দহ্যন্তে ধমর্তাং মলাঃ।

তথেন্দ্রিয়কৃতা দোষা দহ্যন্তে প্রাণনিগ্রহাৎ॥)

[মন্ত্রজপ ও প্রাণায়াম]

শিষ্য স্বামিজীকে ডাকের চিঠি পড়িয়া শুনাইতেছে; পাঠান্তে শিষ্য প্রশ্ন করিল :—

শি। বাবা! প্রাণায়ামের সহিত গুরু, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি নাম জপ না ক'রে প্রাণায়াম না ক'রে শুধু ইষ্টমন্ত্র (গুরুদত্ত বীজমন্ত্র) জপ করা কি ভাল নয়? (১)

(১) স্বামিজী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যাহার ভগবানের যে নাম প্রিয় সেই নাম প্রত্যেক শ্বাস ত্যাগের সহিত ৩০বার মালা জপ করিতে উপদেশ করিয়া থাকেন। এক প্রশ্বাসে ৩০ বার জপ করিয়া মালার একটি দানা সরাইয়া এক মালা (১০৮ দানা) শেষ করিতে হয়। এই প্রকার প্রাতে ৯ মালা ও সন্ধ্যায় ৯ মালা জপ করিলে মনঃস্থির করিয়া ভজনা করা সহজ হয়। এই উপদেশ লক্ষ্য করিয়া উক্ত প্রশ্নটি করা হইয়াছিল।

স্বা। হাঁ বেটা! ইষ্ট মন্ত্র যত বেশী জপ করা যায় ততই ভাল। যার মন জপে একবার ব'সে গিয়েছে, তার প্রাণায়ামের আর দরকার নেই। কিন্তু যাদের মন জপে বসে না, জপ ক'রতে ব'সলে মন চঞ্চল হয়, তাদের জন্যই শিব, গুরু, বিষ্ণু প্রভৃতি যে কোন একটি ভগবানের নামের সহিত প্রাণায়ামের বিধান করা হয়েছে। প্রাণায়ামের বলে মন রুদ্ধ হ'য়ে যায়, তখন আর চঞ্চল হয় না।

শি। প্রাণায়ামের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করা যায় না?

স্বা। কেন যাবে না? এক শ্বাসে ৩০ বার গুরু বা শিবের নাম জপ না ক'রে ৪কি ৫ বার ইষ্টমন্ত্র জপ কর্‌লেই হয়।

এই প্রকার অন্যান্য কথার পর শিষ্য উঠে চলে গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বার, ১লা ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮৷৷০টা।

[দেহাভিমান পরিত্যাগ কর, সকল সমস্যাই পূর্ণ হইবে।]

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত॥"

—গীঃ ২অ ১৮ শ্লো।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥" গীতা—২।২২।

আরতি ও মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠান্তে শিষ্য ও কয়েকজন ভক্ত স্বামিজীর কাছে বসিয়া আছেন। জাগত্রি হইতে একজন হিন্দুস্থানী ভক্ত আসিয়াছেন। স্বামিজী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন।

স্বা। আচ্ছা, শিবজীর এক নাম বিশ্বম্ভর নয় কি ?

ভক্ত। হ্যাঁ।

স্বা। "বিশ্বং বিভর্ত্তি" ইতি বিশ্বম্ভরঃ, যিনি বিশ্বকে ভরণ করেন, তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর। তবে আর তোমার চিন্তা কি ? তুমি যখন বিশ্বের মধ্যেই আছ, তখন ত' তিনি তোমাকেও ভরণ কর্‌বেনই; আর যদি তোমাকে অন্ন না দেন তবে ত' তোমাকে তাঁর বিশ্বের বাইরে রাখতে হবে, সে অবস্থা ত' মুক্তাবস্থা, সুতরাং হয় তিনি তোমাকে ভরণপোষণ ক'র্‌বেন, নচেৎ তোমাকে মুক্তি দিবেন। তবে আর সংসার কি প্রকারে চ'লবে,—স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি কি খাবে—এ প্রকার চিন্তা ক'রে বৃথা কালক্ষেপ ও মাথা খারাপ ক'রবার প্রয়োজন কি ?

ভক্ত। তা ত' বুঝেও বুঝি না; মোহে ভুলে আছি।

স্বা। দেহাধ্যাসই যত সর্ব্বনাশের মূল, দেহাধ্যাস ছেড়ে দেও। পাঁচজন লোকের একটা কড়া (রন্ধনপাত্র) ছিল। এক ব্যক্তি কোন সময় "কাজ হ'য়ে গেলে ফিরিয়ে দেব"

ব'লে তাদের কাছ থেকে কড়াটা ব্যবহার ক'রতে নিয়েছিল। কাজ শেষ হ'লে পর ঐ কড়ার পাঁচজন মালিক কড়াটা ফেরৎ চাইল। সে ব্যক্তির কড়াটার উপর লোভ এত প্রবল হ'ল যে সে কড়াটি দিতে রাজী হ'ল না, অধিকন্তু ব'ল্‌লে কড়া তার, সেই পাঁচজন প্রকৃত মালিকের নয়। তখন কড়ার মালিক অগত্যা পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হ'ল। পুলিশ লোকটাকে কড়া ফিরিয়ে দিতে বলায়, সে কড়াটি তার নিজের ব'লে দাবী ক'রলে। কাজেই বিচার হ'ল, বিচারে আসামীকে জেরা করা হ'ল, "কবে তুমি কড়া তৈয়ার করেছিলে? কে তৈয়ার করেছিল? কত ওজন"?—ইত্যাদি। সে কোনও উত্তর দিতে পা'রল না। তখন কড়ার প্রকৃত মালিকদের ঐ সকল প্রশ্ন করা হ'ল এবং তারা সে সকল প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিল। ফলে কড়া ঐ পাঁচজনের প্রমাণ হ'ল, এবং ঐ ব্যক্তি মিথ্যা দাবী ক'রেছে প্রমাণিত হওয়ায়, পুলিশ লোক-টিকে যৎপরোনাস্তি প্রহার ক'রল। প্রহারের চোটে লোকটি কাতর হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রলে এবং কড়াটি ফিরিয়ে দিল। তদ্বৎ পঞ্চভূতের এই দেহকে "আমার দেহ" ব'লে দখল ক'রে আছ; কিছুতেই এর অভিমান (অর্থাৎ 'এটা আমার' এই বুদ্ধি) ছাড়তে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু যখন পুলিশরূপ যমদূত উপস্থিত হবে এবং তোমাকে তাড়না ক'রবে তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে ছাড়তে বাধ্য হবে। অতএব যমদূতের আস-বার ও তাড়না ভোগ করবার পূর্ব্বেই কি দেহাধ্যাস ত্যাগ করা উচিত নয়? দেহ ছাড়তে এত ভয় কেন? জাগদ্রির

ঘর ছেড়ে যদি হরিদ্বারে কি হৃষীকেশে ঘর নির্ম্মাণ ক'রে বাস ক'রতে হয়, তাতে কি দুঃখ আছে?

ভক্ত। না।

স্বা। তবে এই দেহ-ঘর ত্যাগ ক'রে অন্য দেহ-ঘরে যেতে তোমার দুঃখ হয় কেন? দেহ ত' ঘর, তুমি তার মধ্যে বাস ক'রছ। তুমি ত' আর নষ্ট হও না, দেহ নষ্ট হয় তা'তে তোমার কি ক্ষতি?

এই প্রকার অন্যান্য কথার পর ভিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে সমাগত শিষ্য ও ভক্তগণ উঠিয়া চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

[অবাঙ্‌মানসগোচর অবস্থাই জ্ঞানীর প্রকৃত অবস্থা।]

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি নবাগ্‌গচ্ছতি নোমনো"—কেন।

হরিদ্বার, ১৩ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮৷৷০।

আরতি ও মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠান্তে শিষ্য স্বামিজীর কাছে বসিয়া আছেন; শিষ্য প্রশ্ন করিল।

শি। বাবা, কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ডের মধ্যে ভেদ কি? অগ্নিহোত্রাদি, অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞাদিই বোধ হয় কর্ম্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত?

স্বা। হাঁ।

শিষ্য। উপাসনা কাকে বলে?

স্বা। ঠাকুরজীর (ভগবানের) সেবা করা, পূজা করা, তাঁর গুণকীর্ত্তন করা বা ধ্যান করা ইত্যাদিকে উপাসনা বলে। আর এক প্রকার উপাসনা আছে তার নাম 'অহংগ্রহ' উপাসনা। (১)

শি। সেটি কি প্রকার? "অহং ব্রহ্ম" এই ভাবের সাধনা কি?

স্বা। হঁা, "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই ভাবের সাধনা করার নাম 'অহংগ্রহ' উপাসনা।

শি। 'অহংব্রহ্ম' এই ভাবের সাধনাও যদি উপাসনার অন্তর্গত হয়, তবে জ্ঞানকাণ্ড কাকে বলে?

স্বা। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"—এই ভাবে অবস্থানই জ্ঞানকাণ্ডের লক্ষ্য। সে অবস্থা লাভ ক'র্‌লে 'আমি ব্রহ্ম' একথা ব'ল্‌লেও লজ্জা বোধ হয়। তখন কে কাকে বলে, নাম রূপের অতীত সে অবস্থা। (২)

(১) জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধাবিশ্বতোমুখম্ ॥
—৯।১৫ গীতা

(২) 'অহংব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্যের বাচ্যার্থ "আমি অর্থাৎ অন্তঃকরণ বিচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যই উপাধি বিনির্মুক্ত হইয়া শোধিত হইলে ব্রহ্ম অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য, যেমন কয়লা ও হীরক। ব্রহ্মচৈতন্য এইরূপে অপরিচ্ছিন্নতা বা অন্তঃকরণরাহিত্য নির্দ্দেশ করিলে উহা একটি জ্ঞেয় পদার্থের ন্যায় বুঝায়, কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর অর্থাৎ অনির্দ্দেশ্য। জীবচৈতন্যের জীবত্বও মিথ্যাকল্পিত উপাধি মাত্র। সুতরাং "অস্মি" এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্যের অপরিছিন্নতা, জ্ঞেয়তা

শি। দ্বৈত ভাবে উপাসনা করিলে কি মুক্তিলাভ হ'তে পারে ?

প্রভৃতি উপাধি এবং জীবচৈতন্তের জীবত্ব উপাধি নিবারণ করিয়া এক মাত্র অখণ্ড চৈতন্থ পূর্ণানন্দ জ্ঞানস্বরূপকেই লক্ষ্য করা হয়; এবং ইহাই "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ। যেমন গৃহস্থ দেবদত্ত সন্ন্যাসী হইয়া যদি বলে "আমিই সেই" তাহা হইলে দেবদত্তের সন্ন্যাসীত্ব ও গৃহীত্ব বাদ দিয়া "আমি" ও "সেই" এই দুই পদের একত্ব প্রতিপাদন করা হয়, সেইরূপ। অতএব দেখা গেল যে 'অহংব্রহ্মাস্মি' একথা বলিতে গেলে জীবের জীবত্ব অঙ্গীকার করিয়াই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দই লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু যে সকল মহাত্মাগণের তত্ত্বনিশ্চয়ের দৃঢ়তাবশতঃ জীবভাব ক্ষীণ হইয়াছে, সুতরাং যাঁহারা অহরহঃ অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দেই অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের 'অহংব্রহ্মাস্মি' বলিতেও লজ্জা বোধ হইবে সন্দেহ কি ? ঈদৃশ মহাত্মাগণকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে :—

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভ।"
জ্ঞানী ত্বাত্মৈবমে মতম্।"
"দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ।
যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্মন্ ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ং ॥"—স্মৃতিঃ।
"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতেত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ ॥"

—বৃহস্পতিঃ।

তত্র কোঃ মোহ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।

— ঈশঃ ৭।

স্বামিজী উল্লিখিত অবস্থাকেই প্রকৃত জ্ঞানীর অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়।

[দ্বৈতভাবে উপাসনায়ও মুক্তিলাভ হইতে পারে।]

স্বা। কেন হবে না, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির কি মুক্তি হয় নি? মুক্তি কয় রকম বলত'?

শি। চার প্রকার। (১)

স্বা। কি কি?

---

(১) "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগংতং যেন মামুপযান্তিতে॥"

১০। ১০ গীতা

"তেষামেবানুকম্পার্থমহম জ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"

১০। ১১ গীতা

প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাপর সেই সতত যুক্ত সাধকগণকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি, যাহাদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের উপরই দয়াপরবশ হইয়া আমি তাঁহাদের অন্তঃকরণে আত্মসত্তার প্রকাশ পূর্ব্বক, দীপ্তিময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানজনিত তমোগুণকে নষ্ট করিয়া থাকি।

"কিমর্থং কস্য বা তৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধহেতোর্নাশকং বুদ্ধিযোগং তেষাং ত্বদভক্তানাং দদাসীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—তেষামেব কথং নাম শ্রেয়ঃ স্যাৎ ইত্যনুকম্পার্থং দয়াহেতোরহমজ্ঞানজম্ অবিবেকতো জাতং মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহান্ধকারং তমো 'নাশয়ামি আত্মভাবস্থঃ আত্মনোভাবোঽন্তকরণাশয়ঃ তস্মিন্নেব স্থিতঃ সন্।" শাং ভাষ্য ১০।১১ —গীতা। অস্যার্থঃ—তোমাকে পাইবার প্রতিবন্ধক কিরূপ বস্তুর নাশক সেই বুদ্ধি যোগ তোমার ভক্তগণের মধ্যে কাহাকে কিসের জন্যই বা

শি। সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য। "আমি ব্রহ্ম" এ জ্ঞান না হ'লে যখন কৈবল্য লাভ হয় না,তখন দ্বৈত-ভাবে (অর্থাৎ আমি ভগবানের দাস, ইত্যাদি ভাবে) উপাসনা ক'র্‌লে মুক্তি কি প্রকারে সম্ভাবনা হয়?

দান করিয়া থাক, এই প্রকার আকাঙ্ক্ষার সমাধান করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন যে—কি প্রকারে তাঁহাদের মোক্ষ লাভ হইবে? এই প্রকার ভাবনায় অনুগ্রহ করিবার জন্য আমি অবিবেক হইতে উৎপন্ন মিথ্যা জ্ঞানরূপ "তম" মোহান্ধকারকে "আত্মভাবস্থ" অন্তঃকরণাশয়স্থিত হইয়া বিনষ্ট করিয়া থাকি। (কিসের দ্বারা নষ্ট করি?) জ্ঞানদীপ দ্বারা।

কেহ কেহ বলেন দ্বৈতভাবে সাধনা করিলে মুক্তিলাভ হয় না, কারণ যেখানে দ্বৈত সেখানেই নাম, রূপ বর্ত্তমান—নাম, রূপ মায়ার কার্য্য, সুতরাং অদ্বৈতে স্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত মায়ার অধীন থাকিতে হয় —কাজেই দ্বৈতে মুক্তিলাভ অসম্ভব। বাদীদিগের এই মত ভ্রান্ত। বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে দ্বৈত ভাবেই মুক্তিলাভ সহজ সাধ্য—আপনাকে ভগবান হইতে পৃথক মনে করিয়া তাঁহার চিন্তায় দিবারাত্রি রত থাকিলে, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ প্রজ্বলিত করিয়া, সংসারহেতু অনাদি অবিদ্যা বা তমকে নষ্ট করিয়া দেন—অজ্ঞান নষ্ট হইলে বা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, জীব স্বতঃই মুক্ত হইয়া যান—তখন নিজেকে অখণ্ড, নির্ব্বিকার, অজ ও অমর বলিয়া মনে হয় এবং সর্ব্বত্রই এক অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধি হয়—নাম, রূপ তখন স্বতঃই মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়েও শ্রীভগবান দ্বৈতভাবে মুক্তিলাভ সহজসাধ্য এবং অদ্বৈতভাবে ক্লেশদায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

স্বা। সারূপ্য-মুক্তির অর্থ কি ?

শি। ভগবানের যে রূপ ভক্তের সেই রূপলাভের নামই সারূপ্য মুক্তি।

স্বা। অর্থাৎ বিষ্ণুর চিহ্ন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম তাঁর ভক্তও ধারণ করে এবং অবিকল বিষ্ণুর মত হ'য়ে যায়—নয় কি ?

শি। হাঁ।

স্বা। তবে তোর অদ্বৈতবাদের কি হানি হ'ল ? ভক্তও যখন ভগবান হ'য়ে গেল, তখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এ জ্ঞান তার হল কি না ? (১)

শি। হাঁ, আমার শঙ্কা নিবৃত্ত হইয়াছে।

"ময্যাবেশ্য মনো যেমাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তেমেযুক্ততমা মতাঃ॥" ১২।২ গীতা
"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" ১২।৫ গীতা

(১) ভাগবতে আছে যে ভক্তশিরোমণি নারদ ভগবদ্দর্শন লাভের অনুভূতি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "নাপশ্যমুভয়ং মুনে" অর্থাৎ হে মুনে, আমি উভয় অর্থাৎ আমি এবং তুমি দেখি নাই।

ভাগবৎ ৬অঃ ১৫-১৯ শ্লোঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতার গ্রহণে ক্ষিপ্তো মহাসংকটে
রুদ্রো যেন কপালপানিপুটকে ভিক্ষাটনস্কারিতঃ
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে ॥

[প্রারব্ধের ভোগ দৈবাধীন, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি
পুরুষকার সাপেক্ষ]

হরিদ্বার, ২৬শে ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, বেলা ১২টা।

শিষ্য স্বামিজীর নিকট চিঠি পড়িতেছে। পিরোজপুরের (বরিশাল) জাতীয় আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অন্নদা-প্রসাদ সেন স্বামিজীর নিকট ব্যাধির জন্য কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। পত্র শুনিয়া স্বামিজী বলিলেন :—

স্বা। লিখে দে—কায়িকা পাপের ফল কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতি আর কায়িকা পুণ্যের ফল রাজপদাদি লাভ। মানসিক পাপের ফল অন্ধ হওয়া, আর মানসিক পুণ্যের ফল দিব্য চক্ষু লাভ। সেইরূপ বাচনিক পাপের ফল বোবা হওয়া, আর বাচনিক পুণ্যের ফল বিদ্যালাভ। এইগুলি ঈশ্বরের নিয়ম। নিজের পুরুষকারের দ্বারা উন্নতিলাভ ক'রতে হয়।

তৎপরে অন্যান্য কথার পর শিষ্য উঠিয়া গেল। সেইদিনের কথোপকথন সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

[সন্ন্যাসীর প্রণম্য কে ?]

"নিঃস্তুতির্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ॥" মাণ্ডুক্যঃ,
গৌড়পাদীয়কারিকা, ২।৩৭

হরিদ্বার, ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮৷৷০টা।

রাত্রে এক ঘণ্টা করিয়া শিষ্য স্বামিজীকে "বিচারমালা" (১) পড়িয়া শুনায়। শিষ্য স্বামিজীর কাছে ব'সে আছে।

শি। বাবা, পূর্ব্বাশ্রমের পিতামাতা গুরুজনের সঙ্গে যদি কোন দিন সাক্ষাৎ হয়, তবে প্রণাম ক'রব কি ?

স্বা। হাঁ, মাতাকে প্রণাম ক'রবি।

শি। পিতাকে নয় ?

স্বা। হাঁ, তাঁকেও ক'রতে পার।

শি। পিতৃব্য কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিকে প্রণাম ক'রব কি ?

স্বা। পিতামাতা ছাড়া আর কাকেও প্রণাম ক'রতে নাই। পিতামাতাকে (২) প্রণাম ক'রলে, তাতে তাঁদের প্রত্যবায় হয়,

---

(১) 'বিচারমালা'—উদাসী সাধু শ্রীঅনাথদাসজী বিরচিত একখানি হিন্দি বেদান্ত গ্রন্থ।

(২) 'আশাম্বরো নির্ণমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্তুতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ভিক্ষু'—পরমহংসোপনিষৎ।

কিন্তু তাঁ'রা তোকে প্রণাম করলে তোর কোন পাপ হয় না। কারণ তুই চতুর্থাশ্রমী (অর্থাৎ সন্ন্যাসী), আর তাঁরা গৃহস্থ। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেরও গুরু, কাজেই সন্ন্যাসীদের প্রণাম করা সকলেরই কর্ত্তব্য। (১) শাস্ত্র পূর্ব্বাশ্রমের পিতামাতাকে প্রণাম করা সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ ব'লেছেন, কিন্তু আমাদের আচার্য্য (শঙ্করাচার্য্য) সন্ন্যাসগ্রহণ ক'রেও তাঁর মাতাকে প্রণাম করেছিলেন ও তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়াছিলেন, সেই জন্য অধুনা আমাদেরও মাতাকে প্রণাম করা উচিত। কারণ :—

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥" (গীঃ ৩।২১)

(অর্থাৎ শ্রেষ্টব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠগণ যাহা প্রমাণ বলিয়া স্থির করেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণও তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করেন)।

শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে মাতার অনুমতি প্রার্থনা ক'রলে, 'মাতা তাঁকে মৃত্যুর সময় দেখা দিবে' এই প্রতিজ্ঞা ক'রিয়ে অনুমতি দিয়েছিলেন ; তাই তিনি সন্ন্যাসের

---

(১) যতিঃ পরমহংসস্তু তুর্য্যাখ্যঃ প্রতিবোদিতঃ
যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুক্তো বিষ্ণুরূপী ত্রিদন্ডভৃৎ। ইতি স্মৃতিঃ।
অগ্নিগুরুর্দ্বিজাতিনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ
পতিরেকোগুরুস্ত্রীণাং সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ॥ মনুঃ।

পরও পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পালন কর্‌বার জন্য মাকে প্রণাম ক'রেছিলেন। পূর্ব্বাশ্রমের নাম, গোত্র প্রভৃতি কারও কাছে ব'লতে নেই।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর বিচারমালা পাঠ আরম্ভ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

[ভগবান তত্ত্ববেত্তার যোগক্ষেম বহন করেন।]

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"
গীঃ ৯।২২॥

হরিদ্বার, ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৯টা।

শিষ্যের বিচারমালা গ্রন্থ পাঠান্তে স্বামিজী বলিলেন "এখন খেয়ে শুয়ে পড়"। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও টাকী স্কুলের (২৪ পরগণার) শিক্ষক রামগতি দত্ত মহাশয় আজ বিচারমালা পাঠ শুনিতেছিলেন। ব্রহ্মানন্দজী স্বামিজীর গায়ে চাদর ঢাকা দিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে স্বামিজী বলিলেন :—

এই মুর্দ্দার (মৃত দেহের) চাদর মুর্দ্দাই নিজে ঠিক ক'রে নেবে, তোদের কিছু করবার দরকার নেই। নিজের মুর্দ্দা নিজে পোড়ানই ভাল।

শি। নিজের মৃতদেহ কি কেউ নিজে পোড়াতে পারে ?

স্বা। কেন পারবে না? (১) তত্ত্বজ্ঞান হ'লে ত' তত্ত্বদর্শীর কাছে দেহের কোন অস্তিত্বই থাকে না, ত'ার কাছে দেহ ভস্ম ব'লে পরিগণিত হয়, সুতরাং তা'র দৃষ্টিতে ত' দেহ পুড়েই গেল। তবে দেখছ তত্ত্বজ্ঞান হবার পরও তত্ত্ববেত্তার দেহ আহার করে, নিদ্রা যায়, ভোগ করে; তাতে তত্ত্ববেত্তা পুরুষের কোন সত্তা নাই। প্রারব্ধানুযায়ী দেহের ভোগ হ'য়ে থাকে, ভগবান তাঁর (তত্ত্ববেত্তার) দেহের যত্ন লন। গীতায় আছে "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" অর্থাৎ তিনি যোগ ক্ষেম বহন করেন। যোগ অর্থে অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি, ক্ষেম অর্থে প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা—সে কার্য্য ভগবানই করেন। জ্ঞানীর সঙ্গে তার সম্পর্কই নাই।

প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বজ্ঞানীর দেহব্যবহার স্বপ্রযত্নবিনা পরমেশ্বরের দ্বারা সংসাধিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদেও এইরূপ লিখিত আছে, যথা ঃ—(৮।১২।৩)

'নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রযোগ্য আচরণে
যুক্ত এবমেবায়মস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ।' ইতি।

(১) তাৎপর্য্য এই যে তত্ত্বদর্শী আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছেন অথবা দেহ কি বস্তু তাহা তিনি বলিয়াছেন, সুতরাং নিজের শরীরকে তিনি স্মরণই করেন না; ফলত প্রারব্ধানুসারে যে কোনও প্রকারে দেহের যেরূপ অবস্থা হউক না কেন তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ জন-সন্নিহিত এই শরীরকে স্মরণ করেন না। অশ্ব প্রভৃতি যেরূপ রথাদি বহনে নিযুক্ত হয়, ঠিক সেইরূপই এই প্রাণ এই শরীরে নিযুক্ত আছে।

ভাগবত স্মৃতিতেও আছে ঃ—(১১।১৩।৩৬)

'দেহং বিনশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎস্বরূপম্।
দৈবাদুপেতমথ দৈবশাদপেতম্
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরমদান্ধঃ।'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না, তাই নানা শাস্ত্রের নানা মত।]

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি।" কেণঃ উঃ
"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" গীতা

হরিদ্বার, ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮টা।

শিষ্য স্বামিজীর নিকট "সার সূক্তাবলী" গ্রন্থ পড়িতেছে। সার সূক্তাবলীর কেবলমাত্র এক অধ্যায় অবশিষ্ট থাকিলে স্বামিজী বলিলেন।

স্বা। এক অধ্যায় বাকী আছে এখন রেখে' দে,' কাল রবিবার কালই শেষ ক'রবি, আর অন্য কোন পুস্তক পড়তে আরম্ভ ক'রবি।

শি। কোন্ পুস্তক পড়ব ?

স্বা। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা "মণিরত্নমালাই" পড়িস। পুস্তকখানি খুব ছোট, বড় বড় পুস্তক পড়ে' ত' তুই আমাকে শুনাতে পারবি না !

শি। কোন্ পুস্তক ?

স্বা। উপনিষদের ভাষ্য।

শি। কেন পারব' না। ভাষ্যত' বেশী শক্ত ব'লে আমার মনে হয় না।

স্বা। আচ্ছা যদি পারিস্ ত' উপনিষদ্ই প'ড়ে শুনাস।

শি। কোন্ উপনিষদ্ পড়ব ?

স্বা। প্রথমতঃ ঈশোপনিষদ্ই পড়িস্।

শি। ঈশোপনিষদ্ সকল উপনিষদের অপেক্ষা ছোট বটে, কিন্তু সকলের চেয়ে দুর্ব্বোধ্য।

স্বা। হাঁ, ঈশোপনিষদ্ই সকল উপনিষদের সার।

শি। উপনিষদ্ পড়ে' যাব, যেখানে কঠিন মনে হবে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রব, আপনি ব'লে দেবেন।

স্বা। আমি কি জানি উপনিষদের ? আমি ত' চাষা, আমি ওসব পড়েছি ?

শি। আপনি ত' পড়েন নাই, কারণ আপনি অকর্ত্তা।

স্বা। না, উপনিষদের ব্যাখ্যা পণ্ডিতলোকেই ক'র্তে পারে।

শি। পণ্ডিতলোকের অনুভূতি নাই, কিন্তু আপনার অনুভূতি আছে; কাজেই আপনার বাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যা

হবে। জ্ঞানী ছাড়া অন্যলোকে উপনিষদের প্রকৃত অর্থ জানে না।

স্বা। জ্ঞানী কে ?

শি। যাঁর তত্ত্বজ্ঞান হ'য়েছে।

স্বা। তত্ত্বজ্ঞান কি ক'রে হয় ?

শি। গুরু ও শাস্ত্রোপদেশে।

[শাস্ত্র আত্মরক্ষার্থ যষ্টিস্বরূপ, কিন্তু উপায় গুরূপদেশ প্রতিপালন ও গুরুকৃপা।)

'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'

স্বা। শাস্ত্র ত' কবির কল্পনা মাত্র। হিন্দুরা বেদ মানে, মুসলমানেরা কোরাণ মানে, খৃষ্টানেরা বাইবেল মানে; যাদের শাস্ত্র তাদের কাছেই মিঠে, অন্যের কাছে ত' নয়।

শি। হাঁ, তবে কি শাস্ত্র সব মিথ্যা ? বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে বিভিন্ন মত দেখা যায়, তা হ'লে সত্য কোন্‌টি তার কিছুই ঠিক্ নাই!

স্বা। যা' বেটা, নাস্তিক হচ্ছিস্ কেন? বনে কত প্রকার লাঠি পাওয়া যায়, একখানা লাঠি বন থেকে ঘরে এনে রেখে দিলে কি তাতে আত্মরক্ষার কাজ হয় না ?

শি। তা' ত' হয়।

স্বা। সেইরূপ শাস্ত্ররূপ অনন্ত বন থেকে বেদ, কোরাণ, বাইবেল রূপ যে কোন একটা লাঠি নিলেই আত্মরক্ষা করা যায়। তবে এই যে বিভিন্ন মত এর কারণ আছে।

[ব্রহ্ম কি কেহ মুখে ব'লতে পারে না—সেই জন্য নানা শাস্ত্রের নানা মত]

ব্রহ্ম কি তা' কেউ মুখে ব'লতে পারে না—"অবাঙ্-মনসোগোচরম্"; কিন্তু তা'র উপমা দেবার ছলে নানা মুনি নানা কথা ব'লে গেছেন। যেমন এক কুমারী কন্যার বিবাহ হ'য়ে গেল; সে কয়েকদিন পরে তার পূর্ব্বের সঙ্গিনী কুমারীদের কাছে এসে ব'লতে লাগল—"আহা! স্বামী কি জিনিস! ধন্য স্বামী! ধন্য স্বামী," ইত্যাদি। সঙ্গিনীরা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কি দিদি, স্বামীর কাছে কি সুখ পেলে যে সর্ব্বদা যেন আনন্দ সাগরে ডুবে আছ? সে সুখ কি জিলিপির সঙ্গে মাঠা (ঘোল) খেলে যে প্রকার হয় সেই রকম, বা লাড্ডু পেঁড়া খাওয়ার মত, না আম আঙ্গুরের মত?" দিদি তখন আর কি ক'রে বোঝাবে! তবুও কুমারীদের সে সুখ বোঝাতে চেষ্টা ক'রে ব'ললে, "লাড্ডুর চেয়েও মিষ্টি।" কিছুদিন পরে সঙ্গীনীদের মধ্যে আর এক জনের বিয়ে হ'ল। তখন সেও বল্‌তে লাগল "আহা, স্বামী কি ধন! ধন্য স্বামী!" ইত্যাদি। তার পর দুজনে মিলেই "ধন্য স্বামী, ধন্য স্বামী" ব'ল্‌তে লাগল, আর হাত ধরাধরি ক'রে একটু একটু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে লাগল। প্রকৃত পক্ষে স্বামী সুখ যে কি তা' যেমন বিবাহ না হলে বোঝা যায় না, সেইরূপ প্রকৃত ব্রহ্মসুখ কি তা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হ'লে বোঝা যায় না। নানা শাস্ত্রে কেবল্ মাত্র কৃত্রিম ব্যাখ্যা করেছে কেউ ব'লেছে লাড্ডুর চেয়ে বেশী মিষ্টি, কেউ

ব'লেছে পেঁড়ার চেয়ে, আরও কত কি ! মোটের উপর ওসব নিয়ে ঝগড়া না ক'রে গুরুমহারাজের চরণতলে ব'সে তাঁর উপদেশ অনুযায়ী চ'ল্লে তাঁর কৃপায় সকলই একদিন লাভ হবে।

তদেতৎ ইতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুনাপি ন শক্যতে—সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য, প্রথম অধ্যায়, বিজ্ঞানভিক্ষু।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

'মুনি' বা 'মৌনী' কে ?

"মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসং শুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥" গীতা, ১৭।১৬

হরিদ্বার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৭॥০টা।

আরতি ও মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠান্তে শিষ্য ব্রহ্মানন্দজী, বিশ্বেশ্বরানন্দজী, চিদানন্দজী ও কেদারানন্দজী স্বামিজীর নিকট উপবিষ্ট আছেন। ব্রহ্মানন্দজী স্বামিজীকে প্রণাম করিলে স্বামিজী বলিলেন :—

স্বা। বাঃ তপস্বী ! (ক্ষণকাল পরে) আচ্ছা, 'তপস্বীর' অর্থ কি ?

ব্রহ্মানন্দ। যে নিজের ধর্ম্ম পালন করে তা'কেই 'তপস্বী' বলে।

স্বা। হাঁ!—আচ্ছা, 'মুনি' শব্দের অর্থ কি? বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি এঁদের 'মুনি' বলা হয় কেন? আর 'মৌনী' শব্দেরই বা প্রকৃত অর্থ কি?—কায়িক মৌন, বাচনিক মৌন, না মানসিক মৌন?

ব্রহ্মানন্দ। সাধারণতঃ যাঁরা কথা বলেন না তাঁদেরই 'মৌনী' বলা হয়, কিন্তু 'মৌন' শব্দের লক্ষ্যার্থ মানসিক মৌনিত্ব।

স্বা। হাঁ, যাঁদের মন চৈতন্যের মনন ক'রতে ক'রতে লয় হ'য়েছে, চিত্তে আর কোনও প্রকার সঙ্কল্প বিকল্প উঠেনা তাঁহারা প্রকৃত 'মুনি' (১) বা 'মৌনী' (২) বলিয়া অভিহিত হন। সেই জন্য বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিদিগকে 'মুনি' বলা হয়। তবে, হয়ত' বল্‌তে পার বশিষ্ঠের একশত পুত্র ছিল, আর তিনি

---

(১) "মুনীনাং (অর্থাৎ) মননশীলানাং সর্ব্বপদার্থজ্ঞানিনাং"—গীতা ১০।৩৭ শ্লো, শাঙ্কর ভাষ্য।

(২) "মৌনং বাক্‌সংযমোঽপি মনঃসংযমপূর্ব্বকো ভবতীতি কার্য্যেন কারণমুচ্যতে মনঃসংযমো মৌনমিতি।" গীতা ১৭।১৬ শ্লো শাং ভাষ্য।

'যস্মাদ্বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
যন্মৌনং যোগীভির্গম্যং তদ্ভবেৎ সর্ব্বদা বুধৈঃ॥
বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্বক্তুং যন্ন শক্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ॥
ইতি তাবদ্ভবেন্মৌনং সতাং সহজসংজ্ঞিতম্।
গিরা মৌনং হি বালানাং প্রযুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥"

অপরোক্ষানুভূতিঃ।

যজ্ঞাদি কাজ করাইতেন, তবে তাঁকে তত্ত্ববেত্তা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কি ক'রে বলা যেতে পারে। এর উত্তর—শরীরের ভোগ অনিবার্য্য; (১) শরীর যেজন্য উৎপন্ন হ'য়েছে সে ভোগ ভুগ্‌তেই হবে। প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

ব্রহ্মানন্দজী। তবে পুরুষকার দ্বারা কি কিছুই হ'তে পারে না?

[একমাত্র ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয়]

'প্রারব্ধকর্ম্মনাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।'

স্বা। পুরুষকার দ্বারা পারমার্থিক পথে উন্নত হওয়া যায়, কিন্তু দৈহিক ভোগ খণ্ডন করা যায় না? এক গুরু শিষ্যকে ব'ল্‌লেন—"তুই বিরক্ত হ'য়ে বিচরণ কর্, কোনও প্রকার ভোগে লিপ্ত হ'স্‌নি"। শিষ্য গুরুর আজ্ঞা পেয়ে ব'ল্‌লে,—"গুরুদেব! তবে আমি বনে গিয়ে বাস করি। কারণ লোকালয়ে থাক্‌লে নানাপ্রকার ভোগ আমার কাছে এসে উপস্থিত হবে"। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর গুরু ও শিষ্য উভয়ে এক গভীর অরণ্যে চ'লে গেলেন। অরণ্যে গিয়ে শিষ্য এক জায়গায় আসন পেতে ব'সে গেলেন আর গুরু কিছুদূরে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে এক রাজা মৃগয়া ক'র্‌তে ঐ বনে এসে উপস্থিত হ'লেন। বনে তাঁবু খাটান্ হ'ল, আর

---

(১) গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—

"সদৃসং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥"

গীতা, ৩।৩৩

রাজার লোকজন তাঁদের জন্য নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত কর্তে লাগ্ল। ভোজনের সময়ের কিছুপূর্ব্বে হঠাৎ শিষ্যের দিকে রাজার চোখ প'ড়ে গেল। শিষ্যকে দেখে তাঁহাকে ভোজন করাবার ইচ্ছা হ'ল এবং তিনি তাঁকে ভোজন ক'রতে অনুরোধ ক'রলেন। শিষ্যকে অগত্যা রাজার অনুরোধ রক্ষা ক'র্তে হ'ল ; কিন্তু তিনি গুরুদেব নিকটে আছেন জান্তেন্, সুতরাং রাজাকে তাঁর গুরুদেবকেও নিমন্ত্রণ ক'র্তে ব'ললেন। রাজা তাই ক'র্লেন এবং অমাত্যদের পাঠিয়ে দিয়ে গুরুকেও আমন্ত্রণ ক'রে আন্লেন। তারপর গুরু ও শিষ্য উভয়েই রাজপ্রদত্ত উৎকৃষ্ট অন্নপানাদি গ্রহণ ক'রলেন। বাচ্চা, প্রারব্ধ ভোগ এই রকমে হ'য়ে থাকে ; যেখানেই যাওনা কেন, প্রারব্ধ ভোগ তোর সঙ্গে সঙ্গেই যাবে, পুরুষকার দ্বারা কেবলমাত্র ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতিলাভ করা যায়। (১)

ব্রহ্মানন্দজী। পুরুষকার দ্বারা উন্নত হওয়া যায় বটে, কিন্তু মনকে জয় করা বড়ই কষ্টসাধ্য।

[প্রকৃত শিষ্য কে ?]

"সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ"

স্বা। "তন, মন, ধন,
কর্ গুরুকে অর্পণ।"

(১) "হেয়ং দুঃখমনাগতম্॥" পাতঞ্জলিঃ যোগসূত্র—সাধনপদ,১৬ শ্লো। অতীতস্য ব্যতিক্রান্তত্বাৎ বর্ত্তমানস্য তু পরিত্যক্তুমশক্যত্বাৎ অনাগতমেব সংসারদুঃখং হেয়ং হাতব্যং। ভবিষ্যদ্দুঃখনাশায়ৈব যতিতব্যমিত্যুপদেশঃ।

যে তন (শরীর) মন ও ধন তিনটিই শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ ক'রতে পারে সেই প্রকৃত শিষ্য। মন গুরুকে অর্পণ ক'র্‌লে মনে সঙ্কল্প বিকল্প আর কি ক'রে উঠবে?

ব্রহ্মানন্দজী। মন গুরুকে অর্পণ করাই ত' মুস্কিল।

স্বা। সে তুমি জান ভাই। উত্তম অধিকারী হ'লে সকলই হ'তে পারে। জনক রাজা এক সভা ক'রলেন। সভায় রাজ-সিংহাসনের সম্মুখে প্রকাণ্ড এক আসন পাতা হ'ল। রাজা ইতিপূর্ব্বে প্রচার ক'রে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়ে তাঁর সংশয় দূর ক'রে দিয়ে তাঁকে মুক্তির অধিকারী ক'রে দিতে পারবেন, তিনি ঐ আসনে ব'স্‌বার অধিকারী। অনেক বড় বড় ঋষি সভায় উপস্থিত ছিলেন, কেউ সেই আসনে বস্‌তে সাহস ক'রলেন না। অষ্টাবক্র মুনি ঐ সভায় যাচ্ছিলেন; পথে এক বৃদ্ধা একঝুড়ি ঘুঁটে নিয়ে ব'সেছিল, অষ্টাবক্র মুনিকে দেখে ব'ল্‌লে—"এই ঝুড়িটি আমার মাথায় তুলে দাও"। মুনি তাই ক'রলেন। তারপর বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে,—"তুমি কোথায় যাচ্ছ ঠাকুর?" মুনি ব'ল্‌লেন,—"রাজসভায় যাচ্ছি"। বৃদ্ধা ব'ল্‌লে,—"তুমি এই ছেলেমানুষ, তোমার দেহটিও আঁকা বাঁকা, সেখানে কত বড় বড় ঋষি গেছেন, রাজার কথার জবাব দিতে পারছেন না, আর তুমি সেখানে গিয়ে কি ক'রবে?" মুনি ব'ললেন,—"হ'লই বা দেহ ছোট বা আঁকা-বাঁকা, মনত' আর তা নয়। এই দেখ; আমার হাতের এই কমণ্ডলুটা আঁকা-বাঁকা, কিন্তু এর ভিতরে যে জল আছে সে

জলত' আর আঁকা-বাঁকা নয়"। বৃদ্ধা মুনির কথা শুনে মনে মনে ভা'বলে, মুনিটি দেখছি সামান্য ছেলে নয়, এর ভেতরে বোধ হয় কিছু সার বস্তু আছে! তখন তাঁকে ঘুঁটের ঝুড়ি তুলে দিতে ব'লে অপরাধ ক'রেছে ভেবে ক্ষমা চাইলে। অষ্টাবক্র মুনি ব'ল্লেন, "তা'তে দোষ কি? একটা দেহের দ্বারা অপর একটা দেহের সাহায্য হ'ল তা'তে আমার কি ক্ষতিবৃদ্ধি?" তারপর অষ্টাবক্র মুনি সভায় উপস্থিত হ'লেন এবং তিলমাত্রও দ্বিধাবোধ না ক'রে রাজ-সিংহাসনের সম্মুখে যে আসন পাতা ছিল তাইতে ব'সে প'ড়লেন। রাজা তাঁর যথাযোগ্য পূজা অভ্যর্থনা ক'রে প্রশ্ন ক'রলেন। মুনি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রাজাকে ব'ললেন,—"আগে আমাকে দক্ষিণা দাও তা'রপর প্রশ্ন ক'রো।" রাজা ব'ললেন,—"আপনি কি চান?" মনে মনে ভাবলেন—মুনি হয়তো হাতী, ঘোড়া, টাকা, কড়ি প্রভৃতি চাইবেন; কিন্তু অষ্টাবক্র মুনি সে সব কিছুই চাইলেন না, ব'ললেন,—"তোমার মনটী আমায় দক্ষিণা দাও।" রাজা আর কি করেন, প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন দক্ষিণা দিতে হবে, কাজেই মনটী অষ্টাবক্র মুনিকে দিতে হ'ল। তখন আর প্রশ্ন করে কে? মনত' গুরু নিয়ে ফেলেছেন। গুরুমূর্ত্তিতেই মন নিবিষ্ট হ'য়ে রইল, সঙ্কল্প বিকল্প আর উঠবে কোত্থেকে? উত্তম অধিকারী হ'লে সকলই হ'তে পারে বাচ্চা।

এইখানেই আলোচনা সমাপ্ত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলং, অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।"
গীতা, ১৫ অঃ, ৩ শ্লোক।

"ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রাপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।"
ঐ ১৫।৪ ॥

হরিদ্বার, ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল, সময় রাত্রি ৯৷৷৹ টা।

[দেহে মমতাই শ্রম বিমুখতার মূল কারণ, সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।]

আরতি ও মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠান্তে স্বামিজী শয়ন করিয়া আছেন। শিষ্য স্বামিজীকে বলিল ঃ—

শি। বাবা! একজন বৃদ্ধ দীক্ষা চাচ্ছে, দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন ক'রবে।

স্বা। এখানে থেকে সে ত' আশ্রমের কোন কাজ কর্‌তে পারবে না?

শি। বৃদ্ধ, ৬৭ বছর বয়স, তা'র দ্বারা শারীরিক কোন সেবা হ'তে পারে না। তাকে ব্রহ্মচর্য্য দিন, অন্যত্র গিয়ে ভজন করুক।

স্বা। আমার চেয়েও কি বৃদ্ধ?

শি। না।

স্বা। তবে আমি কাজ ক'রতে পারছি, সে পারবে না কেন? তোদের একি রকম কথা?

শি। আপনার কথা স্বতন্ত্র, আপনার ব্রহ্মচর্য্যের বল আছে, কিন্তু এ বৃদ্ধের ত' আর তা' নাই।

স্বা। এ বৃদ্ধের নাই বটে, কিন্তু তোদের ত' আছে, তোরা কেন শারীরিক পরিশ্রম ক'রতে কুণ্ঠিত হ'স্?

শি। আমরা অলস, দেহাধ্যাস ত' যায় নাই, সেই জন্যে দেহের একটু কষ্ট হ'লেই কষ্ট মনে হয়।

স্বা। এখানে এসেছিস্ কেন, দেহাধ্যাস রাখতে, না ছুটাতে?

শি। ছুটাতে।

স্বা। তবে কাজ ক'রতে চাস্ না কেন? (১)

শি। শুধু শারীরিক পরিশ্রম ক'র্লেই যদি দেহাধ্যাস ছুট্‌ত, তবে ত কুলি-মজুররাও মুক্তপুরুষ হ'ত। সাধন না ক'রলে ত' কিছু হবে না, তাই সাধন-ভজন ক'রতে ইচ্ছা হয়।

স্বা। কে নিষেধ করে? ভোর ৬টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত একাসনে বসে থাক্ দেখি, আমি কোন কাজ ক'রতে বলব না।

শি। বৈরাগ্য নাই, তাই সাধন-ভজনে মন লাগে না, বৈরাগ্য থাকলে কি আর সাধন না ক'রে থাকা যায়? তীব্র

(১) দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥
গীতা ১৮।৮ শ্লোঃ।

বৈরাগ্য যার হয়েছে, সে কি আর রাত্রে ঘুমাতে পারে? বাবা, এই রকম বৈরাগ্যলাভের উপায় কি?

[দেহাভিমান সকল বাসনার মূল কারণ, সুতরাং বাসনাসমূহের সমূলে ধ্বংস করিতে হইলে দেহাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে]

স্বা। গাছের পাতা শুকিয়ে গেলে গাছটাও শুকিয়ে যায় কি?

শি। না।

স্বা। কিন্তু গাছের মূলটা ধ্বংস ক'রতে পার্‌লে পাতা শুদ্ধ সমস্ত গাছটাই নষ্ট হ'য়ে যায়। সেইরূপ একটি একটি বিষয় থেকে মনকে টেনে নেবার চেষ্টা ক'রলে বাসনার সমূলে নাশ হয় না, কিন্তু এই শরীর থেকে মনটা টেনে নিলে বাসনা কামনা স্বতঃই নষ্ট হ'য়ে যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়; সুতরাং 'এই নশ্বর শরীরটা আমি নই, এ শরীর রক্তমাংসের একটি খাঁচা'—এই প্রকার চিন্তা ক'র্‌তে থাক্; এই থেকেই বৈরাগ্যের উদয় হবে। সর্ব্বদা সন্তোষকে আশ্রয় ক'রে থাক্।

[সন্তোষ আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিসাধন করিতে হয়, ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিসাধন করা যায় না।]

এক ব্যক্তির একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি প্রচার ক'রে দিলেন,—"আমি পাঁচটা ছাগল দেব, যে ব্যক্তি তাদের খাইয়ে তৃপ্ত ক'রতে পারবে, তা'কে আমার কন্যা দান ক'রব।" অনেক বড় বড় রাজা কন্যালোভে ঐ ছাগল পাঁচটাকে পেট ভরে খাওয়ালেন, এবং কয়েকদিন

পরে কন্যার পিতাকে ছাগলগুলো ফিরিয়ে দিলেন; কিন্তু কন্যার পিতা সভায় বসে ছাগল পাঁচটাকে যেই ডাক্‌লেন, ছাগলগুলো এসে তাঁর হাত থেকে কয়েকটি গাছের ডাল আগ্রহের সহিত খেলে। তখন কন্যার পিতা রাজাদিগকে ব'ললেন,—"কই, আপনারা আমার ছাগল ক'টাকে তৃপ্ত ক'রে খাওয়াতে পারেন নি, কারণ তা'রা খেয়ে তৃপ্ত হ'লে আমার হাতের এই ডালগুলো আগ্রহের সহিত খেত না; সুতরাং আপনারা আমার কন্যালাভের অযোগ্য।" এইরূপে যত বড় বড় রাজা ও ধনী ছিলেন, তাঁরা সকলেই ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে চ'লে গেলেন, সেই সময়ে একটি দরিদ্র বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সভাস্থলে কন্যার পিতাকে ব'ল্‌লে,—"মহাশয়, আপনি ছাগল পাঁচটি আমাকে দিন, আমি তাদের খাওয়াইয়ে তৃপ্ত ক'রে আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রব।" সভায় যে সব বড় বড় রাজা ও অন্যান্য লোক ছিলেন, সকলেই সেই কথা শুনে হাসতে লাগলেন। সে যাই হৌক, কন্যার পিতা ঐ লোকটির কথায় কোন প্রতিবাদ না ক'রে ছাগলগুলি তাঁকে দিলেন। লোকটি ছাগল ক'টাকে একটা ঘরে নিয়ে বন্ধ ক'রে আস্তে আস্তে একটা ছুঁচ দিয়ে তাদের জিব ফুটো করে দিলে। ছাগলগুলোর জিব থেকে খুব রক্ত বেরুতে লাগল। একটু রক্তপড়া থাম্‌লে লোকটি ছাগলগুলোর মুখ বেশ করে ধুয়ে বেঁধে দিল। তার পর ৪।৫ দিন হয়ে গেলে ঐ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছাগলক'টাকে নিয়ে এসে সেই কন্যার পিতাকে বললে,—"মহাশয়, আপনি যদি

এদের গাছের ডালপাতা কিছু খেতে দিয়ে পরীক্ষা করতে চান, তবে প্রথমে সে গুলো ভাল করে গুণে দেখুন, তার পর পরীক্ষা ক'রে দেখবেন।" কন্যার পিতা তাই ক'র্লেন। তার পর সেই ব্যক্তি সভাস্থলে ছাগল পাঁচটাকে ছেড়ে দিল। পূর্ব্বের মত কন্যার পিতা ছাগল ক'টাকে কয়েকটি গাছের ডালপাতা দেখাইয়ে ডাক্‌লেন, এবার ছাগলগুলো সেই ডালপালায় মুখ লাগাল বটে, কিন্তু তাদের জিবগুলো বেদনায় ফুলে ছিল ব'লে একটা ডালও খেতে পারলে না; সুতরাং ডালপালা একটিও ক'ম্‌ল না, যেমন তেমনি রইল। তাই দেখে সকলে খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল, এবং ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করতে লাগল। কন্যার পিতাও অগত্যা ঐ দরিদ্র লোকটীকেই কন্যাদান ক'রলেন। এই প্রকার পাঁচটি ছাগলরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) যতই বিষয়ভোগে লাগাবে, তাদের কখনও তৃপ্তি হবে না, কিন্তু ছুঁচ রূপ সন্তোষ দ্বারা তাদের ভোগ থেকে নিবৃত্ত কর্‌তে পারলে কন্যারূপী ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হ'য়ে থাকে। (১)

[অজ্ঞানেও চৈতন্য আছে—কিন্তু এই চৈতন্য সামান্য-চৈতন্য, বিশেষ-চৈতন্য নহে।]

শি। আচ্ছা, চৈতন্য ত' ব্যাপক, তবে কি অজ্ঞানেও চৈতন্য আছে ?

---

(১) সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভং।

(পতঞ্জলি যোগসূত্র—সাধনপাদ, ৪২।)

স্বা। কেন থাক্‌বে না? অজ্ঞানে চৈতন্য না থাক্‌লে ত' তোর চৈতন্য (ব্রহ্ম) একদেশী হ'য়ে যায়।

শি। অজ্ঞানের মধ্যেও ব্রহ্ম (চৈতন্য) থাকলে অজ্ঞানের অস্তিত্ব কি ক'রে স্বীকার করা যায়? ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ; জ্ঞান ও অজ্ঞান কি একত্র থাক্‌তে পারে? রাত্রি ও দিন কি এক সঙ্গে থাক্‌তে পারে?

স্বা। কাঠের ভিতর অগ্নি (অর্থাৎ তেজ) আছে, তা'তে কাঠের অস্তিত্বের কোন হানি হয় কি?

শি। না, কাঠের ভিতর যে তেজ আছে, সেটা ঘর্ষণ দ্বারা প্রজ্বলিত হ'য়েই কাঠ দগ্ধ করতে পারে, কিন্তু তার পূর্ব্বে পারে না।

স্বা। সেইরূপ অজ্ঞানেও চৈতন্য (ব্রহ্ম) আছে, কিন্তু তা'তে অজ্ঞানের কোন ক্ষতি হয় না; এই চৈতন্যকে সামান্য-চৈতন্য বলে। সামান্য-চৈতন্যই সর্ব্বব্যাপক আকাশবৎ; এই চৈতন্য দ্বারা কা'রও কোন ক্ষতি বা লাভ হয় না। কিন্তু বিশেষ-চৈতন্যেই জ্ঞানের উদয় হয়। বিশেষ-চৈতন্যের কাছে অজ্ঞান থাক্‌তে পারে না। অন্তঃকরণ-সংযুক্ত সামান্য-চৈতন্যকেই বিশেষ-চৈতন্য বলা যায়।

এই প্রকার অন্যান্য কথার পর শিষ্য নিজের কাজে চ'লে গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বৃত্তয়স্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতা।

১।৫৬ পঞ্চদশী।

[বৃত্তি দ্বারাই ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়—চৈতন্য এই বৃত্তির আধার, মন নহে।]

হরিদ্বার, ২১শে আশ্বিন, ১৩৩২ সাল, রাত্রি ৯টা।

আরতি ও মহিম্নাস্তোত্রাদি পাঠান্তে শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এবং অন্যান্য সকলে স্বামিজীর নিকট উপবিষ্ট।

স্বামিজী প্রশ্ন করিলেন :—

স্বা। (ব্রহ্মানন্দজীকে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা, তোর নামত' ব্রহ্মানন্দ ; বলত' ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে কে।

ব্রহ্মানন্দজী। জীবাত্মাই ভোগ করে।

স্বা। জীবাত্মা কাকে বলিস্? জীবের আত্মা ও ব্রহ্ম এ দুয়ের মধ্যে ত' কোন ভেদ নাই ; এক আত্মা অন্য আত্মাকে ভোগ করে ব'ল্‌লে ত' আত্মা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। শরীর ত' জড়—ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে কে ?

শি। ব্রহ্মে ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য এই ত্রিপুটী থাকতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম সদা একরস, অদ্বিতীয়।

স্বা। তবে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে কে? যদি বলিস্ আত্মাই আত্মার আনন্দ ভোগ করে, তা' হ'তে পারে না ;

কারণ দ্বৈত না হ'লে ভোগ কি ক'রে হবে ? কেউ ত' ভোগ ক'রবে, সে কে বা কি ?

এই প্রশ্নের পর শিষ্য চুপ করিয়া রহিলেন, পরে স্বামিজী মহারাজ বলিলেন :—

স্বা। সে জিনিষটী বৃত্তি। বৃত্তি দ্বারাই ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়।

শি। বৃত্তি অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার) ধর্ম্ম। এখন যদি বলেন, "বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ হচ্ছে" তবে—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥" (১)

এই বাক্যটি মিথ্যা হয়।

[ব্রহ্মাকার বৃত্তি হইলে—ঐ বৃত্তির জনক অন্তঃকরণাদি থাকে না]

স্বা। না, তা' হবে কেন ? বৃত্তিটা মন হ'তেই উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ব্রহ্মাকার বৃত্তি হ'লে মনাদি অন্তঃকরণ থাকে না, সেগুলির তখন লয় হ'য়ে যায়।

যদিও বৃত্তির জনক অন্তঃকরণ, তবু ঐ বৃত্তির উৎপত্তি হ'লে অন্তঃকরণ আর থাকে না, অন্তঃকরণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—যেমন বারুদ হ'তে অগ্নি উৎপন্ন হ'য়ে আবার অগ্নিই বারুদকে ভস্ম করে, সেইরূপ।

(১) কেনোপনিষৎ ; প্রঃ অঃ ৫ শ্লোঃ।

[ব্রহ্মাকার বৃত্তি কিরূপ ?]

মনের দ্বারা কখনও ব্রহ্মোপলব্ধি হ'তে পারে না। মন থেকে উৎপন্ন বৃত্তিদ্বারাই তাহার উপলব্ধি হয়, তখন মন টন থাকে না। তুই এখানে ব'সে আছিস্; আর তোর মন কলিকাতার কোন লোকের চিন্তায় মগ্ন আছে; এখানে বাস্তবিক পক্ষে মন কলিকাতায় যায় নি, মনের বৃত্তিই কলিকাতায় গিয়েছে,—কত পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী অতিক্রম ক'রে গিয়েছে। ঐ সব পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী ঐ বৃত্তির সাধকও নয় বা বাধকও নয়; ঐ বৃত্তি চৈতন্যের আশ্রয়ে চ'লে থাকে, চৈতন্য তা'র আধার। এইরূপে বৃত্তিই ব্রহ্মানন্দ ভোগ ক'রে থাকে।

[জীবন্মুক্তের শরীরপাত পর্য্যন্ত ব্রহ্মাকার বৃত্তি থাকে]

শি। তাহ'লে মুক্ত পুরুষেরও দ্বৈতভাব থাকে, একবৃত্তি ও এক ব্রহ্মানন্দ।

স্বা। হাঁ, মুক্ত পুরুষের যে পর্য্যন্ত শরীর বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তিও থাকে। ঐ বৃত্তিদ্বারাই ব্রহ্মানন্দ ভোগ ক'রে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ জীবন যাপন ক'রে থাকেন। কিন্তু শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বৃত্তিরও নাশ হয়। তখন ঠিক ঠিক অদ্বৈত হওয়া যায়—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" সে অবস্থায় ঐ বৃত্তিও আর থাকে না।

[মোহকে বৈরাগ্য দ্বারা, ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা, ও লোভকে সন্তোষ দ্বারা জয় করিবে।]

কিছুক্ষণ পরে ক্রোধ প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন।

স্বা। (শিষ্যের প্রতি) কা'রও উপর ক্রোধ করিস্ নি। যদি কারও কটূক্তিতে হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হয়, তখন মনে করবি "শব্দ আকাশের গুণ"—সুতরাং মিথ্যা মিথ্যাবস্তু দ্বারা আমার হৃদয়ের শান্তিভঙ্গ হ'তে দিব কেন?" এই রকম বিচার ক'রে মনকে শান্ত রাখতে হয়। আর কারও ব্যবহারে ক্রোধের উদ্রেক হ'লে মনে করবি—শরীর ত পঞ্চভূতের, সুতরাং মিথ্যা; সেই মিথ্যা শরীরের ব্যবহারে ক্রোধ করবার অবসর কোথায়? সর্ব্বোপরি ক্ষমার আশ্রয় গ্রহণ করবি। শত্রু মিত্র সকলকেই ক্ষমা ক'রে যাবি; তাহ'লেই শান্তি মিলবে। কাম ও মোহকে বৈরাগ্য দ্বারা, ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা, ও লোভকে সন্তোষ দ্বারা জয় করবি। ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ক'রলে কাজ চলে না; তাই লোকের শাসনের জন্য একটু ক্রোধ রাখতে হয়।

[গুণভেদে ক্রোধ তিন প্রকার]

সত্ত্বগুণের ক্রোধ রাখবি, রজঃ ও তমোগুণের ক্রোধ বিষবৎ পরিত্যাগ করবি। সত্ত্বগুণের ক্রোধ যেমন,—জলের উপর রেখা টানা—জলের উপর রেখা টানা মাত্রই জলের সঙ্গে মিশে যায়; সেইরূপ সত্ত্বগুণের ক্রোধ যার উপর হয়, তাকে সামান্য একটু তিরস্কার ক'রলেই ক্রোধ চ'লে যায়। রজোগুণের ক্রোধ যেমন,—বালির চরের উপর বালির ঢেলা রাখা; বালির ঢেলা বাতাস এলে বালির চরের

সঙ্গে মিশে যায়; কিন্তু আপনা আপনি বালির সঙ্গে মিশে যায় না। সেইরূপ রজোগুণের ক্রোধ কারও উপর হ'লে, তাকে অনেকক্ষণ তিরস্কার করলে বা অন্য কেউ এসে যিনি ক্রোধ ক'রেছেন, তাঁকে যদি বুঝিয়ে বলে যে, 'লোকটির বিশেষ দোষ নাই, ওকে ক্ষমা করুন,' তবে যায়। আর তমোগুণের ক্রোধ যেমন, জলের সঙ্গে তেলের এক সঙ্গে হওয়ায় দুইটির কস্মিন্ কালেও মিল হয় না। সেইরূপ তমোগুণের ক্রোধ যার উপর হয়, সে ব্যক্তি যিনি ক্রোধ ক'রেছেন তার কাছে ক্ষমা চাইলেও তার ক্রোধ যায় না, আজীবন থেকে যায়। তমোগুণী যার উপর ক্রুদ্ধ হয়,তাকে প্রকাশ্যে বিশেষ তিরস্কার করে না, কিন্তু তা'র দোষ মনে মনে রেখে দেয়, সেই জন্য তা'র ক্রোধ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অতএব বৎস! রজঃ ও তমোগুণের ক্রোধ না ক'রে, প্রয়োজন হ'লে সত্ত্বগুণের ক্রোধকে আশ্রয় ক'রো।

[যিনি দেহাভিমানশূন্য রিপুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।]

শি। বাবা! রিপুগণকে জয় করা বড়ই মুস্কিল।

স্বা। যে ব্যক্তির কাছে স্ত্রী, জমি ও টাকা আছে, তা'র কাছেই কালেক্টর এসে খাজনা চায়, কিন্তু যার কাছে সে সকলের একটিও নেই, তার কাছে কালেক্টর খাজনা চায় কি?

শি। না।

স্বা। তদ্বৎ হে পুত্র! যা'র দেহাধ্যাস আছে, যে দেহকেই আত্মা ব'লে মনে করে, তা'র মনে কামাদি রিপুগণ

আসবেই ; আর যার দেহে আত্মবুদ্ধি নেই, যিনি আপনাকে দেহাতীত ব'লে জেনেছেন, তাঁর কাছে রিপুগণ আসতেই পারে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে দেহাধ্যাস ছাড়তে চেষ্টা কর।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"—গীতা

হরিদ্বার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সাল। রাত্রি ৭টা।

আরতি প্রভৃতি পাঠান্তে শিষ্য প্রভৃতি স্বামিজীর নিকট বসিয়া আছে।

শিষ্য। (স্বামিজীকে) বাবা!

গ'হে ছছুন্দর অহি মরে তজে ছগনকী হান।
জল পায়ে সুখ হোত হৈ, নর সতসঙ্গ প্রমাণ॥
বিচারমালা। শিষ্য আশঙ্কা।।২৭॥

—এই শ্লোকটির অর্থ কি?

স্বামিজী। সাপ ইঁদুর মনে ক'রে ছুঁচোকে ধরে—এখন যদি ছুঁচোটাকে খেয়ে ফেলে, তাহ'লে চোখ মুখ ফেটে সাপটার মৃত্যু অনিবার্য্য, আর যদি ছেড়ে দেয়, তাহ'লেও সাপের চোখ দুটি নষ্ট হ'য়ে যায়। এই উভয় সঙ্কটে কি ক'রলে সাপটা রক্ষা পেতে পারে? তাই ব'লছে—"জল পায়ে সুখ হোত হৈ" অর্থাৎ সাপটা যদি কোনও রকমে

জলে প্রবেশ ক'রতে পারে, তবেই সুখ হয়, অর্থাৎ সে ঐ উভয় সঙ্কট হ'তে রক্ষা পেতে পারে।

শিষ্য। এর অর্থ কি?—ছুঁচোকে গিললে সাপের মৃত্যু হ'বে কেন, আর ছাড়লেই বা তার চোখ যাবে কেন? তারপর জলের মধ্যে প্রবেশ ক'রলেই বা সে বিপদ থেকে রক্ষা পায় কি ক'রে?

স্বামিজী। ছুঁচোর মাংস ভারি গরম ও দুর্গন্ধ, ছুঁচো খেলে গরমের জন্যে সাপের মুখ চোখ ফেটে মৃত্যু হয়, আর ছাড়লেও সেই কারণে চক্ষু দুটী নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু ছুঁচোটাকে মুখে ক'রে সাপ যদি খুব ঠাণ্ডা জলে গিয়ে প্রবেশ করে, তাহ'লে জলের ঠাণ্ডাতে ছুঁচোর শরীরের গরমটা কেটে যায় আর সাপ ও ছুঁচো উভয়েই অত্যন্ত শীতল হ'য়ে যায়, তখন ছুঁচোকে ছেড়ে দিলে সাপের কোন প্রকার হানি হয় না; সে শরীরে জোর পায়। সেইরূপ জীব বিষয় গ্রহণ ক'রেও দুঃখ ভোগ করে,আবার ত্যাগ ক'রলেও শান্তি পায় না। বিষয়াসক্ত জীবের এই উভয় সঙ্কট থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গের গুণে জীবের অহংকার, অভিমান ধীরে ধীরে নষ্ট হ'য়ে যায়; সুতরাং বিষয়ের সহিত সংযোগে বা বিয়োগে দুঃখ পায় না, এবং ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ ক'রে চিরশান্তি পায়। অতএব সর্ব্বদা সৎসঙ্গে দিন যাপন করা উচিত।

[জপ কিরূপে করিতে হয়? জপের মাহাত্ম্য]

কিছুক্ষণ পরে জপপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন।

স্বামিজী। মন ভগবান্ বা আত্মায় নিবদ্ধ ক'রে জপ ক'র্‌তে পারলে প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয়।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, তা ঠিক বটে। মন ভগবানে বা আত্মায় নিবদ্ধ না ক'রে জপ ক'রলে কোন লাভ হয় না।

স্বামিজী। দূর বেটা! তুই যে একেবারে নাস্তিক হ'য়ে যাচ্ছিস্। এ রকম সিদ্ধান্তে আশা তোর উচিত হয়নি। খালি জপ ক'রলে যদি কোন লাভ না হবে, তবে গীতায় "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" একথা বলার মানে কি? জপ করবার সময় মন কখনও আত্মাভিমুখী হয়, কখনও বা বহির্বিষয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়, তাতে কোন ক্ষতি নাই; জপ ক'রতে ক'রতে শেষে মন আপনিই ভগবান্ বা আত্মায় লয় হ'য়ে যায়। জপ যত বেশী করা যায়, ততই ভাল। জপ ক'রতে ক'রতেই শেষে তৈলধারাবৎ মন ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকে।

[কৃতঘ্নতা দোষ নিবারণের জন্য ও লোকসংগ্রহের জন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও জপাদি করিয়া থাকেন।]

শিষ্য। সে অবস্থালাভ ক'রতে পারলে ত আর জপের দরকার হয় না।

স্বামিজী। হাঁ, প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু কৃতঘ্নতা দোষ দূর করবার জন্যে আর লোকসংগ্রহার্থে তখনও জপ করা উচিত। ধূলির গল্প মনে আছে ত?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, আছে। (১)

(১) গল্পটি এই :—এক ব্যক্তি অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া দৈববশে ঐশ্বর্য্যলাভ হইবে, এই বিশ্বাসে প্রত্যহ পথের ধূলা ইতস্ততঃ সঞ্চালন

স্বা। সেইরূপ কৃতঘ্নতাদোষ দূর ক'রবার জন্য, বৃত্তি সর্ব্বদা ব্রহ্মাকার হ'লেও জপ করা উচিত। জপের বলে অসম্ভবও

[জপের বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।]

সম্ভব হয়।—এখানে একটি কুলি ছিল। লোকটি মোটা-বুদ্ধি, কিন্তু সরলচিত্ত ছিল। একদিন কল্যাণপুরীজী আমাকে ব'ললেন, "স্বামিজী! এর একটু কল্যাণ করুন, একে

করিয়া তন্মধ্যে মণিরত্ন প্রভৃতি কিছু মূল্যবান্ পদার্থ আছে কি না আগ্রহের সহিত অন্বেষণ করিত। একদিন এক দয়ালু ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির এই অদ্ভুত অধ্যবসায় ও আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য করিয়া করুণাপরবশ হইয়া তাহার জন্য গোপনে ধূলির মধ্যে বস্তুতঃই একটি মণি নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। পরদিবস যথারীতি ধূলি পরীক্ষা করিতে করিতে ঐ ব্যক্তির সেই মণিটি নয়নগোচর হইল এবং উহা দৈববশে লব্ধ হইয়াছে মনে করিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। মণিটি মহামূল্যবান্ ছিল; সুতরাং তদ্দ্বারা তাহার দারিদ্র্যদুঃখ অপনোদিত হইল বটে, কিন্তু তথাপি সে প্রত্যহ ধূলি সঙ্কালন কার্য্য করিতে বিরত হইল না। ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত কৌতূহলপরবশ হইয়া সে ব্যক্তি তৎপ্রদত্ত মণি পাইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ দরিদ্র ব্যক্তি মণিপ্রাপ্তি স্বীকার করিলে ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাকে পুনরায় ধূলি পরীক্ষা করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে সে বলিল, "মহাশয়! ধূলি পরীক্ষা-কার্য্যের ফলে আমি এই মণি লাভ করিয়া নিদারুণ দারিদ্র্যদুঃখের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছি। এক্ষণে যদি আমি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আমি কৃতঘ্ন বলিয়া পরিগণিত হইব। আমার দৈনিক কর্ত্তব্য পরিত্যাগ না করার ইহাই একমাত্র কারণ।"

মন্ত্র দিন"। আমি ব'ললাম, "এর মোটা বুদ্ধি একে মন্ত্র দিয়ে কি লাভ? আচ্ছা, আপনি যখন ব'লছেন, তখন এর একটু উপকার ক'রব।" তারপর ঐ লোকটিকে ডেকে আমি "পঞ্চাক্ষর" মন্ত্র দিলাম ও গলায় কণ্ঠী বেঁধে দিলাম। আর ব'ললাম—"দেখ, আজ হ'তে তুমি সাধু হ'য়েছ, আমার শিষ্য হ'য়েছ, এখন আর তুমি কুলি নও। এখন কাজ ছেড়ে দিয়ে কোন শিবমন্দিরে ব'সে যত পার জপ কর"। লোকটি ছিল ভোলাভালা ও সরল, সে ত' আমার কথা শুনে এক শিবমন্দিরে গিয়ে অহর্নিশি জপ ক'রতে লাগল। লোকে স্ব-ইচ্ছায় যা' খেতে দিত তাই খেত। দুই বৎসর এই ভাবে জপ ক'রতে ক'রতে লোকটির ইষ্ট দর্শন হ'ল। শিবজী তা'কে দর্শন দিলেন। তারপরও সে ঐ মন্দির পরিত্যাগ ক'রলে না। ইতিমধ্যে গ্রামের কয়েকটী যুবতী তাঁকে নির্জ্জনে পেয়ে নানাপ্রকার অন্যায় আচরণ ক'রতে লাগল। লোকটী তাদের ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে শিবজীকে ব'ললে—"হে শিবজী, দেখুন এরা আমাকে বৃথা কষ্ট দিচ্ছে।" দেখ্‌তে দেখ্‌তে এর ২।৪ দিনের মধ্যেই যুবতী কয়টী কলেরা রোগে মারা গেল। তখন গ্রামের সকলে ঐ সাধুটিকে সাক্ষাৎ কালসর্প মনে ক'রে ভয় ও সেবা করতে লাগল। যে যে কামনা ক'রে তার সেবা ক'রত, শিবজী তার সে কামনা পূর্ণ ক'রতে লাগলেন। দেখ্, সাধু নিজে কাউকে বর বা শাপ সহজে দেন না, তাঁর আরাধ্য দেবতাই ভক্তের মান রক্ষা করবার

জন্মে তাঁর সেবকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এবং অনিষ্টকারীরও সর্ব্বনাশ করেন। অতএব জপকে তুচ্ছ ব'লে অবহেলা করিস্‌নে। জপের মত উৎকৃষ্ট সাধন আর নাই। *

এই প্রকার অন্যান্য কথার পর সকলে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

(কঠঃ উ ৩।১২)

হরিদ্বার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩। রাত্রি ৭টা।

[ব্রহ্ম অতিশয় সূক্ষ্মবুদ্ধির গম্য—স্থূলবুদ্ধি-গম্য নহেন।]

স্বামিজীর নিকট শিষ্য প্রভৃতি উপবিষ্ট আছেন।

স্বা। (শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া) গরুর জন্য ঔষধ এনেছ কি ?

শি। আজ্ঞে, হাঁ, এনেছি, ৫।৷০ টাকা দাম নিয়েছে।

স্বা। তা এতই খরচ হচ্ছে, গরুর ঔষধের জন্যও না হয় কিছু টাকা গেল। গো-সেবা একান্ত কর্ত্তব্য। ডাক্তার গরুকে কি খেতে দিতে ব'লেছে ?

শি। খাবার কথা আবার কি ব'লবে, এত আর মানুষ নয়!

---

* জপাৎ সিদ্ধিঃ।

স্বা। না বেটা, তা' ব'লে থাকে। দেখ্ আকবর বাদসাহের রাজত্বের সময় একজন বড় হিন্দু কবিরাজ ছিলেন। মুসলমান হাকিমেরা বাদসাহের সভায় একদিন নিজেদের স্পর্দ্ধা দেখাবার জন্য তাঁকে ব'ললেন, "ওহে কবিরাজ মহাশয়, তুমি আর চিকিৎসা শাস্ত্রের কি জান ?" তারপর নিজেদের পারদর্শিতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার শ্লাঘা ক'রতে লাগল। বাদসাহ খুব বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি ব'ললেন,—"আচ্ছা, তোমাদের পরস্পর ঝগড়া ক'রে কাজ নেই ; আমি একজন রোগী দেখাব, তার ব্যারামটা কি, আর কি ঔষধ ও পথ্য দেওয়া দরকার, তা যে ঠিক ঠিক ব'লতে পারবে, তাকেই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ব'লে মানতে হ'বে। আমার বেগম পীড়িতা, তাঁর হাতে একটা সূতো বেঁধে পর্দ্দার ভিতর দিয়ে সেই সূতোটি তোমাদের হাতে এনে দেব ; দেখি, সেই সূতো পরীক্ষা করে যে রোগীর ব্যারাম ও ঔষধ ঠিক করে ব'লতে পারবে, তাকেই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বৈদ্য বলা যাবে।" এই ব'লে বাদসাহ গোপনে নীচের তলায় একটা মহিষের শৃঙ্গে একটা সূতো বেঁধে চারতলার ঘরে হাকিমদের হাতে সূতোটি দিয়ে রোগ নির্ণয় ক'রতে ব'ললেন ; কিন্তু হাকিমরা সূতা হাতে নিয়ে রোগ ঠিক ক'রতে পারলেন না। তারপর সেই কবিরাজ মশায়ের হাতে সূতা দেওয়া হ'ল। তিনি অনেক পরীক্ষা ক'রে ব'ললেন,—"জাহাপনা! এর পথ্য ৫ সের বনোলা, ৫ সের খইল ও ৫ সের চানা (বুট)।" হাকিমরা আর

বাদসাহের সভার অন্যান্য লোকেরা ত' শুনে হেসেই খুন; বেগমের জন্য পথ্যের ব্যবস্থা হ'ল খইল, বনোলা ও চানা—তাও আবার রোজ ১৫ সের ক'রে! কিন্তু বাদসাহ কবিরাজকে ধন্য ধন্য ক'রতে লাগলেন; আর তারপর ব্যাপারটা কি প্রকাশ ক'রে ব'ললেন। বাদসার কথা শুনে সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। আর কবিরাজ মশায়কে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগল এবং মুক্তকণ্ঠে তাঁকে সকলে বৈদ্য-শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার ক'রল। সেইরূপ হে পুত্র! যাঁদের অতিশয় সূক্ষ্ম-বুদ্ধি আছে, তাঁরা বিবেকবলে পঞ্চকোষের (১) পরে আছেন যে ব্রহ্ম, তাঁকে জ্ঞাত হ'য়ে থাকেন; কিন্তু স্থূলবুদ্ধি অজ্ঞানী লোকেরা ব্রহ্মকে কখনও জানতে পারে না।

তৎপরে অন্যান্য কথার পর স্বামিজী মহারাজ প্রশ্ন করিলেন—

[বিভিন্ন পন্থার সাধককে নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ত্বে উপনীত করিবার কৌশল—তাঁহাদিগের উপাস্য ও অভিমত মার্গে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া ধীরে ধীরে যুক্তির সাহায্যে উপদেশ করা।]

স্বা। আচ্ছা, তোরা ত' বেদান্তবাদী, কিন্তু বলত' যারা তোদের মত মানে না, তাদের কি ক'রে নিজেদের মতে আনবি? তাদের কাছে যদি বলিস্,—"তোমাদের মত বা

(১) অন্নময় কোষ স্থূলদেহ। প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষত্রয়ে সূক্ষ্মদেহ। আনন্দময় কোষ কারণশরীর।

ইষ্ট মিথ্যা, আমাদের মত বা ইষ্ট সত্য"। তাহ'লে তারা ত' তোদের কথা শুন্‌বে না। ধর আর্য্যসমাজীরা, তাদের কি ক'রে বুঝুবি ? তারা ত' শ্রাদ্ধ প্রভৃতি প্রেতকার্য্য মানে না ; কিন্তু আকার সাকার নিরাকার মানে। জানিস্, তাদের সাকার কি ?

শি। বোধ হয় অগ্নি, কারণ অগ্নিতে তারা হোম ক'রে থাকে ।

স্বা। না বেটা ! তাদের সাকার—ঈশ্বর, নিরাকার-ব্রহ্ম।

শি। আচ্ছা! তারা তবে ঈশ্বর ও ব্রহ্ম মানে, তবে আমাদের সঙ্গে ত' মিল আছে।

স্বা। নারে না ! আগে শোন, তারপর বলিস্। তারা ঈশ্বর, ব্রহ্ম মানে বটে ; কিন্তু বলে যে জীব চিরকালই ঈশ্বরের দাস থাকবে, জীব কখনও ঈশ্বর হ'তে পারে না, আর ঈশ্বরও কখনও ব্রহ্ম হ'তে পারে না।—যেমন ধানগাছ কখনও তুষ হ'তে পারে না এবং তুষ কখনও চাল হ'তে পারে না। এখানে ধানগাছ হ'ল জীব, তুষ ঈশ্বর আর চাল ব্রহ্ম।

শি। আচ্ছা, তাদের মুক্তি কি রকম ?

স্বা। তারা বলে যে, সাধনায় সিদ্ধ হ'লে সিদ্ধপুরুষ ভগবানের কাছে কাছে লক্ষ বছর বাস ক'রে ফের জন্মগ্রহণ করে। এই রকম বলার উদ্দেশ্য এই যে, পুনর্জন্ম স্বীকার না ক'রলে ধীরে ধীরে সকল জীবই যখন মুক্ত হ'য়ে যাবে, তখন সৃষ্টির লোপ হবে। 'কিন্তু তা হতে পারে না ; কারণ সৃষ্টি অনাদিকাল থেকে চ'লে আসছে, আর অনন্তকাল পর্য্যন্ত চ'লবে।

আমি দয়ানন্দ স্বামিজীকে (আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী) ব'লতাম,—দেখুন, আমরা দুজনেই সরকারী চাকুরী ক'রেছি, তার মধ্যে আমি পেন্‌সন্ নিয়ে এসেছি, আমার আর কোন চিন্তা নেই ; কিন্তু আপনি ছুটি নিয়ে এসেছেন মাত্র, এখন ধরুন, যুদ্ধ বেধেছে—আপনার এখনও চাকুরীর ভয় আছে, কাজেই ছুটীর সময় কেটে গেলেই আপনাকে ফের যুদ্ধে যেতে তলব হবে ।

শি। তাদের শঙ্কা ত' ঠিক। যদি মুক্ত পুরুষের পুনরায় আসতে না হয়, তাহ'লে ক্রমে ক্রমে সকলেই যখন মুক্ত হ'য়ে যাবে, তখন সৃষ্টি কি ক'রে থাকবে ?

স্বা। মুক্ত পুরুষের পুনরায় আসতে হয় না—তা' তোকে কে ব'ললে ?

শি। কেন, গীতায় আছে,—"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

স্বা। তাহ'লে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে কি ব'লবি, তিনি কেন শরীর ধারণ ক'রলেন ? (১)

(১) এখানে তিনি বলিলেন যে, মুক্তপুরুষও ইচ্ছা করিলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন এবং জগতের কল্যাণের জন্য তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।—"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"—এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে, মুক্ত পুরুষ জন্ম-মৃত্যুর অধীন নহেন, পরন্তু ঈশ্বর যে প্রকার স্বেচ্ছায় লোকহিতার্থ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, মুক্ত পুরুষও সেই প্রকার জন্মগ্রহণ করেন। স্বামিজীর মতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তদ্রূপ স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শি। তিনি পূর্ব্বে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন না, এই শরীরেই সিদ্ধ হ'য়েছেন।

স্বা। আচ্ছা! শ্রীকৃষ্ণ কেন জন্ম নিলেন? তিনি কি মুক্ত পুরুষ ছিলেন না?

শি। বাঃ, তিনি ত' সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্" ॥ গীতা ৪।৭

অর্থাৎ যে যে সময় প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও মোক্ষের সাধন বর্ণ ও আশ্রমরূপ ধর্ম্মের গ্লানি (হানি) হয়, হে ভারত, এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান (উদ্ভব) হয়, তখনই আমি মায়াবশে আত্মদেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকি।—সেই জন্যই তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন।

স্বা। আচ্ছা, এখন আবার তুইত ঈশ্বরকে পৃথক মনে ক'রে সৃষ্টির কর্ত্তা ব'লে মেনে নিয়েছিস্! আচ্ছা বলত', ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি ক'রেছেন, ঈশ্বর ও মায়ার উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ কি?

শি। ব্রহ্মই সকলের কারণ।

স্বা। তাহ'লে ব্রহ্মই ঈশ্বরকে নির্ম্মাণ ক'রেছেন?

শি। না, তা' কেন? তাহ'লে ত ব্রহ্ম কর্ত্তা হ'য়ে যায়।

স্বা। তবে তুই এর সমাধান কর।

শি। সমাধান ত শ্রুতি ক'রেছেন—"যথা পুরুষাৎ স্বতঃ কেশলোমানি তথা অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।" (১) অর্থাৎ

---

(১) মুণ্ডকোপনিষদ্।

যেমন পুরুষের শরীরে কেশ ও লোম আপনা হ'তেই জন্মায়, তার জন্যে শরীরকে সেই সকল কেশ ও লোমাদির কর্ত্তা বলা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্ম হ'তে ঈশ্বর, মায়া এবং সমস্ত পদার্থের সহিত এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হ'য়ে থাকে, কিন্তু সেজন্য ব্রহ্মকে কর্ত্তা বলা যায় না।

স্বা। তোর শ্রুতি ত' আর সাহেব লোক মানবে না, তাদের কি ক'রে বুঝাবি ?

শি। কেন, শরীর হ'তে কেশ-লোমের উৎপত্তি হয়, এ কথা তারাও স্বীকার ক'রতে বাধ্য।

স্বা। দেখ্, কোন লোককে নিজের মতে আনতে হ'লে আগে সে যার উপাসক ও সে যে মতাবলম্বী সেই উপাস্য ও মতে শ্রদ্ধা দেখিয়ে ধীরে ধীরে তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে তার নিজের উপাস্যকে তোর নিজের উপাস্যের পাশে দাঁড় ক'রিয়ে দেখাতে হয় যে, বস্তুতঃ দুজনেই এক; তখন তোর কথায় তার শ্রদ্ধা হবে; আর যদি তা' না ক'রে আগে থেকেই তার মত ও উপাস্য মিথ্যা ও তোর মত ও উপাস্যই সত্য, এই রকম বুঝাতে চেষ্টা করিস্, তাহ'লে তোর কথায় তার শ্রদ্ধা আসবে না।

আচ্ছা, মত ত' অনেক রকমের আছে,—এই দেখ্ না গৌতম, পতঞ্জলি প্রভৃতি নানা ঋষির নানা মত—তারপর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি কত মত। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই, এখন এই সব মতের শেষ পরিণাম কোথায় ?

এই কথা বলিয়া স্বামিজী শিষ্যের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন,—এর শেষ পরিণাম হচ্ছে—(১) অধ্যারোপ ছেড়ে দিয়ে সকলের অপবাদ ক'রে একমাত্র শিবস্বরূপে স্থিত হওয়া। বিভিন্নপথ শিষ্যদের (অজ্ঞানীদের) জন্য। যে যে রকমের অধিকারী, তা'কে সেই রকমের উপদেশ দিতে হয়। নিরেট মূর্খ চাষাকে যদি কাগজ কলম ও কালির সাহায্যে উপদেশ দাও তবে সে বুঝবে না, তা'কে লাঙ্গল, জমি এই সকলের দৃষ্টান্ত দিয়ে উপদেশ দিতে হয়, তবেই উপদেশ তার হৃদয়ঙ্গম হবে। সেইরূপ লোহারকে (কর্ম্মকারকে) হাতুড়ি অগ্নি প্রভৃতির দৃষ্টান্তে উপদেশ দিতে হয়। এইরূপ বিভিন্ন রকমের অধিকারীকে বিভিন্ন রকমের উপদেশ দেওয়া দরকার; আর সেইজন্যই বিভিন্ন মতের সৃষ্টি। বস্তুতঃ এ সকলের অপবাদ ক'রে যখন নিজস্বরূপে স্থিত হওয়া যায়, তখন—

> ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ,
> পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
> ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ,
> চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥

অর্থাৎ ভেদাভেদ কিছুই থাকে না। (২)

---

(১) ত্রয়ীসাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং,
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব॥ মহিম্নস্তোত্র।৭॥

(২) শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত "নির্ব্বাণাষ্টকম্" (আত্মষট্‌কম্)॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বার, ১লা পৌষ, ১৩৩৩। রাত্রি ৭।।৹টা।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
গীঃ ২।৬২॥

[সঙ্গদোষই মোহাদির কারণ]

জনৈক ভক্ত স্বামিজীকে প্রশ্ন করিলেন—

বাবা! লোকের ছেলে হ'লেই তা'র উপর মায়া আসে কি ক'রে? জন্মাবার আগে ত' মায়া ছিল না।

স্বামিজী। তুমি তোমার জীবনের বিষয় আলোচনা ক'রলেই বুঝতে পারবে। দেখ, তোমার যখন ৪।৫ মাস বয়স ছিল, তখন তুমি খুব হাসতে খেলতে, তখন তোমার কারও উপর স্নেহ-মমতা ছিল না; কিন্তু বাপ-মা, ভাই-বোন প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থাক্‌তে থাক্‌তে তাদের আদর-যত্ন পেতে পেতে তা'দের আপনার ভাবতে লাগলে; কাজেই ক্রমশঃ তাদের মায়ায় ফ'সে (আবদ্ধ হয়ে) গেলে। আবার দেখ, তখন পর্য্যন্তও তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার মায়া-মমতা কিছুই ছিল না; কারণ তখন বিবাহ হয় নি। যে তোমার স্ত্রী হবে, সে অন্য পরিবারে মানুষ হচ্ছিল। কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রীর সঙ্গে থাক্‌তে থাক্‌তে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা হ'ল, এবং সেই ভালবাসায় মুগ্ধ হলে। সেইরূপ পুত্রের উপর মমতাও

তার সঙ্গে থাক্‌তে থাক্‌তে, তাকে আদর-যত্ন কর্‌তে কর্‌তে জন্মাল। আগে থেকেই যে হ'ল একথা বলা যায় না। বৎস! সঙ্গ-দোষই মায়ার কারণ।

ভক্ত। হাঁ, বাবা। আমি এবার ঠিক বুঝেছি।

[সংসারে কোথাও সুখ নাই, দেবতারাও সংসারী হইয়া সঙ্গদোষে দুঃখভাগী হন।]

স্বা। এক যুবক সাধু গুরুকে দুঃখ ক'রে বল্‌লে,—"গুরুদেব, সাধু হ'য়ে ত কোন লাভ নেই, দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে খেতে হয়; এর চেয়ে গৃহস্থই সুখী, অতি দরিদ্র যে গৃহস্থ সেও আমার চেয়ে সুখী।" গুরুজী বললেন, "না বেটা! গৃহস্থরা তোর চেয়েও দুঃখী। ঐ যে গৃহস্থ দেখ্‌ছ, ধনবান্ শেঠ (জমিদার) ব'সে আছে, সেও তোর চেয়ে দুঃখী।" শিষ্য বল্‌লে,—"তা' কি ক'রে হয়? শেঠের গাড়ী-ঘোড়া, দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও সে আমার চেয়ে দুঃখী হ'ল কি ক'রে?" গুরুজী বললেন, "আচ্ছা, তুই ঐ শেঠের ঘরে আজ ভিক্ষা ক'রে আয়। ভিক্ষা হ'য়ে গেলে তাকে জিজ্ঞাসা করবি- সে সুখী না দুঃখী।" গুরুর কথামত শিষ্য শেঠের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ ক'রলে এবং তারপর গুরুর আজ্ঞানুসারে শেঠকে জিজ্ঞাসা ক'রলে,—"আচ্ছা, শেঠজী! আপনি সুখী না দুঃখী?" শেঠ বললে,—"মহারাজ, আমার মত দুঃখী এজগতে আর নেই; দেখুন, আমার ঘরে যুবতী বিধবা কন্যা ও যুবতী বিধবা পুত্রবধূ; তাদের মলিন মুখ অহরহ যতই আমার চোখে

পড়ে, ততই আমার হৃদয়ে যে কি নিদারুণ শোকাগ্নি হুহু ক'রে জ্বলে, তা' আপনাকে আর কি ব'লব।" শিষ্য তখন বুঝতে পারলে যে বিষয়বৈভব সত্ত্বেও গৃহস্থেরা সাধুদিগের চেয়ে বাস্তবিক কত দুঃখ ভোগ করে।

অন্যের কথা কি, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্য্যন্ত দেবতাদেরও গৃহস্থ হ'য়ে কত দুঃখ ভোগ ক'রতে হয়। বিষ্ণু মহেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এক সময়ে কৈলাসে গিয়েছিলেন। মহেশ্বর বিষ্ণুর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তার উত্তরে বিষ্ণু ব'ললেন,—"দেবাদিদেব! আমার আবার কুশল কোথায়, আমার ত' চিরকালই দুঃখ। শিব ব'ললেন,—"সেকি কথা দেব? আপনি এই ত্রিজগতের পালনকর্ত্তা, আপনাকে চিরকাল দুঃখভোগ করতে হয়, এ কি রকম কথা?" বিষ্ণু ব'ললেন, "দেখুন আপনি আমার শয়নস্থান বিহিত ক'রেছেন সাগরবক্ষে কাল-সাপের উপরে; একে পাশ ফিরলেই সমুদ্রে পড়্বার ভয়, আবার বাসুকী মাথায় সহস্রফণা বিস্তার ক'রে যখন ফোঁস্ ফোঁস্ করেন, তখন তাঁর মুখের ফেনায় আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যায়। এই ত' গেল থাকার কষ্ট; তারপর আমার গৃহিণী যিনি, তিনি সদাই চঞ্চলা, এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকতে পারেন না। তারপর দেখুন, আমার একটি মাত্র পুত্র, তা' তা'কেও আপনি ভস্ম ক'রেছেন। কাজেই আমার সুখ কোথায়?" বিষ্ণুর এইসকল কথা শুনে' কোনও উত্তর না করতে পেরে মহাদেব চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বিষ্ণু মহাদেবের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় মহেশ্বর ব'ল্লেন,—"সখে!

আমার অবস্থাও তোমার মতন।” বিষ্ণু বল্‌লেন,—“সে কি! আপনি জগতের প্রলয়কর্ত্তা যোগিরাজ, আপনার আবার দুঃখ?” মহেশ্বর বল্‌লেন,—“বল’ব আর কি, দুটি যে পুত্র আছেন, তাঁদের ত’ ঝগড়া লেগেই আছে। কার্ত্তিক বলে—গণপতির ইঁদুর তা’র ময়ূরের খাবার চুরি ক’রে খায়। আবার গণেশ বলে, কার্ত্তিকের ময়ূর তা’র ইঁদুরকে খালি ঠোকরায়। এই নিয়ে ভাই ভাই ঝগড়ার আর বিরাম নাই, কাজেই আমার চিরশান্তি কোথায়?”

বস্তুতঃ সংসারের কেহই সুখী নয়। কীটপতঙ্গ থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই সঙ্গদোষে মোহাক্রান্ত হ’য়েছেন।

রাজা ভর্ত্তৃহরি রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক’রে সন্ন্যাস নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক যুবতী তাঁর মনোহর রূপ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—“মহারাজ! আপনি এই নবীন বয়সে বাপ,মা,স্ত্রী,পুত্র পরিত্যাগ ক’রে কেন এ কঠিন প্রব্রজ্যা অবলম্বন ক’রেছেন?” তদুত্তরে রাজা ব’ললেন,—“মাতঃ! আমি বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র কাউকেও পরিত্যাগ করি নি। আমার মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নী সকলেই সঙ্গে সঙ্গে আছেন।, যদি বলেন—আমার পিতা, মাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে ত চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, তবে শুনুন,—

“ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী,
সত্যং সুনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।”

শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনম্‌,
হ্যেতে যস্য কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥"
বৈরাগ্যশতকম্‌ ৯৮ শ্লোক।

ধৈর্য্য যাহার পিতা, ক্ষমা যাহার জননী, শান্তি যাহার বনিতা, সত্য যাহার পুত্র, দয়া যাহার ভগিনী, মনঃসংযম যাহার ভ্রাতা, ভূতল যাহার শয্যা, দশদিক্‌ই যাহার বসন এবং জ্ঞানামৃত যাহার আহার—হে সখে! এতাদৃশ কুটুম্ব (সহায়) পরিবৃত সেই যোগিগণের আর কোন্‌ বিষয় হইতে ভয় হইতে পারে?

ভক্ত। হাতে টাকা নেই, বাড়ীতে অতিথি এসে ভিক্ষা চাচ্ছে, এ অবস্থায় অতিথিসৎকার করতে না পারলে কি পাপ হয়?

স্বা। না, সামর্থ্য থাক্‌তেও না দিলে পাপ হয় বটে, কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে অতিথি সৎকার না করলে পাপ হয় না। সাধ্যানুসারে না দেওয়াই পাপ। যার যতদূর সাধ্য সে তদনুসারে দানাদি করবে।

ভক্ত। ছেলেদের পড়ার সময় শাসন করা কি অন্যায়?

স্বা। না, শাসন না ক'রলে পড়াশুনা হয় না। দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া যেমন পাপ, আর সাধারণতঃ দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড না দেওয়াও তেমনি পাপ। চোর, দুর্ব্বৃত্ত, পাপী প্রভৃতি লোককে দণ্ড না দিলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়, সুতরাং সেটা পাপ। আবার সুশীল শান্ত ব্যক্তিকে অযথা কাজে বা কর্কশ কথায় বৃথা দুঃখ দিলে পাপ হয়।

[ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে হয়।]

ভক্ত। কা'রও উপর ক্রোধ হ'লে কি করা উচিত ?

স্বা। যার উপর ক্রোধ হ'য়েছে, তার কাছ থেকে চ'লে যাওয়া উচিত, আর মনে মনে বিচার করা উচিত যে, ক্রোধ চণ্ডাল, চণ্ডালের দাস হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মূল কথা ক্রোধের উদয় হ'লে সর্ব্বান্তঃকরণে ধৈর্য্য ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। (১)

চতুৰ্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে,
মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্যতত্ত্বাববোধং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥
(শুকাষ্টক)

---

(১) শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥গীতা ৫।২৩

অর্থাৎ এই লোকেই—(জীবিত অবস্থায়) যে ব্যক্তি মরণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ (যাহার নিমিত্ত অনন্ত) সহন করিতে সমর্থ হন, তিনিই যুক্ত (যোগী) এবং ইহলোকে তিনিই সুখী

হরিদ্বার, ৬ই পৌষ, ১৩৬৩ সাল। দিবা ১টা।

শিষ্য স্বামিজীর নিকট উপবিষ্ট।

[দান, গ্রহণ, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি অজ্ঞানীর পক্ষে—জ্ঞানীর নিকট সকলই ব্রহ্মময়।]

স্বা। (শিষ্যকে) তোদের ত' ভিক্ষা ক'রে খেতে হয় ও হবে; অন্যের দানগ্রহণ ক'রতে হয়। বলত' দান গ্রহণ ক'রলে পাপ হয়, না পুণ্য হয়?

শি। পাপ হয়।

স্বা। হাঁ, গ্রহীতার পাপ বৃদ্ধি হয়, আর দাতার পাপের লাঘব হয়। এ নিয়ম অজ্ঞানীর পক্ষে। জ্ঞানীর কিন্তু পাপও নাই পুণ্যও নাই; তার কাছে দাতা, গ্রহীতা সকলই শিব। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।"

শি। এ রকম জ্ঞান লাভ করা অতি দুষ্কর।

স্বা। বৃক্ষ পৃথিবী থেকে রস আকর্ষণ ক'রে পুনরায় ফলফুলাদিরূপে পৃথিবীকেই দেয়। সেইরূপ এই শরীরও পঞ্চভূত হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে, পুনরায় তা'তেই লয় পাবে। এইরূপ বিচার ক'রে সর্ব্বদা শরীর থেকে আপনাকে পৃথক্ মনে কর, এতেই জ্ঞানলাভ হ'বে।

[আত্মদর্শনের ফল—একবার নিজের ঘর দেখা হ'য়ে গেলে, আর অশান্তি প্রভৃতির ভয় থাকে না।]

শি। চিত্তে শান্তি সকল সময় থাকে না কেন?

স্বা। সাধনে পরিপক্ক না হ'লে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি লাভ হয় না। একবার নিজের ঘর দেখা হ'য়ে গেলে আর কোন

ভয় থাকে না। সময়ে সময়ে মন বিষয়ে ধাবমান হ'য়ে অশান্ত হ'লেও বিশেষ ক্ষতি নাই। সাধন ক'রতে ক'রতে শেষে মন তৈলধারাবৎ আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকবে। সে অবস্থায় চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপাদি তন্মাত্রার সংযোগ হ'লেও সাধকের মনে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হয় না। কেহ স্তুতি বা নিন্দা ক'রলেও মনে বিক্ষেপ হয় না। সাধন ক'রলে এই অবস্থা লাভ হয়। অতএব সাধন কর।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

গীতা ৯।২৭, ২৮

হরিদ্বার। ১০ই পৌষ ১৩২০। রাত্রি ৭টা

[মায়ার শক্তি অতি মহীয়সী—অসম্ভবকে সম্ভব করে]

স্বা। হাতী কখনও ঘাসের ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে কি? সমুদ্রকে কখনও ঘড়ার মধ্যে রাখা যায় কি?

শিষ্য। না।

স্বা। পারা যায়। এই দেখ্, সমুদ্রবৎ মহান্ আত্মাকে এই দেহরূপ ঘড়ার মধ্যে রাখা হ'য়েছে,—তুই এত বড় মহান্ সর্ব্বব্যাপক হ'য়েও আপনাকে সাড়ে তিনহাত লম্বা এই দেহের বেশী ভাব্‌তে পাচ্ছিস্ না। আর হাতীকেও ঘাসের ভিতর রাখা যায়—এই দেখ্‌না, এত বড় হাতীরূপী মহান্ আত্মা ঘাসরূপ ইন্দ্রিয়ের ভিতর লুকিয়ে রয়েছে। ইন্দ্রিয়ভোগে মত্ত হ'য়ে নিজের প্রকৃত শৌর্য্য ভুলে গিয়েছিস্। অসম্ভব কিছুই নেই। মায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, মায়া অসম্ভবকেও সম্ভব ক'রতে পারে।

[নিষ্কাম কর্ম্ম আত্মজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।]

শি। আত্মজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় কি ?

স্বা। নিষ্কাম কর্ম্ম। যা' কিছু করি ভগবানের প্রীত্যর্থে ; এই ভাবে কর্ম্ম ক'রলে ভগবান প্রীত হন ও ধীরে ধীরে তাঁর কৃপায় অন্তঃকরণ শুদ্ধ হ'য়ে আত্মজ্ঞান লাভ হয় ; কিন্তু এ রকম কর্ম্মকেও ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যায় না, কারণ এ রকম কর্ম্মেও মুক্তির ইচ্ছা লোকে ক'রে থাকে। ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম্ম হয় তখন, যখন দেহে আত্মভাব থাকে না।

[মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের মতে মুক্তি মৃত্যুর পর লভ্য, কিন্তু হিন্দুমতে জীবন্মুক্তি আছে।]

হিন্দু শাস্ত্রের মতই ঠিক।

স্বা। "জীবন্মৃতঃ কঃ ? নিরুদ্যমো যঃ।"

জীবিতাবস্থায়ই মৃতবৎ হওয়া যায়, যখন কোনরূপ উদ্যম থাকে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, জীবিতাবস্থায়ই মুক্তি

লাভ করা যায়, কিন্তু মহম্মদ ও যীশু খৃষ্টের মতে মৃত্যুর পর মুক্তি।

শি। কোন মত সত্য ?

স্বা। আমাদের বেদান্ত মতই ঠিক। আমাদের হিন্দুদের মধ্যেই কত মত আছে; ওরকম নানা লোকের নানা মত থাকেই, কিন্তু বস্তুতঃ 'আমিই সর্ব্বব্যাপী, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, জগতের আধার-স্বরূপ'—উপলব্ধি করাই সাধনার উদ্দেশ্য।

[মহাপুরুষেরা বিভিন্ন স্তরের অধিকারীদিগের জন্য বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন।]

শি। তবে যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি এঁরা কি সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন না, সিদ্ধপুরুষ হ'লে তাঁরা এ রকম বিকৃত মত প্রচার করবেন কেন ?

স্বা। তাঁরাও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, কিন্তু অধিকারী ভেদে মতের বা উপদেশের পার্থক্য করা উচিত। মা ও ছেলেদের গল্প মনে আছে ত'? ছেলেদের স্বাস্থ্য অনুসারে মা কোন ছেলেকে লাড্ডু খেতে দেন, কাউকে খিচুরী দেন, আবার কাউকে বা সাগু দিয়ে থাকেন। (১)

শি। আজ্ঞে হাঁ।

স্বা। সেইরূপ সিদ্ধপুরুষরাও বিভিন্ন স্তরের অধিকারী-দিগের জন্য বিভিন্ন মত প্রচার করে থাকেন।

---

(১) 'স্বামী-শিষ্য প্রসঙ্গ' প্রথম খণ্ডের ২৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

[হিন্দুধর্ম্ম অনাদি অপৌরুষেয় বেদমূলক, সুতরাং অনাদি অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় কোনও ব্যক্তিবিশেষের মত বা অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।]

হিন্দুধর্ম্ম বেদের শাসনে চ'লছে, কোন ব্যক্তির শাসনে নয়; বেদ অনাদি, অপৌরুষেয় আর "তত্ত্বমসি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ও "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই চারিটি চারি বেদের মূল মহাবাক্য। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের আদি, আর এই ধর্ম্ম নিরাকার ব্রহ্মের সঙ্গে আপনার একত্বের শিক্ষা দিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, ও খৃষ্টানধর্ম্ম প্রভৃতি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং অনাদি নয়।

[হিন্দুধর্ম্মই প্রধানতম ধর্ম্ম, তৎপরে এক এক মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বা ধর্ম্মের সৃষ্টি।]

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব।"

মহিম্নস্তোত্র—৭ শ্লোঃ।৭।

শি। খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতির জন্মের পূর্ব্বে খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি এরা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল?

পূর্ব্বে সকলেই আর্য্যজাতির (হিন্দুজাতির) অনুশাসনে ছিল। আর্য্যদিগের মধ্যেও কেহ সাধনে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে উন্নতিলাভ ক'রে অধিকারী বুঝে ও সময়ের উপযোগী ক'রে

এক একটা মত প্রচার ক'রে গেছেন। তাঁদের সেই সেই মতের অনুযায়ী এক একটী সম্প্রদায়ের বা ধর্ম্মের সৃষ্টি হ'য়েছে। এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা আপন আপন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের পূজা ক'রে থাকে। যেমন বৌদ্ধেরা বুদ্ধের পূজা করে, খৃষ্টানেরা যীশুখৃষ্টের, মুসলমানেরা মহম্মদের, জৈনেরা অর্হতের ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কোনও ব্যক্তির অনুশাসনের দ্বারা চালিত নয়। হিন্দুরা অনাদিকাল থেকে অপৌরুষেয় বেদকে মেনে চলে আস্‌ছে। তবে হিন্দু-দের মধ্যেও এই যে বিভিন্ন মত, তার কারণ হচ্ছে, বিভিন্ন রুচি অনুসারে বেদের একই শব্দকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থ ক'রেছেন। যেমন দ্বৈতবাদীরা "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের 'তস্য—ত্বম্—অসি'—অর্থাৎ 'তাঁহার তুমি হও' এইরূপ অর্থ ক'রেছেন; তাই থেকে তাঁরা শিক্ষা দেন যে, জীব ভগবানের চিরদাস। আর অদ্বৈতবাদীরা 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের 'তৎ—ত্বম্—অসি' অর্থাৎ 'তিনি তুমি (হও)' এই অর্থ ক'রে আপনাদিগকে ব্রহ্ম হ'তে অভিন্ন ব'লে জান্‌তে ইচ্ছা করেন। * যেমন "ম" এই অক্ষরটি বিভিন্ন লোকের রুচি অনুসারে বিভিন্ন ভাবের সূচনা ক'রে থাকে। এও সেই রকম।—যে মাংসপ্রিয় সে 'ম' এই অক্ষরে মাংসকে লক্ষ্য করা হ'য়েছে মনে ক'রে থাকে; আর যে মদ্যপায়ী সে 'ম'

* যেমন 'দ' অক্ষর (বৃহদারণ্যকের ৫ম অধ্যায়ে) প্রজাপতি দেব মানব ও অসুরকে বলেন, ও তাঁহাতে তাহারা দাম্যত ও দত্ত ও দয়ধ্বং বুঝিয়া লয়।

এই অক্ষরে মদের কথাই বলা হ'য়েছে মনে করে; কিন্তু যে মাতৃভক্ত সে 'ম' এই অক্ষর উচ্চারণের উদ্দেশ্য মাতৃচরণ-স্মরণ করা ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না। এইরূপে হিন্দুরা চিরকাল অপৌরুষেয় বেদ মেনে চ'লে আস্‌ছে এবং বেদবাক্যের নানা রকম অর্থ ক'রে নানা রকম ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় হ'য়েছে সত্য, কিন্তু যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হ'লে বেদের অনুশাসনও চ'লে যায়। তত্ত্বদর্শী গুরু ও বেদও অতিক্রম ক'রে থাকেন।*

শি। বাবা! এ রকম জ্ঞানলাভের উপায় কি?

স্বা। এ ত' ভাই, সাধনের জোরে মনের সংকল্প রুক্‌তে পারলে তবেই হ'তে পারে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ জয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কা জাতির্বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্।
কুব্‌জায়াঃ কমনীয়রূপমধিকং কিন্তং সুদাম্নোধনং,
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

গীতা—৯।২২.

হরিদ্বার, ১৪ই পৌষ, ১৩৩৩, রাত্রি ৭টা।

* যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ গীতা

[উপাস্য বড় না উপাসক বড়।]

স্বামিজী। (জনৈক মাদ্রাজীসাধুর প্রতি) আচ্ছা বলত' উপাস্য বড়, না উপাসক বড় ?

মাদ্রাজীসাধু। উপাস্য বড়; উপাস্য বড় না হ'লে উপাসক সেই উপাস্যের উপাসনা ক'রবে কেন ? উপাস্য শ্রেষ্ঠ, তাই উপাসক অন্নাদি তাঁকে নিবেদন ক'রে তবে গ্রহণ করেন।

স্বা। তা'হলে প্রথমে উপাস্যকে স্নান করান হয় না কেন ? উপাসক আগে স্নান করেন, তারপর উপাস্যকে স্নান করান কেন ?*

মাঃ সাধু। হাঁ !

স্বা। বাস্, তোমার মত খণ্ডন হয়ে গেল ? (সহাস্যে) কথাটা কি জান, প্রকৃতপক্ষে উপাস্যের অর্থাৎ ভগবানের ভোগের জন্যে অনেক সময় অন্ন দেওয়াই হয় না, ভগবান্‌কে দেওয়া হয় কেবল নামে। তার প্রমাণ এই দেখ, ভোগ আগে উপাসক আন্দাজ ক'রে নেয় যে, সে নিজে কি পরিমাণ খেতে পারবে—ঠিক সেই বুঝে ভোগটা দেবে। তবেই বোঝ, উপাস্যকে ভোগ দেবার আগে নিজকেই ভোগ দেওয়া হ'ল।

মাঃ সাধু। হাঁ স্বামিজী ! এ ঠিক।

[ভক্তি ও প্রেমই মুখ্য সাধনা—কর্ম্ম নহে।]

স্বা। (শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া) দেখেছিস্ কর্ম্মকাণ্ডীদের দর্প এইভাবে চূর্ণ ক'র্‌তে হয়। (মাদ্রাজী সাধুর প্রতি)

---

* ধ্যানকার প্রথমে ফুল নিজ মস্তকে দেয়; ধ্যান করিয়া ফুল উপাস্যকে দেয়।

প্রকৃত কথা কি জান, মনে ভক্তি চাই। বাহিরে পূজা পাঠ হচ্ছে, কিন্তু অন্তরে ভক্তি নেই; দিনরাত নিজের শরীর পোষণেরই চিন্তা—কিসে শরীরে আরাম পাব, এই চিন্তাতেই মগ্ন—এরকম কর্ম্মে বিশেষ ফল হয় না। বাহিরে কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত না থাকলেও যদি অন্তরে ভক্তি থাকে, তাহ'লে ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। আমাদের ত' অন্তরে ভক্তি নেই, শুধু বাহিরে ভক্তি দেখাচ্ছি। তা'তে কি কাজ হবে? সরলভাবে ভক্তির সহিত ভগবানের উপাসনা ক'রলে তবে মুক্তি পাওয়া যায়। আমরা ত' তা' করি ন', আমরা ভগবান্‌কে আমাদের দাস ভেবে নিয়ে—ক্ষুধা পেলে, "ভগবান্ অন্ন দাও," ব্যারাম হ'লে, "ভগবান্ রোগ মুক্ত কর," এই রকম ফরমা'জ ক'রে বিরক্ত করি; তিনি যেন আমাদের কাছে কতই ঋণী,—তাই যখন যা' দরকার হ'বে তাই দিতে বাধ্য।

[ভগবান্ সত্য সত্যই ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন,—এ জনৈক ভগবদ্ভক্তের কথা।]

মাঃ সা। তা'তে দোষ কি? অর্জ্জুন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন—সেই অর্জ্জুনও ত' ভগবান্‌কে নিজের সারথ্যে নিযুক্ত ক'রেছিলেন!

স্বা। হাঁ, অর্জ্জুনের প্রেম হ'লে সে প্রকার করা যায়, তা'তে দোষ নেই;—প্রেমের রাজ্যে সকলই সম্ভব; প্রেমাস্পদের কাছে যে কোন রকমের আবদার করা যায়। প্রকৃত প্রেম যদি হয়, তবেই গীতায় যে আছে "যোগক্ষেমং

বহাম্যহম্” সে বাক্যটি ঠিক উপলব্ধি করা যায়। ভক্তের কাছে ভগবান্ অন্নবস্ত্র প্রভৃতি সব কিছু নিয়ে পিছু পিছু দৌড়ান। এক পণ্ডিত ও ভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা লিখ্ছিলেন। “তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্” এই শ্লোকের টীকা লিখবার সময় তাঁর মনে খট্কা হ’ল,—‘ভগবান্ সত্যই কি অন্নবস্ত্রাদি ভক্তের যা কিছু দরকার ভক্তের জন্য চাকরের মত সেই সব ব’য়ে নিয়ে যান্?—ভগবান্ এত হীনের মত কাজ করেন, একথা আমি লিখতে পারব না।’ মনে মনে এই রকম তোলপাড় ক’রে টীকা লেখা বন্ধ ক’রে চাল ডাল কিন্‌তে বাজারে গেলেন। এদিকে ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং ঐ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ ক’রে চাল ডাল প্রভৃতি মাথায় ক’রে এসে ব্রাহ্মণ-পত্নীকে দিয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণপত্নী জিনিষগুলি রেখে দিলেন। তা’র পর কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ বাজার থেকে আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনে বাড়ীতে এসে ব্রাহ্মণীকে সেগুলি রেখে দিতে ব’ললেন। ব্রাহ্মণের আদেশ শুনে ব্রাহ্মণী ব’ললেন,—“তুমি এইমাত্র এত জিনিষ পত্র দিয়ে গেলে, আমি সেগুলো সব হাঁড়ী কলসীতে ভ’রে রেখেছি। আবার কেন এত জিনিষ নিয়ে এলে? আর ত’ রাখবার পাত্র নেই, এগুলি এখন রাখি কোথা?” ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কথা শুনে অবাক্ হ’য়ে গেলেন, ব’ললেন,—“সে কি? কৈ আমি ত’ এর আগে কিছু জিনিষ পত্র নিয়ে আসিনি। তুমি কি বলছ?” ব্রাহ্মণ-পত্নী ব’ললেন,—“তুমি এইমাত্র

নিজে জিনিষ পত্র নিয়ে এসে এখনই আবার ব'লছ 'আমি আনিনি' এর কারণ কি আমি বুঝতে পারছি না।" ব্রাহ্মণ তাই শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন,—"ব্যঙ্গ করবার সময় নয়, ঠিক ক'রে বল—তুমি কোথা হ'তে এসব জিনিষ পেলে" ? ব্রাহ্মণী ব'ললেন,—"আমি শপথ ক'রে ব'লতে পারি যে তুমিই এসব জিনিষ দিয়ে গেছ।" তখন ব্রাহ্মণের হুঁস হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য সত্য সত্যই ভগবান্ নিজে মাথায় ক'রে ভক্তের বোঝা ব'য়ে রেখে গেছেন। তারপর তিনি—"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এই শ্লোকটির যথাযথ টীকা লিখলেন।

হৃদয় যত কোমল হবে—আপনাকে যত ছোট ব'লে মনে ক'রবে, ততই শান্তির অধিকারী হবে। যে যত ছোট হ'তে পারে, সে তত উচ্চে আসন পায়। দেখ, ধূলা সব চেয়ে ছোট, কিন্তু সে বাদসাহের মুকুটের উপর যেয়েও বসে। নিজের মনে যদি কোন প্রকার হিংসা দ্বেষ না থাকে, তবে জগতে কেহই তোমার প্রতি হিংসা দ্বেষ ক'রবে না।

[ভগবান্ নিষ্কপট ও নিরভিমানী ভক্তের দাস হ'য়ে থাকেন।]

দুইজন সন্ন্যাসী ও এক বৈরাগীর কথা।

দুজন সন্ন্যাসী রামেশ্বরে যাচ্ছিলেন। ৭।৮ ক্রোশ পথ হেঁটে তাঁরা রাত্রে এক জায়গায় ধুনি জ্বালিয়ে পরস্পর বেদান্ত আলোচনা কচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটা থালায় পুরী, তরকারী, মোহনভোগ, দুধ প্রভৃতি সাজিয়ে এনে

সাধুদের আহার ক'রতে ব'ললেন। সাধুরা ব'ললেন, "তুমি কে আগে তার পরিচয় দাও, তারপরে তোমার অন্নগ্রহণ ক'রতে পারি, কাউকে না জেনে শুনে তাঁ'র অন্নগ্রহণ আমরা করি না।" সে ব্যক্তি উত্তর ক'রলেন, "আপনারা দ্বিধা করবেন না, আমি নীচ জাতি নই, আমার অন্ন আপনারা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ ক'রতে পারেন; অদূরেই আমার ঘর, আপনারা ক্ষুধার্ত্ত দেখে এই খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এসেছি, ভোজন করুন।" সাধুরা বাস্তবিকই ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হ'য়েছিল; কাজেই আর কোন আপত্তি না ক'রে সেই সকল খাদ্যসামগ্রী ভোজন ক'রলেন। লোকটি থালা দিয়ে প্রস্থান ক'রলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই একটি প্রকাণ্ড বাঘ এসে ধুনির কাছে উপস্থিত হ'ল। সাধুদ্বয় বাঘকে ব'ললেন, "দেখ্, তোর সামনে দু'খানা রুটি রয়েছে, (অর্থাৎ ব্যাঘ্রের খাদ্য দুইটি মনুষ্য-শরীর—সেই সাধুদ্বয়) ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে থাকিস্ ত খেয়ে নে, আর যদি ক্ষুধা না থাকে তা'হলে চুপ ক'রে ব'সে থাক্।" বাঘ সাধুদের কথা শুনে চুপ ক'রে ধুনির কাছে ব'সে রইল। সাধুরা পূর্ব্বের ন্যায় আলোচনা ক'রতে লাগলেন। আলোচনা শেষ হ'লে বাঘটি উঠে যেন সাধুদের নমস্কার ক'রে অদূরে এক বৈরাগী ধুনী ক'রে ব'সেছিল, তার কাছে গেল। বৈরাগী বাঘ এসেছে দেখে, তাকে লোহার ছেঁকা দেবে এই মনে ক'রে তার চিমটেটা ধুনিতে পোড়াতে দিলে। বাঘ সেইখানে ব'সে রইল। তারপর চিমটেটা আগুনে পুড়ে যেই লাল হ'ল, বৈরাগী সেই চিমটে নিয়ে

যেই বাঘকে প্রহার করতে যাবে, বাঘ হঠাৎ বৈরাগীর পিছনে গিয়ে তা'র ঘাড়টি ধরে ধুনির ভেতর ঠেসে ধরলে—বৈরাগীর দাড়ি, চুল, সব পুড়ে গেল। (১) তারপর বাঘটা সেখান থেকে চ'লে গেল। পরদিন ভোরে সন্ন্যাসীদ্বয় বৈরাগীটিকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"কিহে রামজী! তোমার কি হ'য়েছে"। বৈরাগী ব'লল,—"দেখ বাবা, রামজী কি ক'রেছেন, আমাকে ধুনিতে ঠেসে ধ'রেছিলেন, চুল দাড়ি সব পুড়ে গিয়েছে।" সন্ন্যাসীদ্বয় ব'ললেন,—"আমাদের কাছেও ত তোমার রামজী এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের কোনই অনিষ্ট করেন নি, তুমি কি ক'রেছিলে ঠিক ক'রে বলত ?" তখন বৈরাগীটি যে বাঘকে চিমটে ছেঁকা দেবার সংকল্প ক'রেছিল, তা' ব'ললে। এখন বুঝতে পারলে, সন্ন্যাসী দু'জনের মনে বাস্তবিক কোনও কপটতা ছিল না, তাঁরা বেদান্তে যে এই শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে, তাহা যেমন ঠিক ঠিক উপলব্ধি ক'রেছিলেন, সেইরূপ কাজের সময় আপনাদের পাঞ্চভৌতিক দেহ দু'টি অকিঞ্চিৎকর জেনে বাঘের আহার্য্য ব'লে তা'কে উপহার দিতে কুণ্ঠিত হন নি। বাঘও তাদের কোনরূপ অনিষ্ট না ক'রে শিষ্যের মত আদেশ পালন ক'রলে; আর বৈরাগী দেহাভিমান ও কপটতা আশ্রয় ক'রে মনে মনে বাঘের অনিষ্টসাধন ক'রবার সঙ্কল্প করলে,

(১) "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

৪।১১, গীতা

সুতরাং তার সমুচিত ফল লাভ ক'রলে। বস্তুতঃ সেই অন্তর্যামীই মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ ক'রে ঐ সন্ন্যাসী দু'জনের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য থালায় ক'রে অন্ন বহন ক'রে দিয়েছিলেন। (যেখানে সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বালা'য়ে ব'সেছিলেন, তার ৫।৬ মাইলের মধ্যে লোকের বসবাস ছিল না।) আবার তিনিই বাঘের মূর্ত্তি ধ'রে সন্ন্যাসীদের ও বৈরাগীকে পরীক্ষা ক'রে বৈরাগীর কপটাচারের যথোচিত শাস্তি দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁকে যে যে প্রকারে ভাবে তিনি তাকে সেই প্রকারই ফলদান করেন। যে নিষ্কাম ও নিরভিমান হ'য়ে তাঁর উপাসনা করে, তিনি বাস্তবিকই তার দাস হ'য়ে থাকেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সমোঽহম্ সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

৯।২৯, গীতা।

হরিদ্বার, ১৮ই পৌষ, ১৩৩৩। রাত্রি ৭টা।

মহিম্নাদি পাঠান্তে শিষ্য জনৈক, মাদ্রাজী সাধু ও অন্যান্য সকলে স্বামিজীর নিকট উপবিষ্ট আছেন।

[ভগবান্ ন্যায়বান্।]

মাদ্রাজী সাধু। (স্বামিজীর প্রতি) স্বামিজী! ভগবান্ ন্যায়কারী অথবা অন্যায়কারী?

স্বামিজী। ভগবান্ ন্যায়কারী, তাই সকল জীবকেই তিনি চোখ, কাণ, নাক, মুখ, যার যা' দরকার, দিয়েছেন ; এই তাঁর ন্যায়কারিতার প্রমাণ !

মাঃ সা। তবে কেহ দুঃখী, কেহ সুখী কেন ?

স্বা। তা' যার যেমন কর্ম্ম সে সেই রকম ফলভোগ ক'রে থাকে। পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ।

[শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি যাকে ইচ্ছা ভগবান্ বলা যায়—দেহ হ'তে আপনাকে পৃথক কর, দেখ্‌বে তুমিই সব।]

মাঃ সাধু। এক ব্যক্তি শিবের নাম জপ ক'রতে ক'রতে হঠাৎ তার মুখ দিয়ে "কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ হ'তে লাগল। —এর অর্থ কি ? শিবই ত' ভগবান্।

স্বা। যাকে ইচ্ছা ভগবান্ বলতে পার।

মাঃ সাধু। না, আমি ত' শিবকেই ভগবান্ ব'লে জানি।

স্বা। তা হোক্ ! তুমি শিব, তুমিই ভগবান্। আপনাকে দেহ হইতে পৃথক ক'রে ফেল, দেখবে তুমিই সব।*

মাঃ সাধু। দেহ হ'তে পৃথক না হ'লে জ্ঞান হয় না ? বশিষ্ঠাদি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদেরও ত' দেহ ছিল ! তবে কি তাঁরা অজ্ঞানী ছিলেন ?

[দেহ হ'তে আপনাকে পৃথক করার অর্থ দেহের মায়া পরিত্যাগ করা,—দেহ ত্যাগ করা নয়]

---

* স্বদেহ হইতে আত্মা বিলক্ষণ ধারণা হইলে এ ধারণাও আসে যে, এইরূপ সব দেহ হইতে সব দেহী পৃথক্, সব দেহে একই দেহী তাই দেখে সেই সব। "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।" গীতা

স্বা। দূর, তোমার কিছু বুদ্ধি নেই দেখছি! দেহ হ'তে পৃথক হওয়ার অর্থ দেহ পরিত্যাগ করা নয়, দেহের মায়া পরিত্যাগ করা। এক ব্যক্তির একটি কন্যা ছিল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দেশ থেকে নানা লোক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রতে এল। কিন্তু কন্যার পিতা তা'দের কাউকেও পছন্দ ক'রলেন না। তারপর অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হ'ল, আর বাগ্দান হ'য়ে গেল। কিছুকাল পরে একদিন কন্যাটি পিতার কোলে ব'সে আছে, এমন সময় তিনজন লোক এসে কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন ক'রল। কন্যার পিতা বললেন,—"আমার কন্যাদান হ'য়ে গেছে।" তারা বলল, "সে কি? মিছে কথা; কন্যা আপনার কোলে বসে, আর আপনি ব'লছেন, 'কন্যাদান হয়ে গেছে?' এখন বলত কন্যার পিতা কি মিছে কথা ব'লছেন?

মাঃ সাধু। না; কারণ পিতা যখন বাগ্দান ক'রেছেন, তখন কন্যাদান হ'য়ে গেছে।

স্বা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় মিথ্যা এবং চতুর্থ তুরীয় অবস্থাই সত্য। এখানে যে প্রকার কন্যার পিতার কন্যার উপর কোন দাবী বা অধিকার নাই, কিন্তু কন্যার সঙ্গে খেলছে, তদ্রূপ এই শরীরের মায়া (শরীরের উপর দাবী বা অধিকার) ত্যাগ ক'রে মহাত্মারা এই শরীর নিয়ে খেলা ক'রে থাকেন। ইহাকেই বলে 'দেহ হ'তে পৃথক হওয়া।' আর দেখ, এই দেহ ত' পঞ্চভূতের, তোমার নয়, তবে তুমি এর মায়া পরিত্যাগ ক'রতে পার না কেন?

[বৈরাগ্য ও কঠোর সাধনার দ্বারা দেহের মায়া ত্যাগ করা যাইতে পারে]

সাধু কৃষ্ণাশ্রম ও ভূমাশ্রম। *

মাঃ সা। কি উপায়ে দেহের মায়া ত্যাগ করা যায়?

স্বা। তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর সাধনের দ্বারা দেহের মায়া ত্যাগ করা যায়।

মা। ধরালীতে (গঙ্গোত্তরী হইতে ১২ মাইল নীচে) কৃষ্ণাশ্রম ও ভূমাশ্রম নামে দুটী সাধু আছেন; তাঁরা খুব কঠোর তপস্যা করছেন।

স্বা। হাঁ, তাঁদের মনোবৃত্তি উপরে উঠে গিয়েছে, লেংটা থাকে, শীতে বরফের উপর দিয়ে খালি পায়ে চ'লে যায়, —দেহের প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই।

মাঃ সা। তা' ব'লতে পারি না, দেহ থেকে পৃথক হ'তে পেরেছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ধরালীর পাণ্ডারা ধরালীর অপর পার দিয়ে গঙ্গোত্তরী যাবার জন্য একটা রাস্তা প্রস্তুত করা হো'ক ব'লে টিহিরীর রাজার কাছে এক দরখাস্ত করবে মনে করে, সেখানকার সাধুদের দস্তখত নিয়েছিল। আমি তখন সেখানে ছিলাম। আমাকে তা'রা দস্তখত ক'রতে বলেছিল। দস্তখত ক'রলে তাদের যদি উপকার হয়, এই

* ভূমাশ্রম স্বামিজী ১৩৩৫ সনের ভাদ্রমাসে কাশ্মীর অমরনাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তুষারপাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ভেবে আমি দস্তখত করেছিলাম। কিন্তু কৃষ্ণাশ্রমকে দস্তখত ক'রতে বলায় সে দস্তখত করলে না। অধিকন্তু, "আমাকে এখানেও বিরক্ত করছ", এই ব'লে সেখান থেকে গঙ্গোত্তরীর দিকে চ'লে গেল। 'আমি শরীর থেকে পৃথক' এ রকম জ্ঞান যদি হ'য়ে থাকে তবে সে দস্তখত ক'রতে আপত্তি ক'রলে কেন ? সে ত' তাহলে নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ হ'য়ে গেছে, তবে আর দস্তখত ক'রতে তার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হ'তে পারে ?

[আত্মারামের সকলই শোভা পায় আত্মারামের বিধি নিষেধ নাই]

স্বা। না ভাই, এ রকম বলা তোমার উচিত নয়। মহাত্মাদের খেলা বোঝা কঠিন। কৃষ্ণাশ্রম খুব উন্নত, তার কার্য্যকলাপে দোষ দর্শন করা আমাদের মূর্খতা। মহাত্মারা যা'ই করুন না কেন, তাই তাঁদের শোভা পায়। রাজার পোষাক পরে রাজগদীতে বসলেও যেমন শোভা পায়, আবার ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়ালেও তাদের তেমনি শোভা পায়। আত্মারাম হ'তে পারলে তাঁর পক্ষে কোন বিধি নিষেধ থাকে না ; তাঁর মাহাত্ম্য বেদ, ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব পর্য্যন্তও বর্ণনা ক'রতে পারেন না, আমি তুমি ত' কোন ছার।

[হরিদ্বারের সাধুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য—গঙ্গা ও যমুনার সাধুর নিকট আগমন ও পদরজে পাপ প্রক্ষালন]

এই হরিদ্বারে তখন জঙ্গল ছিল, বড় বড় বাঘ ভাল্লুক থা'কত। তখন ৪।৫ শত লোক একত্র হয়ে বন্দুক প্রভৃতি

অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে হরিদ্বারে স্নান ক'রতে আসত। সেই সময় এক রাজা অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে স্নান ক'রতে এসে বিল্বকেশ্বর শিবের কাছে আড্ডা ক'রেছিলেন। তারই কাছে এক পাহাড়ের গুহায় এক সাধু তপস্যা ক'রছিলেন। সাধুকে দেখে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে ক'রতে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"মহারাজ, আপনি বোধ হয় খুব ভোরে গঙ্গাস্নান ক'রে এসেছেন?" সাধু উত্তর করলেন,—"না বৎস! আমি প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করি না; কোন বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে ইচ্ছা হয় ত' করে থাকি। তবে এখানে ব'সেই রোজ আমার গঙ্গাদর্শন হ'য়ে থাকে।" সেই কথা শুনে সাধুর উপর রাজার একটু অশ্রদ্ধা এল; তিনি ভাবলেন, 'আমরা এতদূর থেকে কত কষ্ট ক'রে গঙ্গাস্নান ক'রতে এসেছি, আর এই ব্যক্তি গঙ্গার কাছে থেকেও গঙ্গাস্নান করে না, এ কি রকম?' সাধু রাজার মনোগত ভাব বুঝতে পেরে রাজাকে ব'ললেন,—"তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি শৌচ ক'রে আসছি।" সাধু চলে গেলে রাজা দেখলেন একটি শ্যাম ও একটি লাল রংএর গরু ঐ গুহার কাছে এসে ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল! কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দেবার পর দু'টি গরুরই রং সাদা হ'য়ে গেল। রাজা দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলেন, কারণ কি কিছু বুঝতে পারলেন না। তারপর সাধু যখন ফিরে এলেন, রাজা তাঁকে ঐ গরুদের বিষয় উল্লেখ ক'রে তাদের রং সাদা হ'য়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন। সাধু ব'ললেন,—"ঐ গরুদেরই

জিজ্ঞাসা করুন; ওরা সব ব'লবে"। গরু দু'টি ইতিমধ্যে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। রাজা দৌড়ে তাদের কাছে গিয়ে, তারা কি ক'রে সাদা হ'ল জিজ্ঞাসা ক'রলেন। গরু দু'টির মধ্যে একটি উত্তর করলে,—"বৎস, আমি গঙ্গা, আর ইনি যমুনা। পাপীরা আমাদের জলে স্নান করে ব'লে তাদের পাপে আমার শরীর শ্যামবর্ণ হ'য়ে যায়, আর যমুনার শরীর লালবর্ণ হয়; সেই জন্যে প্রত্যহ আমরা উভয়ে এখানে এসে একবার ঐ সাধুর চরণ-ধূলায় লুণ্ঠিত হই, তাতেই আমাদের সমস্ত পাপ ধু'য়ে যায়। তাইতে আমাদের রং সাদা হ'য়ে যায়।" গঙ্গার এই কথা শুনে রাজা আরও অবাক্ হ'য়ে গেলেন। আর সাধুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য বুঝতে পারলেন ও তাঁর প্রতি খুব শ্রদ্ধা দেখাতে লাগলেন।

[গঙ্গা সকলের পাপ গ্রহণ করেন, সাধুগণ গঙ্গার পাপ বহন করেন, সাধুদিগের পাপ জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়।]

বেটা! সাধুর মাহাত্ম্য বুঝা বড় কঠিন। ভগীরথ যখন পৃথিবীতে গঙ্গা নিয়ে এলেন তখন গঙ্গা ব'লেছিলেন,—"যত পাপী আমার জলে স্নান করবে; সুতরাং তাদের পাপ আমাকে গ্রহণ করতে হবে,—কিন্তু আমার পাপ কে গ্রহণ ক'রবে?" তখন সাধুরাই গঙ্গাস্নান করবার ছলে গঙ্গার পাপ গ্রহণ করতে রাজী হ'য়েছিলেন। সেই সময় গঙ্গা সাধুদের জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন,—"আপনারা আমার পাপগ্রহণ ক'রবেন বটে, কিন্তু আপনাদের পাপ গ্রহণ ক'রবে কে?" তাতে সাধুরা ব'ললেন, "আমাদের পাপ জ্ঞানাগ্নিতে ভস্ম হ'য়ে

যাবে, তা' আর কাহারও গ্রহণ করতে হবে না। —'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণম্' !"

[ইষ্টনিষ্ঠা রাখিলে সাধু হওয়া যায়।]

মাঃ সা। ঠিক ঠিক সাধু হবার উপায় কি ?

স্বা। ইষ্টনিষ্ঠা রাখতে হয়, তবেই সাধু হওয়া যায়। রাম তাঁর ইষ্টদেবের পূজার একটি ফুল কম হওয়ায় নিজের চক্ষু দিতে উদ্যত হ'য়েছিলেন ; আর আমরা পূজা করার সময় আমাদের ২।৪টি ফুল কম হ'লে বলি,—'তাতে আর কি হ'য়েছে।'

মাঃ সা। এ রকম ভক্তি ত্রেতাযুগেই সম্ভব, কলিতে হ'তে পারে না।

স্বা। কেন সম্ভব নয় ? কবীর ত' এই কলিকালেরই লোক। তিনি ভগবানের পরম ভক্ত ছিলেন। হীনজাতি-সম্ভূত পরম ভক্তকে সকলে শ্রদ্ধা করে ব'লে, ব্রাহ্মণগণ তাঁর প্রতি ঈর্ষাযুক্ত হ'য়ে তাঁকে লোকের কাছে অপদস্থ ক'রবে ব'লে কবীরকে কিছু না ব'লে একদিন গ্রামের লোককে 'কবীরের বাড়ী কাল নিমন্ত্রণ' ব'লে জানিয়ে এল।

[ভক্ত কবীরের গৃহে ভগবানের আগমন ও কবীরের লজ্জানিবারণ]

তাই শুনে পরদিন গ্রামবাসিগণ অভুক্ত হ'য়ে কবীরের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'ল। কবীর তখন বাজারে কাপড় বেঁচিতেছিলেন ; তিনি ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরে ঘরে খাবার দাবার কিছু নেই কি ক'রে এত লোককে খাওয়াবেন,

এই ভেবে লোকলজ্জার ভয়ে একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। এদিকে ভক্তবৎসল ভগবান্ কবীরের দুরবস্থা দেখে, কবীরের মূর্ত্তি ধারণ ক'রে এসে সকলকে খুব পরিতৃপ্ত ক'রে ভোজন করালেন ও দক্ষিণা দিলেন; সকলে আপন আপন বাড়ীতে চ'লে গেলেন। পরে ভগবান্ খুঁজে খুঁজে কবীরকে একটা কাঁটার ঝোপের ভিতরে দেখতে পেলেন; সেখান থেকে কবীরকে নিয়ে এসে দুজনে একত্র আহার ক'রলেন।

[কলিযুগ মাহাত্ম্য—কলিযুগে ভগবান্ লাভ করা অল্প আয়াসসাধ্য।]

কলিতেই ভগবান্ লাভ করা সহজ। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জান্‌বার উদ্দেশ্যে ব্যাসদেবের কাছে কতিপয় ঋষি এসে উপস্থিত হ'লেন। ব্যাসদেব তখন নদীতে স্নান ক'রতে নেমেছেন। ঋষিরা নদীতীরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যাসদেব তিনটি ডুব দিলেন। প্রথম ডুব দিয়ে উঠে ব'ললেন, "কলি ধন্য"। দ্বিতীয় ডুব দিয়ে উঠে ব'ললেন, "শূদ্র ধন্য"। তৃতীয় ডুব দিয়ে উঠে ব'ললেন, "নাম ধন্য"। ঋষিরা তখন ব্যাসদেবকে তাঁর ঐ তিনটি উক্তির অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় ব্যাসদেব ব'ললেন,—'কলি ধন্য' অর্থাৎ অন্যান্য যুগে এক লক্ষ বৎসর সাধনা ক'রে যা হয়, কলিকালে ১।০ ঘণ্টায় তাই হবে। 'শূদ্র ধন্য' এর অর্থ এই যে, কলিকালে শূদ্রদের পূজা হবে। 'নাম ধন্য' এর অর্থ এই যে, কলিকালে যাগ-যজ্ঞ না ক'রেও কেবলমাত্র নাম ক'রলেই সকল উদ্দেশ্য

পূর্ণ হবে।" ঋষিরা ব'ললেন,—"আমরা যে সকল প্রশ্ন ক'রব মনে ক'রেছিলাম, সে গুলির উত্তর পেয়েছি; আমরা কলির জীবের মঙ্গল লাভের প্রকৃষ্ট উপায় কি তাই জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছিলাম; এখন বুঝলাম কলিকালে একমাত্র নামই সার—'নামৈব নামৈব নামৈব কেবলম্'।"

মাঃ সা। পুরাণে ভক্তির কথা আছে। পুরাণ না প'ড়ে খালি বেদান্ত পড়লে শুষ্কজ্ঞান হয়।

স্বা। শুষ্ক জ্ঞানীকে চণ্ডালবৎ পরিত্যাগ ক'রবে। (১) তা'রা নিজেকেও ঠকায়, অন্যেরও সর্ব্বনাশ সাধন করে। তারা "ব্রহ্মবার্ত্তায়াং কুশলাঃ বিষয়ানুরাগিনঃ।" অর্থাৎ বেদান্ত-চর্চ্চায় খুব নিপুণ বটে, কিন্তু বিষয়াসক্ত।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

শান্তেঃ সমং তপো নাস্তি সন্তোষান্ন পরং সুখম্।
তৃষ্ণায়া ন পরো ব্যাধির্ন ধর্ম্মো দয়ায়াঃ পরঃ ॥

হরিদ্বার ২৭শে পৌষ, ১৩৩৪, রাত্রি ৭টা।

স্বামী মুকুন্দগিরি ও রণজিৎ সিংহ

[কো বা দরিদ্রো হি—বিশালতৃষ্ণঃ।]

আরতি ও মহিম্নস্তবাদি পাঠান্তে শিষ্য যোগেশবাবু

---

(১) যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র মোক্ষস্য কা কথা।
সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মচেতাঽস্মি বাদিনম্।
কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা ॥

প্রভৃতি স্বামিজীর নিকট বসিয়া আছেন। নানা প্রসঙ্গের পর স্বামিজী মহারাজ বলিলেন ঃ—

স্বা। তখন চণ্ডীর পাহাড়ে * মুকুন্দগিরি নামে এক জন সাধু থাক্‌তেন। পাঞ্জাবের রণজিৎ সিং একদিন এক থালা মোহর, কিছু ফল ও বস্ত্রাদি উপহার নিয়ে মুকুন্দ গিরিজীকে দর্শন ক'রতে এলেন। রাজা রণজিৎ সিংয়ের উপহারের জিনিষগুলি দেখে মুকুন্দগিরিজী রণজিৎ সিংকে ব'ললেন,—"বেশ ভালই হ'য়েছে! ঠাণ্ডা লাগলে বস্ত্রগুলি গায়ে দেওয়া যাবে, ক্ষুধা পেলে ফলগুলি খাওয়া যাবে, কিন্তু মোহরগুলি দিয়ে কি করব? আচ্ছা, ভাই! আমিত' কোথাও গেলে একটা না একটা জিনিষ ভুলে ফেলে যাই; আর তুমি এতবড় রাজ্যটা কি ক'রে চালাচ্ছ।" রণজিৎ সিং ব'ললেন,—"এ আর কি কষ্ট! আমি যদি বিলাতটাও আমার শাসনাধীনে আনতে পারি, তা'হলে বুদ্ধিপ্রভাবে বিলাতটাও সুচারুরূপে শাসন করতে পারি।" সেই কথা শুনে মুকুন্দগিরিজী ব'ললেন,—"ওঃ! তোমার এখনও এত লালসা রয়েছে! তা'হ'লে তোমার মত দরিদ্র আর কে আছে? এ মোহরগুলি তোমারই প্রাপ্য।" এই ব'লে মুকুন্দগিরিজী মোহরগুলি রণজিৎ সিংকে প্রত্যর্পণ ক'রলেন। রণজিৎ সিং সেই অর্থে ঐ চণ্ডীদেবীর মন্দির তৈয়ারী ক'রলেন। রণজিৎ সিং অত্যন্ত সাধুভক্ত ছিলেন।

* হরিদ্বারে গঙ্গার অপর পারে এক পাহাড়ের উপর চণ্ডীদেবীর মন্দির আছে, এইজন্য লোকে ঐ পাহাড়কে চণ্ডীর পাহাড় বলে।

গৈরিক কাপড় পরা লোক দেখলেই তিনি প্রণাম করতেন। রণজিৎ সিংয়ের গৈরিক কাপড় পরা লোক মাত্রের উপর এই রকম অচলা ভক্তি দেখে, একদিন একটা লোক একটা গাধার গায়ে গেরুয়া কাপড় বেঁধে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। রণজিৎ সিং সেইটাকেও প্রণাম করলেন।

যোগেশ। রণজিৎ খুব শূর-বীর ছিলেন ?

স্বা। হাঁ, তাঁর সেনাপতি হরিসিংয়ের নামে এখনও কাবুল ও পেশোয়ারের লোক শিহরিয়া উঠে।

তৎপরে নানা প্রসঙ্গের পর স্বামিজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

স্বা। আমিও রোজ ১২।১৪ মাইল ঘুরে ঘুরে আলেক * মেঙ্গে স্বহস্তে পাক ক'রে সাধুদের খাইয়েছি।

যোগেশ। এত কষ্ট করার কি দরকার ?

স্বা। কেন, এই শরীরটার দ্বারা যত কাজ নেওয়া যায়, ততই ভাল। শরীরের প্রতি সর্ব্বদা বীতস্পৃহ থাক্‌তে হয়। শরীরটাকে যত কম আরামে রাখবে,শরীরটা তত সুস্থ থাক্‌বে ও আত্মলাভের উপযোগী হবে। অলস ব্যক্তি দ্বারা আত্ম-লাভ হয় না।†

* সান্ন্যাসীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় 'আলেক' শব্দ উচ্চারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। আলেক শব্দটি পরমার্থ শব্দবাচ্য।

† আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহা রিপুঃ।
নাস্ত্যদম-সমো বন্ধুঃ কুর্ব্বাণো নাবসীদতি॥ —ভর্তৃহরি

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥

১৭।৪, গীতা

[কল্পনাদ্বারাই অনেক সময় ভূতপ্রেতাদির সৃষ্টি হয়।]

হরিদ্বার, ১লা মাঘ, ১৩৩৪, রাত্রি ৭টা।

মহিম্নাদি পাঠের পর :—

কয়েকদিন হইল হরিদ্বারে মোহান্ত কর্ত্তার সিংয়ের আশ্রমে পূজারির গৃহে অগ্নিসংযোগ হওয়ায় পূজারির শরীর দগ্ধ হইয়াছিল। তিন দিবস হাঁসপাতালে অবস্থিতির পর উঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনা গেল, কর্ত্তার সিংয়ের পূজারির মৃতদেহ বাদ্যসহকারে শ্মশানঘাটে নীত হইতেছে দেখিয়া হরিদ্বারের হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডারের বালক-পুত্র গৃহে ফিরিয়া তাহার মাতাকে ঐ শবের শ্মশান-যাত্রার কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু তাহার পরেও তিন চারি দিন যাবৎ আহার করিতে বসিলেই তাহার মূর্চ্ছা হইতেছিল। কম্পাউণ্ডারের স্ত্রীর আশঙ্কা হইল যে পুত্রের শরীরে প্রেতের আবেশ হইয়াছে। কম্পাউণ্ডার কিন্তু প্রেতের অস্তিত্ব বা আবেশ মানিতে প্রস্তুত নন। অদ্য কম্পাউণ্ডার মহাশয় স্বামিজীর নিকট আসিয়া পুত্রের বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। সকল কথা শ্রবণ করিয়া স্বামিজী বলিলেন :—

স্বা। ভূতের ভয় ক'রো না, মনই যত অনর্থের মূল।

ধর, একজনের ব্যারাম হ'য়েছে। ডাক্তার ম'শায়রা ব'ললেন, 'কফ খুব বেড়ে গেছে।' আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঔষধের ব্যবস্থা করলেন। তারপর ওঝারা এলেন; তাঁরা ব'ললেন, মানুষটাকে ভূতে পেয়েছে, ভূত ছাড়াবার জন্য অমুক অমুক জিনিষ চাই। এদিকে আবার জ্যোতিষীরা ব'ললেন,—'নিশ্চয় কোন গ্রহ কূপিত হয়েছেন, ৭॥০ বছর থাকবে।' তার মধ্যে একজন ব'ললেন, 'গ্রহ-শান্তির জন্য একটা কাল ঘোড়া ও কাল কম্বলের দরকার। রোগীর আত্মীয় সব জিনিষ এনে দিলেন, কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হ'ল না; তখন আর একজন জ্যোতিষী ব'ললেন,'না হে, না, একটা মহিষ, একটা কাল পাঁঠা ও কাল কাল কতকগুলি কম্বল হ'লে ভাল হবে।' ফের জ্যোতিষী মহাশয়ের হুকুম মত সব জিনিষ আনা হ'ল। কিন্তু ব্যারাম পূর্ব্ববৎ রহিল। তৃতীয় জ্যোতিষী ভাবলেন, তাইত সকলেই ত' একটা একটা কথা ব'লে কিছু না কিছু আদায় ক'রলে, আমি বা ছাড়ি কেন? তিনি অনেক ভেবে চিন্তে শেষকালে ব'ললেন, "ওসব কিছু নয়। কাল পাঁঠা ও মুরগী হ'লে নিশ্চয়ই সারবে।" বেগতিক দেখে রোগী তখন ব'ললেন, "বাপু, গ্রহ ত, ৭॥০ বছর পরে আমার সর্ব্বনাশ ক'রবে, তোমরা দেখছি ছু'দিনের মধ্যেই আমায় পথে দাঁড় ক রে দিতে চাও।"

এই প্রসঙ্গের পর স্বামিজী শিষ্যকে কিঞ্চিৎ ভস্ম আনিয়া "ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ।" এই মন্ত্র পড়িয়া কম্পাউণ্ডারকে দিতে

আদেশ করিলেন। শিষ্য ঐ ভস্ম লইয়া স্বামিজীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। জনৈক সন্ন্যাসীর অনুরোধে স্বামিজী ঐ ভস্মে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া কম্পাউণ্ডারের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমার ঔষধে তোমার স্ত্রীর বিশ্বাস নাই; এই ভস্ম নিয়ে যাও,এতে বিশ্বাস হবে—ছেলের মাথায় লাগিয়ে দিলেই ব্যারাম সেরে যাবে। কি জান, বিশ্বাস না হ'লে কিছুই হয় না। যেখানে বিশ্বাস হবে, সেখানে ফল হবেই। গুরু ব'ললেন—'তুমি ব্রহ্ম।' শিষ্য গুরুর বাক্যে বিশ্বাস ক'রে দিনরাত 'আমি ব্রহ্ম' এই ভাবে বিভোর হ'য়ে গেল। যতই শাস্ত্র পড়ুক—'আমি ব্রহ্ম' ভাব আর ছুটে না; বস, জীবন্মুক্ত হ'য়ে গেল! শিশুর হাতের আঙ্গুল কেটে গিয়ে রক্ত প'ড়ছে—শিশু কাঁদছে। মা একটি ফুঁ দিয়ে ব'ললেন,—"যা, মন্ত্র প'ড়ে ফুঁ দিলাম, তোর ব্যথা সেরে গেছে।" শিশুর মাতৃবাক্যে বিশ্বাস হ'ল, আনন্দমনে খেলতে গেল, ব্যথা নাই। সঙ্গীরা ব'ললে, "ওরে, তোর হাত থেকে রক্ত পড়ছে।" কিন্তু শিশু ব'ললে, "যা, তোরা মিথ্যা বলছিস্, মা ব'লেছেন সেরে গেছে"। শিশুর বিশ্বাসের বলে বস্তুতঃই ব্যথা সেরে গেল। ভূত প্রেত ওসব মনের দ্বারাই অনেক সময় সৃষ্টি হয়। আমি তখন একটা জঙ্গলে; রোজ এক ব্যক্তি আমাকে দুধ দিয়ে যে'ত। —পথে শ্মশান পড়ে। একদিন শ্মশানে একটা মৃতদেহ দেখে লোকটি আমাকে ব'ললে,—"স্বামিজী! আজ ভূতের হাত থেকে বড় বেঁচেছি।" আমি বল্‌লেম, "আচ্ছা, ভাই! এই

তাওয়ার নীচের কালী হাতের পাতায় মেখে যাও; যদি ভূত আসে, তবে জোরে তার দুই গালে দুই চড় দিও, তাহ'লে এই কালি তার গালে লাগবে; কোন্ ভূতটি তোমায় কষ্ট দিচ্ছিল জান্‌তে পেরে আমি তার শাস্তির বিধান ক'রব।" ঐ লোকটী শ্মশানে গিয়ে তাই কর্‌লে। তারপর আমার নিকটে এসে ব'ললে,—"স্বামিজী! আজ ভূতকে এমন করে চড় মেরেছি যে তার অনেকদিন মনে থাকবে।" আমি লোকটিকে একখানা আরসিতে মুখ দেখতে ব'লে ব'ললাম, "দেখ্‌ত, কালি দেখছি তোর মুখেই লেগেছে, তবে তুইই ভূত।" বস্তুতঃ মনের কল্পনা দ্বারাই অনেক সময় ভূতের সৃষ্টি হয়।

কম্পা। তবে কি ভূত প্রেত বস্তুতঃই নাই?

[ভূত-প্রেতাদি বাস্তবিক আছে—ভূতযোনি ও রুদ্রাক্ষ]

স্বা। না বেটা আছে। একটি মুসলমান সিপাহীর ভাই সিপাহীর সঙ্গে দেখা করবার মানসে আসবাব নিয়ে জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল—জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় খুব নাচ, তামাসা ও বাদ্যাদি হচ্ছিল। সিপাহীর ভাই সকলকে জিজ্ঞাসা করলে,—"এখানে কি হচ্ছে?" উত্তর হইল,—"আমরা সব ভূত। আজ আমাদের বড় আনন্দ, আমাদের মধ্যে একজন পেতনী আছে, তার আজ বিয়ে হবে। একটি লোকের আজ মৃত্যু হ'বে, মৃত্যুর পর সে ভূত হবে—তার সঙ্গে এই পেতনীর বিয়ে হবে।" সিপাহীর ভাই ব'লল,—"আচ্ছা; লোকটি কে? তার বাড়ী কোথায়?" উত্তর হ'ল,—অমুক ব্যক্তি, অমুক

অমুক তহসিল,—ইত্যাদি। লোকটির যে পরিচয় পাওয়া গেল সে তার ভায়েরই, সুতরাং তার ভায়েরই আসন্নমৃত্যু। লোকটী তাই শুনে কালবিলম্ব না ক'রে তার ভায়ের কাছে উপস্থিত হ'ল। সিপাহী ভাইকে যেই চেয়ে দেখ্‌ল, তৎক্ষণাৎ এক বন্দুকের গুলিতে তার মৃত্যু হ'ল। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় দেহটি একটা গাছে ঠেকিয়ে রাখা হ'ল। অন্যান্য সিপাহীরা তার কবর দেবে মনে মনে স্থির ক'ল্লে; সিপাহীর ভাই বিষণ্ণ মনে বাড়ী চ'লে গেল। পথে উক্ত জঙ্গলে আবার সেই ভূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল; কিন্তু এবার দেখলে তাদের আর সে আনন্দ নেই, সকলেই নিরুৎসাহ ভাবে ব'সে আছে। তাই দেখে সিপাহীর ভাই বললে,—"কি হে তোমাদের এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?" ভূতেরা বললে,—"দেখ, যে লোকটির মরে ভূত হয়ে আমাদের পেতনীর সঙ্গে বিয়ের কথা ছিল, সে লোকটি মরবার সময় যে গাছের গোড়ায় শুয়ে ছিল, সেইখানে রুদ্রাক্ষের আধখানা আছে। সেই রুদ্রাক্ষের স্পর্শে শিবদূতেরা এসে সেই লোকটিকে শিবলোকে নিয়ে গেছে—কাজেই আমাদের পেতনীর আর বিয়ে হ'ল না।" এই কথা শুনে সিপাহীর ভাই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল এবং কথাটা সত্য কিনা পরীক্ষা করবার জন্য পুনরায় মৃত ভ্রাতার নিকটে গিয়ে দেখলে বাস্তবিকই সেই গাছটির নীচে রুদ্রাক্ষের আধখানা আছে। সে ঘরে এসে স্ত্রী, পুত্র, মোরগ, কুকুর যে যেখানে ছিল সকলের গলায় রুদ্রাক্ষ বেঁধে দিল। সিপাহী ছিল মুসলমান; মুসলমান সমাজ তার এই

কাণ্ড দেখে তাকে একঘরে করল। কিন্তু সে ব'ললে যে, সে একঘরে হ'তেও রাজী আছে, রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্য সে প্রত্যক্ষ দেখেছে, সে তা অস্বীকার করতে নারাজ।

জনৈক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী বলিলেন, "৺কাশীতেও নাকি অনেক ভূত আছে?"

স্বা। হাঁ, সেখানে লাট-ভৈরব আছেন, তিনি কাশীর ভূতদের শাস্তি দেবার জন্য অন্যান্য যোনিতে পাঠান। পাপের ফল ভুগ্‌তেই হ'বে। কাশীতে মর আর যেখানেই মর, পাপ, পুণ্য, বাসনা, কামনা, সঙ্গে সঙ্গে যায়—তার ফল ভোগ অনিবার্য্য। কাশীতে ম'রলেই যদি মুক্তি হয়, দুশ্চরিত্র ও সাধুর গতি যদি একই হয়, তাহ'লে সৃষ্টির নিয়ম বদলে যায়, তাহ'লে আর কেউ সাধন ভজন ক'রত না। "কাশ্যাং মরণান্মুক্তিঃ"—এখানে কাশঃ অর্থ ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশঃ, অর্থাৎ যে অবস্থায় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সেই অবস্থায় দেহত্যাগ হ'লে মুক্তিলাভ হয়। সাধনবলে এই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ হয়।

হরিদ্বার, ১৪ই মাঘ, ১৩৩৪, রাত্রি ৭টা।

[অজ্ঞানী সত্যবস্তু (আত্মা) মিথ্যা বলিয়া মনে করে এবং মিথ্যাবস্তু (জগৎ) সত্য বলিয়া মনে করে।]

"বাচারম্ভনং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকা এব সত্যং।
ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্॥"—উপনিষৎ

স্তবাদি পাঠান্তে শিষ্য, উত্তর কাশীনিবাসী স্বামী মনীষানন্দ গিরি প্রভৃতির সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন :—

স্বা। কাম অর্থ বাসনা। সংকল্প হ'তেই কামের উৎপত্তি হয়; যার কোন প্রকার সংকল্প নাই, তার বাসনাও নষ্ট হ'য়ে যায়। (হিন্দুস্থানী সাধু নারায়ণ গিরির প্রতি) আচ্ছা, তোমার নাম কি? প্রথমতঃ বল, তুমি কে,—তুমি হাত, পা, নাক, মুখ, চোক, কাণ, এইগুলির মধ্যে কোন্‌টি?

নারায়ণ গিরি। আমার নাম পূর্ব্বে ছেদীলাল ছিল, এখন নারায়ণ গিরি হ'য়েছে।

স্বা। (মনীষানন্দজীর প্রতি) দেখুন স্বামিজী! ভারি মজা, জগৎটাকে একনিমিষেই উড়ান যায়—শ্রুতি, স্মৃতি, বেদেরও দরকার হয় না। এই দেখুন, এক প্রশ্নেই জগতের অস্তিত্ব চ'লে যাবে। (নারায়ণ গিরির প্রতি) আচ্ছা, বলত' তোমার নাম কি? হাতের নাম হাত, পায়ের নাম পা, কেমন? তবে ছেদীলাল কা'র নাম! একখাপে দু'খানা তলোয়ার ত' রাখা যায় না?—যদি বল শরীরের নাম ছেদীলাল, শরীরের নাম ত' হল শরীর, তা'র নাম ছেদীলাল আবার কি ক'রে হ'ল?

নারায়ণ। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) তবে আমি কে?

স্বা। উল্টা জ্ঞান হ'চ্ছে, মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা ব'লে মনে হচ্ছে।

মনীষানন্দজী। হাঁ মহারাজ।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।

(গীতা ২।৬৯)

অজ্ঞানীর কাছে সত্য বস্তুর প্রকাশ নাই, জ্ঞানীর কাছে মিথ্যাবস্তু—জগতের অস্তিত্ব নাই।

স্বা। হাঁ স্বামিজী! যে জিনিষ সত্য, অজ্ঞানী তা' ধরতে পারে না; যে জিনিষ মিথ্যা তাই নিয়েই ব্যস্ত—তাই নিয়েই ভয়।

[জুজু যেমন আত্যন্তিক মিথ্যা, রজ্জু-সর্প দৃষ্টান্তে সর্পও সেইরূপ আত্যন্তিক মিথ্যা]

(শিষ্যের প্রতি) রজ্জু-সর্প দৃষ্টান্ত দিলে ত' বল্‌বি সর্প নামে কোন সত্য বস্তু আছে। আচ্ছা, জুজু নামে ত' কোন সত্য বস্তু নাই—কিন্তু জুজুর নামে শিশুর কত ভয় হয়? মা ব'লেছেন,—"জুজু এসেছে"; বস্ অমনি ভয়ে অস্থির, সে ভয় আর যায় না। মা ব'ললেন,—"বাবা, ও-ঘর থেকে একটা পেয়ালা নিয়ে আয়ত; পেয়ালা ভ'রে তোকে দুধ খেতে দেব।" শিশু ব'ললে, "না, মা, ওঘরে জুজু আছে, ওঘরে আমি যাব না। গেলে জুজু খেয়ে ফেলবে।" তা'রপর মা বাবা ব'ললেন, "না রে, জুজু নেই, ম'রে গিয়েছে।" কিন্তু তাতে শিশুর বিশ্বাস হ'ল না। জুজুর ভয় তবুও লেগে রইল। মা জুজু যে আকারের ব'লেছেন, জুজুর সেই আকৃতিই দাঁড়িয়ে গেল! কিন্তু বস্তুতঃ জুজুর

কোনও আকার নেই ; জুজু মিথ্যা। আচ্ছা, এই জুজুর ভয় কি ক'রে যেতে পারে ?

মনীষানন্দজী। বড় হ'লে, জ্ঞান হ'লে আপনিই চ'লে যায়।

স্বা। হাঁ তা ত' যাবেই, কিন্তু শৈশব অবস্থা থেকে যাবার কোন উপায় আছে কি ?

মনী। না।

[সিপাহী যেরূপ শিশুর ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য প্রথমতঃ মিথ্যা জুজুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পশ্চাৎ তাহার বিনাশ সাধন করে, সদ্‌গুরু ও সৎশাস্ত্র সেইরূপ অজ্ঞানীর নিকট প্রথমতঃ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া পশ্চাৎ তদ্বিষয়ে সত্যত্ববুদ্ধির নিরসন করেন।]

স্বা। তা'ও আছে। শিশু জানে যে, সিপাহী (দ্বারবান্ প্রতীহারী প্রভৃতি) চোর ও দুশ্চরিত্র লোককে ধরে প্রহার করে। পিতা একজন সিপাহীকে আদেশ করলেন, "ওহে! জুজু আমার বাচ্চাকে ভারি ভয় দেখাচ্ছে ও কষ্ট দিচ্ছে! জুজু ঐ ঘরে আছে, তুমি শীঘ্র গিয়ে তাকে মেরে ফেল।" প্রভুর আদেশ পেয়ে সিপাহী অমনি একটি লাঠিতে কাপড় জড়িয়ে জুজু প্রস্তুত ক'রে সেই ঘরে গিয়ে হাতে হাতে খুব জোরে চড় মারতে লাগল, আর নিজে নিজে হুঁ হুঁ ক'রে কাতর শব্দে চীৎকার ক'রতে লাগল। পিতা শিশুকে বল্‌লেন,—"ঐ শোন্, সিপাই জুজুকে মারছে, আর জুজু হুঁ হুঁ ক'রে কাঁদছে"। পিতার কথা শুনে

শিশুর মনে খুব আনন্দ হ'ল। তারপর সিপাহী বল্‌লে,—"বাবুজী! জুজুকে ত' মেরে ফেলেছি, এখন আর জুজু কাঁদছে না, জুজু মরে গিয়েছে।" বাবু বললেন,—"আচ্ছা জুজুকে এখানে নিয়ে এস"। তখন সিপাহী জুজুকে শিশুর কাছে এনে দেখালে। শিশু জুজু মরেছে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হ'ল। মাকে, দাদাকে হেঁসে হেঁসে সংবাদ দিয়ে এল,—বললে, "মা, দাদা, সবাই দেখে যাও জুজু মরে গিয়েছে"। আবার নিজেও এসে জোরে জুজুকে প্রহার ক'রতে লাগল, আর ব'লতে লাগল,—"কেমন, এতকাল আমায় ভয় দেখিয়েছিস্,আজ দেখ্ তোর কি গতি হ'য়েছে।" সেই দিন থেকে শিশু আনন্দে সকল ঘরে বেড়াতে লাগল, তার জুজুর ভয় নষ্ট হয়ে গেল। সেইরূপ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত কল্পিত বস্তু, সমুদয়ই মিথ্যা।

শি। শিশুর মা শিশুকে জুজুর ভয় দেখিয়েছে, আমাদের কে দেখালে?

স্বা। তোমাদের জগতের ভয় অনাদিকাল হ'তে বর্ত্তমান; এই জন্যই মায়াকে অনাদি বলে। সদ্গুরুরূপী সিপাহী ঐ জগৎ-ভ্রমরূপ জুজুকে মারতে সক্ষম, অন্য কেহ নয়। বস্তুতঃ জুজু নাই; কিন্তু সিপাহী যেমন জুজুর কল্পিতরূপ প্রস্তুত ক'রে পশ্চাৎ তাকে বিনাশ করে; তদ্রূপ জগৎ বস্তুতঃ নাই, কিন্তু চারি বেদ, ছয় দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ প্রথমতঃ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করে, পশ্চাৎ যুক্তি তর্ক দ্বারা তার নিরসন ক'রেছেন। কিন্তু এই প্রকার জ্ঞান হওয়া কঠিন।

মনীষানন্দজী। তবে "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু"—ক্বচিৎ কারও হয়। *

স্বা। হাঁ, স্বামিজী! ক্বচিৎ কারও হয়। যতই বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় করা যায়, ততই বন্ধন দৃঢ় হয়। সাধুরা জগতের ভোগ ত্যাগ করে ছ'মুঠী অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকে। কুক্কুরবৃত্তি অবলম্বন করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। লোকে দিলে ছ'মুঠো খায়। যেখানে সেখানে পড়ে থাকে, ভাল কাপড় পড়ে না, কত কষ্ট করে তিতিক্ষা করে। কিসের জন্য? তারাও কি জাগতিক লোকের মত ভোগ সুখ করতে পারত না?—তা, পারত! তবে তাদের বৈরাগ্য হ'য়েছে—সেই বস্তুকে পাবার জন্য। কিন্তু এত কষ্ট করেও তা' মিলে না—এমনই মায়া—মায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী—এর কথা আর কি বলব!

* "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥"
গীতা, সপ্তম অধ্যায় ৩য় শ্লোক।

পরিশিষ্ট

আলোর সাহায্য ব্যতীত চক্ষু দেখিতে পায় না, চক্ষু ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয় আলোর বর্ত্তমানেও দেখিতে পায় না ; তদ্রূপ মুমুক্ষু সদ্‌গুরুর সাহায্য বা কৃপা ব্যতীত ব্রহ্মলাভ বা ভগবদ্দর্শন করিতে পারে না ; কিন্তু সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইলেও অমুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রহ্মলাভ বা ভগবদ্দর্শন করিতে পারে না। অতএব মুমুক্ষু ও সদ্‌গুরুর সমন্বয়েই ঠিক ঠিক অধ্যাত্ম ভাবের স্ফুরণ হয়।

সাধনে বসিলে মন ছুটাছুটি করিলেও শরীরকে আসনে বসিয়ে রাখ্‌তে হয়। কিছুক্ষণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে আসনে বসে ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে মন শেষে স্বতঃই ধ্যানে লেগে যায়। অতএব প্রত্যহ অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা একাসনে বসে থাক্‌তে চেষ্টা কর।

প্রথমতঃ প্রকৃত ভক্ত হও—যাহা কিছু করি ভগবানের প্রীত্যর্থে করি, এই প্রকার দ্বৈতভাবে চল ; তারপর অদ্বৈত-ভাব আসিবে।

নদী যে রাস্তা দিয়েই যাক্ না কেন সমুদ্রে পড়িবেই ; তদ্রূপ সাধক যে কোন পন্থা অবলম্বন করেই সাধন করিতে থাকুক্ না কেন পরিশেষে মুক্ত হবেই। সুতরাং অন্যের কথায় কর্ণপাত না করে যে কোন পথ ধরে সেই পথেই ধীরে ধীরে চলিতে থাক।

কন্যার বয়স পঁচিশ বৎসর হ'লেও পুরুষসঙ্গম ব্যতীত তাহাদের সন্তান হ'তে পারে না; তদ্রূপ তুমি যতই শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং সাধন ভজন কর না কেন সদ্‌গুরুর আশ্রয় ব্যতীত তোমার জ্ঞান বা মুক্তি হ'তেই পারে না।

মন তোমার কি হয়—স্বামী, প্রভু, ভৃত্য বা অন্য কিছু? মন ত' ক্লীবলিঙ্গ সুতরাং সে স্বামী, প্রভু বা ভৃত্য কিছুই হ'তে পারে না। তুমি পুংলিঙ্গ হ'য়ে ক্লীবের কথা শুন্‌ছ কেন? মনের কথা শুনিও না, শান্তি মিলিবে।

ক্লীব ব্যক্তি যদি পুরুষ বা স্ত্রী জাতির মধ্যে যায় তাহলে সে হাস্যাস্পদ হয় ও দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু ক্লীবজাতির (স্বজাতির) ভিতর গেলে আনন্দই পেয়ে থাকে; দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। মন ক্লীবলিঙ্গ—তাহাকে পুরুষ বা স্ত্রীর কাছে যেতে দিলে সে দুঃখ পাবেই। ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ, সুতরাং মনকে ব্রহ্মে লয় করে দিলে তার কোন দুঃখ থাকে না।

কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে ভালবাসিও না, কারণ তাদের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী এবং তজ্জনিত দুঃখও অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আত্মা বা ঈশ্বরকে ভালবাস তাহাদের সঙ্গে কোনদিন বিচ্ছেদ হবে না, সুতরাং চিরশান্তি মিলিবে।

মন চঞ্চল হ'লে প্রাণায়াম কর নতুবা নাসিকার অগ্রভাগ দেখ অথবা ব্যায়াম কর; তাহলে মন শান্ত হ'বে।

গুরু গুরু জপ

এই তোর তপ

মুক্তি চাও ত কোন পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে মিশিও না, নির্জ্জনে বসে ভগবানের চিন্তা কর।

সুখাসনে বা পদ্মাসনে বসে সাধন করিও।

মন চঞ্চল হ'লে একশ্বাসে ৩।৪ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিও, মন শান্ত থাকিলে একশ্বাসে দুই বা একবার জপ করিও।

সাধনের সময় দৃষ্টি নাসিকাগ্রে রাখিও।

নাম জপিবার সময় নামের অর্থ চিন্তা কর এবং ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান কর।

ধ্যানের সময় মন হৃদয়ে থাকিবে।

নাম প্রাণায়াম করিবার সময় নিজে শুনিতে পারা যায় এই প্রকার ধীরে ধীরে শব্দ উচ্চারণ করিতে পার; অন্যে যেন শুনিতে না পায়।

জপ করা এবং নাম করা একই জিনিষ।

(একাগ্র বৃত্তি)

বৃত্তির স্থিতিকে ধ্যান বলে। নাম ও ধ্যান একই সময় করিতে চেষ্টা কর। ধ্যান গাঢ় হ'লে বাহ্যিক জপ স্বতঃই বন্ধ হ'য়ে যায়।

চলিতে ফিরিতে সর্ব্বদাই জপ করিতে চেষ্টা কর; যে নাম তোমার ভাল লাগে (গুরু, শিব, বিষ্ণু, কালী প্রভৃতি) তাহাই জপ কর; কিন্তু সব সময় একই নাম জপ করিও।

প্রাতঃকালে যখন শরীরের লোম দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন সাধনে বস, সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হলে উঠিও। সন্ধ্যার সময় সূর্য্য দেখে বস, নক্ষত্র দেখে উঠ।

কামের উপদ্রব হওয়া মাত্রই ব্যায়াম কর, তাহাতেও উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হলে ব্যায়ামের পর প্রাণায়াম কর।

কাম রিপুর হাত হতে রক্ষা পাইতে চাও ত একান্তে শয়ন বা বাস করিও না, কোন লোকের কাছে (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয়) শয়ন করিও। একান্তে থাকিলে কুচিন্তা আসিতে পারে।

সর্ব্বদা লোক মধ্যে থাকিও তাহলে মন চঞ্চল হ'লেও লোক লজ্জার ভয়ে কুকার্য্য হতে বিরত থাকিবে। একান্তে থাকিলে রক্ষা পাওয়া মুস্কিল *

বৈরাগ্যবানের সঙ্গ করিলে বৈরাগ্য লাভ হয়।

প্রকৃত ভক্ত সর্ব্বত্রই তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করেন—কালী ভক্ত কালী; বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু, শিবভক্ত শিব এবং গুরুভক্ত গুরু।

শিশুর মধ্যে অহংকার নাই, তাই তাকে সকলেই আদর করে ও ক্রোড়ে রাখে। তুমি যদি নিরভিমানী ও বিনয়ী হও তোমাকেও হরি ক্রোড়ে তুলে নিবেন।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত

* এ ব্যবস্থা বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির জন্য, কিন্তু বৈরাগ্যবানের পক্ষে নির্জ্জন থাকাই যুক্তিযুক্ত। গীতায় শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

"একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাসীরপরিগ্রহ, সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ বিবক্ত-সেবী লঘাশী"—ইত্যাদি।